

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার

অপূর্বমণি দত্ত

শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২) ভারতবর্ষে বৃটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সিপাহীবিদ্রোহ নেতৃত্বদানকারী সম্রাট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক কর্তৃপক্ষ সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থণ ও নেতৃত্বদানের অভিযোগে সুদূর বার্মাদেশের (বর্তমান মায়েনমার) রেঙ্গুনে (ইয়াংগুন) নির্বাসিত করেন। তিনি উর্দ্দু কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর 'কুলায়েতে জাফর' উর্দ্দু সাহিত্যের অনন্য কাব্যগ্রন্থ।

সেখানে তিনি ৭ নভেম্বর ১৮৬২ সনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮৭ বছর। রেঙ্গুনে তারঁ শবদেহ দাফন করা হয়- যা এখন বাহাদুর শাহ দরগা হিসাবে পরিচিত।'

'হ্যায় কিতনা বদ-নসীব জফর দফনকে লিয়ে,
দো গজ জমীঁ ভী মিল নহ্ সফীকুয়ে ইয়ার মেঁ ।।

'হে জাফর, তোমার ভাগ্য কতই না মন্দ, কেননা আপন দেশে বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে কবরের জন্য তুমি দু'গজ জমিও পেলে না।'

ঢাকায় বিদ্রোহী সৈন্যদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ধরিয়ে দিয়ে কেউ কেউ 'নবাব' 'রাজা' উপাধি অর্জন করে অর্থ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়েছেন। আর এন্টাগন ময়দানে ধৃত বিদ্রোহ সৈন্যদের ফাঁসি দেয়া হয়। ১৮৬০ সনে বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত শাসন গ্রহণ করার পর এন্টাগন ময়দান ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে অভিহিত হয়। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগ পরবর্তীতে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের অম্লান স্মৃতি ও শহীদস্মরণে 'বাহাদুর শাহ্ পার্ক' হিসাবে পরিচিত হয়।

বাহাদুর শাহ জাফরের বিচার পর্ব ১৮৫৮ সনের ২৭ জানুয়ারী-২ এপ্রিল ১৮৫৮ মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর না করে তাতে একটু উপন্যাসের রং চড়িয়ে সাবলীল ভাষায় শতবর্ষ পরে ১৯৫৭ সনে 'সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার' শিরোনামে একখানি বই লিখেছিলেন অপূর্বমণি দত্ত । বইটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছিল মিত্র ও ঘোষ, বাংলা ১৩৭৩ সালে ৪৩ বছর আগে। ইতোমধ্যে বইটি প্রথম প্রকাশনার পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে।

১৯৮৫ সনে রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক তথ্য অধিদপ্তরের প্রথম উপপ্রধান তথ্য অফিসার-এর দায়িত্ব পালন কালে শাহমখদুম কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান বন্ধুবর অধ্যাপক ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে বইটি সংগ্রহ করি।

আমরা বইটির মূল অংশটি রেখে পরিশিষ্টে মূল ইংরেজী বিচার পর্বের দালিলিক ও আনুসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়ে একটি নিবন্ধ ও ছবি সংযোজন করে পুনরায় প্রকাশ করা হল।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী

২০ জানুয়ারী ২০১০

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার



সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর
(জ. ২৪ অক্টোবর ১৭৭৫- মৃ.৭ নভেম্বর ১৮৬২)

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার

অপূর্বমণি দত্ত

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার
অপূর্বমণি দত্ত

সংশোধিত সংস্করণ, প্রকাশক : মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। ফোন : ৭১১১৯৬৯। সংশোধিত সংস্করণ গ্রন্থস্বত্ব : রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। প্রচ্ছদ : সিরাজুল ইসলাম। বর্ণবিন্যাস : ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স, ১০ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে : শাখি অফসেট প্রেস, ২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১০।

মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১০ মার্কিন ডলার

SAMRAT BAHADUR SHAHER BICHAR by Apurbomoni Datta. Revised Edition Published by Morshed Alam, Jatiya Grontha Prokashan, 67 Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone : 7111969, Bangladesh. Copyright: Rabindranath Trivedi. Cover Design : Sirajul Islam. Computer Compose : Four Brothers Computer & Graphics, 10 Hemendra Das Road, Dhaka-1100. Printers : Shakhi Offset Press, 2 Shrishdas Lane, Dhaka-1100. Date of Revised publication : February 2010.

Price Tk. : 200.00 Only. US $ 10.00

ISBN 984-560-214-3

উৎসর্গ

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে—
অপূর্ব

দত্তপুলিয়া (নদীয়া)
০৭.০৭.১৯৫৮

আমাদের কথা

শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২) ভারতবর্ষে বৃটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সিপাহীবিদ্রোহ নেতৃত্বদানকারী সম্রাট। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক কর্তৃপক্ষ সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থণ ও নেতৃত্বদানের অভিযোগে সুদূর বার্মাদেশের (বর্তমান মায়েনমার) রেঙ্গুনে (ইয়াংগুন) নির্বাসিত করেন। তিনি উর্দ্দু কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর 'কুলায়েতে জাফর' উর্দ্দু সাহিত্যের অনন্য কাব্যগ্রন্থ্।

১৮৫৮ সনের ৪ ডিসেম্বর শনিবার কলকাতা থেকে সেগারা জাহাজে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন দুই পত্নী,এক পুত্র ও এক পৌত্র। সেখানে তিনি ৭ নভেম্বর ১৮৬২ সনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮৭ বছর। রেঙ্গুনে তারঁ শবদেহ দাফন করা হয়- যা এখন বাহাদুর শাহ দরগা হিসাবে পরিচিত। '

'হ্যায় কিতনা বদ-নসীব জফর দফনকে লিয়ে,
দো গজ জমীঁ ভী মিল নহ্ সফীকৃয়ে ইয়ার মেঁ ।।

'হে জাফর, তোমার ভাগ্য কতই না মন্দ, কেননা আপন দেশে বন্ধূবান্ধবের সান্নিধ্যে কবরের জন্য তুমি দু'গজ জমিও পেলে না। '

ঢাকায় বিদ্রোহী সৈন্যদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ধরিয়ে দিয়ে কেউ কেউ 'নবাব' 'রাজা' উপাধি অর্জণ করে অর্থ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়েছেন। আর এন্টাগন ময়দানে ধৃত বিদ্রোহ সৈন্যদেও ফাঁসি দেয়া হয় । ১৮৬০ সনে বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত শাসন গ্রহন করার পর এন্টাগন ময়দান ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে অভিহিত হয়। ১৯৪৭সনে ভারত বিভাগ পরবর্তীতে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের অম্লান স্মৃতি ও শহীদস্মরণে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' হিসাবে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, শহীদ মঙ্গল পান্ডে ব্যাকারপুর সিপাহী বিদ্রোহে প্রথম শহীদ হন। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ কাশীনাথ তেওয়ারী (ত্রিবেদী) ঝাঁন্সি বাহিনীর একজন সুবেদার ছিলেন, তিনি সিপাহী বিদ্রোহে শহীদ হন। তারপর হিন্দু-মুসলিম সেপাহীরা বৃটিশের কোপানল থেকে বাঁচার জন্য উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলায় পালিয়ে আসে। আমাদের পূর্ব পুরুষের অনেকে বালিয়া জেলাধীন মারচি,বড়কাগাও থেকে পালিয়ে প্রথমে বিহারে ও মুর্শিদাবাদ অবস্থানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, অনেকে ভিকিরির মত জীবন যাপন করে দেহ ত্যাগ করে। পরে ১৮৮০ সনে আমার ঠাকুরদা ঁভগবত ত্রিবেদী নাটোরের রাজার বদান্যতায়

ফরিদপুরের তালমা হাবেলি পরগনায় একখন্ড ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আমার ঠাকুরমা ফুলকুমারী বাসন্তী দেবী দেশবন্ধু চিত্ত রজ্জন দাশের একজন মহিলা কর্মী ছিলেন ,তিনি আমার বাবার নাম চিত্ত রজ্জন ও তাঁর ফার্মেসীর নাম " দেশবন্ধূ ফার্মেসী " রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমার পিতা ডা. চিত্ত রঞ্জন ত্রিবেদী কল্যাণী শরণার্থী ক্যাম্প-চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন। আমরা পাঁচ ভাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করি। সেকারনে সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের রক্তে রোমাঞ্চ জাগায় ,স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

বাহাদুর শাহ জাফরের বিচার পর্ব ১৮৫৮ সনের ২৭ জানুয়ারী- ২এপ্রিল ১৮৫৮ মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর না করে তাতে একটু উপন্যাসের রং চড়িয়ে সাবলীন ভাষায় শতবর্ষ পরে ১৯৫৭ সনে 'সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার' শিরোনামে একখানি বই লিখেছিলেন অপূর্ব মনি দত্ত । বইটির সর্ব শেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছিল মিত্র ও ঘোষ, বাংলা ১৩৭৩ সালে ৪৩ বছর আগে। ইতোমধ্যে বইটি প্রথম প্রকাশনার পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে।

১৯৮৫ সনে রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চরিক তথ্য অধিদপ্তরের প্রথম উপপ্রধান তথ্য অফিসার-এর দায়িত্ব পালন কালে শাহমখদুম কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান বন্ধুবর অধ্যাপক ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে বইটি সংগ্রহ করি।

আমরা বইটির মূল অংশটি রেখে পরিশিষ্টে মূল ইংরেজী বিচার পর্বের দালিলিক ও আনুসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়ে একটি নিবন্ধ ও ছবি সংযোজন করে পুনরায় প্রকাশের জন্য একাধিক প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েছি ।

এবার জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশণ-এর সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ মোরশেদ আলম নতুনতথ্যসমৃদ্ধ কলেবরের বইটি প্রকাশনার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ইচ্ছে রাখি ,পাঠক সমাজের কাছে বইটি গ্রহনীয় হবে।

২০ জানুয়ারী ২০১০

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৫ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

আদিপর্বের দু-চার কথা

একটা চাপা আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই এবং সেই ধূমের অন্তরালে যে বহ্নি চাপা রয়েছে সে একদিন প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করবে, এটা অনেক বিশারদরা কল্পনা করেছিলেন।

এই আগুনের উত্তাপটা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল দেশ বাসীর অন্তরে, যখন তারা দেখলে, ইংরাজের কুটিল রাজনীতির চালে এ দেশের যাঁরা ছিলেন প্রভাবশালী নরপতি, তাঁদের পাকা বুনিয়াদ এক এক করে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে লাগল।

১৮৪৩ সালের প্রথম বলি হয় সিন্ধুদেশ। ওখানকার মীরেরা নাকি ছিলেন বড়ই অত্যাচারী। সেই অত্যাচার থেকে সিন্ধুদেশবাসীদের রক্ষা করবার জন্যই সারা দেশটা চলে এল ইংরাজ-সিংহের থাবার তলায়। কয়েক বছর পরেই ১৮৪৯ সালে পতন হল শিবাজীর শেষ বংশধরের এবং সেই সঙ্গে লাল রংয়ে চিহ্নিত হল সাতারা। কেবল শিবাজীর শেষ প্রদীপ নিবল তা নয়, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং—একদিন যিনি 'সব লাল হো যায়েগা' বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁরই পুত্র দিলীপ সিং দেখলেন সত্য-সত্যই তাঁর পিতার রাজ্য লাল হয়ে গেল। ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হল সারা পাঞ্জাব। মোটা পেনসন নিয়ে বাসা বাঁধলেন কেশরীনন্দন দিলীপ সিং ইংলণ্ডের নরফোকে।

যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। ১৮৫২ সালে গেল বর্মা, তার পরের বছরেই একে একে ইংরাজের কুক্ষিগত হল বেরার, নাগপুর, তাঞ্জোর। বৃদ্ধ পেশোয়া বাজীরাও পেনসন নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন কানপুরের কাছে বিঠুরে। তাঁরই পালিতপুত্র ধুন্ধুপন্থ নানা বা ইতিহাসখ্যাত নানা সাহেব।

ইংরাজের লাল রংয়ের তুলি সেখানেই থামল না। ১৮৫৪ সালে লাল হয়ে গেল অযোধ্যা। পেনসন দিতে ইংরাজ বাহাদুর কখনও কার্পণ্য করেন নি। ওয়াজিদ আলি শাহ বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা পেনসন নিয়ে অযোধ্যার রাজতক্ত ছেড়ে এলেন কলিকাতার মেটেবুরুজে। তাঁর নবাবীর গল্প আজও শোনা যায়। স্বয়ং রামচন্দ্রকেও একদিন অযোধ্যার সিংহাসন ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে কুঁড়ে বাঁধতে হয়েছিল সপরিবারে—

কিন্তু পেনসন তিনি পান নি।

অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল একদিন অতি তুচ্ছ কারণে। দমদম ক্যান্টনমেন্টের একজন নীচজাতীয় সিপাহির সঙ্গে আর এক সিপাহির কি নিয়ে একটা ঝগড়া হল একদিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ। তার জাত্যাভিমান সে ভোলে নি, কাজেই নীচজাতীয় ব্যক্তিটির স্পর্ধার উল্লেখে সে জাতির দোহাই দিলে। সে লোকটিও

ছাড়বার পাত্র নয়, সে বললে, জাতের অহঙ্কার আর করো না ঠাকুর। নূতন যে টোটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে রাইফেলে পরাচ্ছ, তাতে গরু আর শূয়োরের চর্বি মাখানো। গরুর চর্বি যে দাঁত দিয়ে কাটে, সে আবার জাতের—

জ্বলে উঠল আগুন। অত বড় কথাটার সত্যাসত্য প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হল অনেকে। এনফিল্ড রাইফেল তখন সৈন্যদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তাতে কার্টিজ পরাতে গেলে চর্বিজাতীয় স্নেহপদার্থে সিক্ত করতে হয় এবং কার্টিজের শেষাংশ একটু ছিঁড়ে দেওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং সে কার্যটা দাঁত দিয়ে করাই সুবিধা।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, ও কার্টিজ তাঁদের আবিষ্কার নয়, খোদ Ordnance Committee of Great Britain—তাঁদের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং এখানকার মিলিটারি কর্মকর্তারা কেউ তার এদিক-ওদিক করতে পারেন না।

কিন্তু চর্বির ব্যাপারটা? সেটা কি সত্য?

পরিষ্কার জবাব দিতে ইতস্তত করতে হল কর্তৃপক্ষের। তাঁরা জানালেন যে, সিপাহিরা যদি ইচ্ছা করে, তবে কোরা কাটিজে তারা ঘি বা মাখন মাখিয়ে নিতে পারে।

এতদিন গরু-শূয়োরের চর্বি-মাখানো কার্টিজ দাঁত দিয়ে কেটে যে মহাপাপ করা হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত এই স্তোক-বাক্যে হয় না।

ছড়িয়ে পড়ল এই খবর এক রেজিমেন্ট থেকে আর এক রেজিমেন্টে। দমদম থেকে বারাকপুরে, বারাকপুর থেকে বহরমপুর। ক্রমে সারা ভারতবর্ষময়।

এ সংবাদ যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে দেশব্যাপী হয়ে পড়ল, এ নিয়ে তখনকার কর্তৃপক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

শোনা যায়, চাপাটি (রুটি) মাধ্যমে নাকি খবর প্রচারিত হত। একজন চারখানা চাপাটি তৈরি করে চারজনকে দিত, তাদের প্রত্যেকে আবার চারখানা করে চাপাটি চালান করত অন্যত্র। এরই মধ্যে থাকত নাকি সাঙ্কেতিক লিপি এবং এই লিপি chain letter-এর মত ভারতবর্ষময় প্রচারিত হত।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭—বারাকপুর থেকে ৩৪ নম্বর পদাতিক বাহিনী রওনা হয়ে গেল বহরমপুরে। সেখানে থাকত ১৯ নম্বর পদাতিক বাহিনী। কার্টিজের কাহিনী প্রচারিত হল। ১৯ নম্বরের সিপাহিরা পরিষ্কার বললে, ও কার্টিজ আমরা ছোঁব না।

মিলিটারি ডিসিপ্লিনের এই অমর্যাদা দেখে ১৯ নম্বরের সকলের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মনে মনে একটু আতঙ্কিত হলেন।

লর্ড ক্যানিং তখন গভর্নর জেনারেল। তিনি হুকুম দিলেন চুরাশি নম্বর রেজিমেন্ট যাচ্ছে বর্মায়, তাদের মনে এখনও এই বিষ ঢোকে নি, ফিরিয়ে আন তাদের।

কিন্তু চাপাটি-দৌত্যের কৃপায় কার্টিজ-সংবাদ ইতিমধ্যেই সারা উত্তর-ভারতময় সিপাহিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ দেখলে, সারা ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার, কিন্তু দেশী পল্টনের সংখ্যা তিন লক্ষ এগারো হাজার। ইতিপূর্বে স্যার চার্লস নেপিয়ার গভর্নমেন্টকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সংখ্যার এই অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্য। কিন্তু তখন কিছু করা হয়নি।

কার্তিজ নিয়ে যখন এত হৈ-চৈ তখন দিল্লির কেল্লায় বসে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ রচনা করলেন এক কবিতা। তাঁর কবিখ্যাতি ছিল—

"কুছ চিল-ই-রূম নাহি কিয়া ইয়া শা-হি রূষ নেহিন
যো কুছ কিয়া না সারে সে, সো কারতুস নে—

এর মানে হল যে, স্বয়ং রূমের (তুর্কীর) সুলতান বা রূশের শাহ্ যে জয় করতে পারেন নি, এতদিন পরে কি চর্বিমাখা কারতুজ দিয়ে তাই হবে?

২৯ শে মার্চ তারিখে বারাকপুরের কেল্লায় মঙ্গল পাণ্ডে এক বন্দুক উচু করে প্রকাশ্যভাবেই চিৎকার করে উঠল, জাগ ভাই সব, মার ইংরেজকে!

৩৪ নম্বর বাহিনীর এডজুটেণ্ট ছিলেন লেফটেনান্ট বঘ (Bough)। তিনি এই চিৎকার গরম হয়ে উঠলেন। ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন মঙ্গল পাণ্ডের দিকে। পাণ্ডে তখন মরিয়া। সে বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়লে বঘ সাহেবের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে। কোমর থেকে পিস্তল বার করে বঘ এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু হঠাৎ ঝলক মেরে উঠল মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ার এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন লেফটেনান্ট বঘ। বিদ্রোহযজ্ঞে বোধ হয় বঘ সাহেবই প্রথম বলি।

হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছুটে এলেন সার্জেন্ট মেজর হডসন, কিন্তু তাঁকেও ধরাশায়ী হতে হল আর একটা তলোয়ারের আঘাতে। তখন জেনারেল হিয়ারসি এসে মঙ্গল পাণ্ডেকে পাকড়াও করলেন।

এর ফলে যা হবার তা হল। মঙ্গল পাণ্ডে এবং জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি হল ২১ শে এপ্রিল তারিখে।

আগুন নিবল না, জ্বলতে জ্বলতে ছড়িয়ে পড়ল দেশময়।

৯ই এবং ১০ মে তাণ্ডব শুরু হল দূর উত্তর-পশ্চিমের মীরাট ক্যান্টনমেন্টে।

সেদিন রবিবার—ইংরাজ অফিসাররা গির্জায় গিয়ে ধর্মাচরণ করছিলেন, হঠাৎ গুলির আওয়াজ সবাই চমকে গেলেন। বাজারে আগুন জ্বলছে, শহরে চলেছে লুটপাট এবং ক্যান্টনমেন্টে চলেছে হত্যাকাণ্ড।

সেখান থেকে একটা বিরাট দল এল দিল্লি। সম্রাট বাহাদুর শাহ—তখন নামেই সম্রাট—ইংরাজি ভাষায় Titular King মাত্র। অতীতকালে বাহাদুর শাহের পিতামহ সম্রাট শাহ্ আলম যখন মারহাট্টা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ইংরাজ সৈন্যরাই তাঁকে সে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। লর্ড লেকের নাম এ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা সগৌরবে ঘোষণা করেন। ইংরাজের সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতেই সম্রাট শাহ আলমের জন্য একটা পেনসন নির্ধারিত হয়। এবং ভারতের ভাগ্যবিধাতার স্থান অধিকার করেন ইংরাজ। সেই অবধি দিল্লির সম্রাটের মর্যাদা তাঁদের কাছে হয়, "A British Subject, pensioner and titular King of Delhi,"

এই স্বাধীনতার, ইতিহাস—যাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা 'সিপাহী-বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন, তার বিবরণ বহু গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ এবং

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোগল বাহাদুর এবং অন্য পুত্রেরা এই স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন—সেটা ঐতিহাসিক সত্য।

আগুন জ্বালে উঠেছে কানপুরে, বেরিলিতে, লখনউতে, মধ্যভারতে, ঝান্সিতে, বিহারে, আরায় এবং আরও বহু জায়গায়।

৮ই জুন দিল্লি অবরোধ শুরু হল ইংরাজ-বাহিনীর দ্বারা , কিন্তু জুন গেল, জুলাই-আগস্টও শেষ হয়ে গেল, তারা দিল্লির অনতিদূরে পাহাড় [তাকে এখানে বলা হয় রিজ (Ridge)-আসলে এটা আরাবল্লী পর্বতমালার একটা বিক্ষিপ্ত অংশ] থেকে নেমে শহরের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলে না। অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লির প্রাকার-বেষ্টনীর কাশ্মীর গেট বিধ্বস্ত করে শহরের মধ্যে প্রবেশ করল ইংরাজ ফৌজ।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ আশ্রয় নিলেন তিন মাইল দূরে তাঁরই পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে। সে বিরাট স্মৃতিসৌধকে একটা কেল্লা বললেও ভুল করা হয় না। নগর জয় করে ছুটলেন ক্যাপ্টেন হডসন বাহাদুর শাহের খোঁজে। বৃদ্ধ সম্রাটকে প্রাণে মারা হবে না এই আশ্বাস দিয়ে মহানুভবতা দেখালেন হডসন, কিন্তু সম্রাটের পুত্রদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যবস্থা হল অন্যরকম। তাঁদের বন্দি করে নিয়ে আসবার সময় জনতা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কাজেই হডসন সে অবস্থায় আর কি করেন? ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখে গিয়েছেন, "Hodson considered it necessary to shoot down the princes (who had surrendered Unconditionally) With his own hand."

বন্দি বাহাদুর শাহের বিচারের আয়োজন হল। পাঁচজন বিচারপতি নিযুক্ত হলেন তাঁর অপরাধের ন্যায়বিচারের জন্য। তা ছাড়া রইলেন গভর্নমেন্ট প্রসিকিউটর।

সেই বিচারের বিস্তৃত বিবরণ পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট একখানি পুস্তকের আকারে মুদ্রিত করেছিলেন। অসংখ্য চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ সেই বিচারসভায় উপস্থিত করা হয়েছিল, বহু সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

আমরা এখানে যেগুলির আলোচনা করব সেগুলি প্রধানতঃ—(১) সম্রাট নামধারী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ (২) চুনীলাল নামা এক ব্যক্তির লেখা সে সময়ের ঘটনাবলীর একটা দিনপঞ্জি—তারই কিয়দংশ (৩) সম্রাটের বর্ণনাপত্র বা বিবৃতি (৪) গভর্নমেন্ট প্রসিকিউটরের বক্তৃতা এবং (৫) বিচারের রায়।

বিচার পর্ব

১৮৫৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে শুরু হল দিল্লিতে এক মিলিটারি কমিশনের বিচারগৃহে দিল্লির সম্রাট উপাধিধারী বাহাদুর শাহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজদ্রোহের অপরাধে বিচার। পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স এবং দিল্লির মিলিটারি ডিভিসনের কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল পেনীর আদেশে গঠিত হল এই বিচারসভা।

এই সভার সর্বাধিনায়ক হলেন লেফটেনান্ট কর্নেল ডয়েস এবং সদস্য নির্বাচিত হলেন—

১। মেজর পামার
২। মেজর রেডমন্ড
৩। মেজর সইয়ার্স
৪। ক্যাপ্টেন রথনি

এ ছাড়া দোভাষীরূপে রইলেন জেমস মারফি এবং গভর্নমেন্ট প্রসিকিউটাররূপে মেজর এফ জে হ্যারিয়ট, ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল।

অভিযোগ

সম্রাট উপাধিধারী বন্দি মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল মাত্র চারটি।

প্রথম—বন্দি বৃটিশ গভর্নমেন্টের বৃত্তিভোগী হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং নাম-না-জানা বহু সৈন্য এবং সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদের উৎসাহ এবং উপযুক্ত সাহায্য দিয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

দ্বিতীয়— ১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বন্দি তাঁর পুত্র মির্জা মোগল—তিনিও বৃটিশ গভর্নমেন্টের একজন প্রজা—এবং দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অসংখ্য জনমণ্ডলী—তারাও সকলেই বৃটিশ গভর্নমেন্টর প্রজা—তাদের সকলকেই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং যথোপযুক্ত সাহায্যও করেছিলেন।

তৃতীয়—বন্দি স্বয়ং বৃটিশ গভর্নমেন্টের অনুগত প্রজা হয়েও রাজ-আনুগত্য বর্জন করে বিশ্বাসঘাতকরূপে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং সেইদিনই অন্যায়ভাবে দিল্লি শহর অধিকার করেন। এ ছাড়া ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের পুত্র মির্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

চতুর্থ—বন্দি ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে এবং ঐ সময়ে দিল্লি প্রাসাদের সীমানার মধ্যে ৪৯ জন খাস ইউরেপীয় এবং মিশ্রিত ইউরোপীয় নরনারী নির্মম হত্যাসাধনের সহায়তা করেন এবং ১০ই মে ও ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিয়োজিত সৈন্যদের দ্বারা ইউরোপীয় অফিসার এবং অন্যান্য ইংরাজ নরনারীর হত্যাসাধনের সহায়তা করেন। হত্যাকারীদের ভাল চাকরি, পদোন্নতি এবং মর্যাদাবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব দেশীয় রাজন্যবর্গ আছেন, তাঁদের কাছেও হুকুমনামা পাঠান, যাতে তাঁরাও নিজেদের রাজ্যের এলাকার মধ্যে ইংরাজ এবং খ্রীশ্চান নরনারীদের নির্বিচারে হত্যা করেন। বন্দির এই আচরণ ভারতবর্ষের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৮৫৭ সালের ১৬ আইন অনুসারে অতি ঘৃণিত অপরাধ বলেই গণ্য হয়।

বন্দি মহম্মদ বাহাদুর শাহ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষী বলে ঘোষণা করেন।

সরকার পক্ষ থেকে বাহাদুর শাহের লেখা অথবা স্বাক্ষরিত বহু চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপতি করা হয় প্রমাণস্বরূপে।

চুনীলাল নামা এক ব্যক্তির কাজ ছিল সংবাদ সরবরাহ করা। তার বাড়িখানা তল্লাশ করার ফলে ১১ই মে থেকে শুরু করে ২০শে মে পর্যন্ত—এই কয়দিনের ঘটনাবলী একটা ডায়েরির আকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। বিচার-সভায় সেই দিনলিপিও উপস্থাপিত করা হল।

চুনীলালের দিনলিপি

১০ই মে, ১৮৫৭—মিঃ ফ্রেজার সাহেব রাতে মীরাট হইতে একখানি চিঠি পাইয়া সেখানকার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সংক্রান্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। ১১ই তারিখের সকালে খবর আসিল যে, মীরাটের তৃতীয় ক্যাভালরি এবং দুই দল দেশীয় পদাতিক বাহিনী কার্টিজ ব্যবহারে আপত্তি জানাইয়া এক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহারা দিল্লির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া ফ্রেজার সাহেব ঝঝ্ঝরের নবাবের কর্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। Sir Theophilus Metcalfe সেই সময়ে শহরের মধ্যে আসিয়া প্রধান কোতোয়ালকে

আদেশ দিলেন যে, দিল্লি শহরের প্রাচীরের সমস্ত ফটকগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং সেখানে প্রহরীর ব্যবস্থা করা হউক। ফ্রেজার সাহেবও সেই সময় তাঁহার বগিতে চড়িয়া শহরের মধ্যে আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দেহরক্ষীরূপে চলিল ঝঝ্‌ঝরের অশ্বারোহী বাহিনী। এই সময়ে শোনা গেল যে, কয়েকজন বিদ্রোহী নদীতীরে আসিয়া সেখানকার টোল-কালেকটরকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। এই বিদ্রোহী দল দিল্লি প্রাসাদের বুরুজের সামনে আসিয়া সম্রাটকে উদ্দেশ করিয়া বলিল যে, তাহারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সুতরাং ফটক খুলিয়া তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক। সম্রাট তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অধ্যক্ষকে জানান যে মীরাট হইতে একদল সৈন্য আসিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া Captain Douglas সম্রাটের নিকট আসেন এবং ঐসব সেনাদলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, অনর্থক গোলযোগ সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাঁহার এই উপদেশবাণীতে তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া কাপ্তেন ডগলাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, তাঁহার সঙ্গে তাহারা ভবিষ্যতে বোঝাপড়া করিবে।

ইতিমধ্যে ফ্রেজার সাহেব কাশ্মীর গেটে আসিয়া সেখানকার প্রহরীদের বলিলেন যে, তাজারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিমক খাইয়াছে, সুতরাং মীরাট হইতে আগত বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে তাহারা যেন তাঁহাকে সাহায্য করে। কিন্তু প্রহরীরা তাহাতে ঠিক সম্মতি দেয় নাই। ফ্রেজার সাহেব তখন ক্যালকাটা গেটে আসিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। তাঁহার জমাদার জোয়াখা সিং তাঁহাকে বলে যে, মুসলমানেরা সকলেই মনে মনে বিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু ফ্রেজার তাহাতে সম্মত হন না।

দেখিতে দেখিতে দিল্লির সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল। Reverend Mr. Jennings এবং আর একজন প্রাসাদরক্ষীর ঘরের শীর্ষদেশ হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন বিদ্রোহী সৈন্যদের মীরাট হইতে দলে দলে আগমন। Captain Douglas এই সময়ে ফ্রেজার সাহেবের কাছে আসিয়া একখানি চিঠি দিলেন। চিঠি পড়িয়াই ফ্রেজার তাঁহার দেহরক্ষীদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল, সানবি বাজারের মুসলমানেরা রাজঘাটে যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে এবং ফটক খুলিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা জনস্রোতের মত দরিয়াগঞ্জ মহল্লায় প্রবেশ করিয়া ঘর-বাড়িতে আগুন লাগাইয়া ইউরোপীয়দের নির্মমভাবে হত্যা করিতে শুরু করিল। দরিয়াগঞ্জের ডাক্তার চমনলাল তাঁহার ডিসপেন্সারির রোয়াকে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও নিহত হইলেন। মুসলমানেরা তখন বিদ্রোহীদের জানাইল যে, ফ্রেজার সাহেব ক্যালকাটা গেটের নিকটে আছেন। বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ মহা কলরব করিতে করিতে সেই দিকে চলিল এবং প্রহরীদের মধ্যে দুইজন তখনই নিহত হইল। ফ্রেজার সাহেবের দেহরক্ষী কোনও বাধাই দিল না। ফ্রেজার একখানা তরবারির আঘাতে একজনকে আহত করিয়া ডগলাস সাহেবের সঙ্গে বগিতে চড়িয়া কেল্লার ভিতর ফিরিয়া আসিলেন।

কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেলেন এবং ফ্রেজার সাহেব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়েই আক্রান্ত হইলেন এবং সেইখানেই নিহত হইলেন।

বিদ্রোহী দল তখন উপরে ছুটিয়া গিয়া নিমেষের মধ্যে কাপ্তেন ডগলাস, রেভারেণ্ড জেনিংস এবং তাঁহার কন্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করিল। এই সময়ে শহরের মুসলমানরা ইউরোপীয়দের বাড়ি-ঘর লুট করিতে আরম্ভ করিল। Sir Theophilus Metcalfe ঘোড়ায় চড়িয়া উন্মুক্ত তরবারি লইয়া আসিতেছিলেন, বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। চাঁদনি চকের রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মেটকাফ সাহেব আজমীর গেট দিয়া শহরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দিল্লির তিনটি পদাতিক সৈন্যদল ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তাহারা কয়েকজনকে হত্যা করিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাশ্মীর গেট, দরিয়া লজ এবং মেজর স্কিনারের বাড়িতে যতগুলি ইউরোপীয় ছিল, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্মমভাবে নিহত হইল। ১২টি থানা ধ্বংস করা হইল এবং রাস্তার সমস্ত আলোগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইল। তারপর ব্যাঙ্ক আক্রমণ করা হইল। ব্যাঙ্কের দুইজন পুরুষ এবং তিনটি মহিলা দুটি শিশু লইয়া বাড়ির ছাদে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলে সে আহত হয়। তখন ব্যাঙ্কের বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই পুরুষ ও মহিলাদের হত্যা করা হইল। স্থানীয় মুসলমানেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া জেহাদ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া ফেলিল। দিল্লির তিনটি পদাতিক বাহিনী ট্রেজারি লুট করিয়া টাকাকড়ি যাহা পাইল নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। তারপর আদালত এবং কলেজ-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করিল। অশ্বারোহী সৈন্যের দল ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করিয়া ওখানকার সমস্ত বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিল।

অতঃপর মীরাট হইতে আগত অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী সম্রাটের নিকট আসিয়া তাঁহার সাহায্য চাহিল এবং জানাইল যে, সারা ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্রাট তাহাদের জানাইলে যে, তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু শহরের ধ্বংসলীলা এবং লুটতরাজ বন্ধ করিতে হইবে। সম্রাট তাহাদের সেলিমগড়ে আশ্রয় লইতে বলিলেন।

বিদ্রোহীরা এই সময় সংবাদ পায় যে, বারুদখানায় বহু ইংরাজ নরনারী আশ্রয় লইয়াছে। তখন তাহারা সেই দিকে অভিযান চালাইল। ইতিমধ্যে শোনা গেল যে, বারুদখানা উড়িয়া গিয়াছে, সেখানকার সকলেই নিহত এবং আশপাশের বহু বাড়িঘর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনজন সার্জেন্ট এবং দুটি মহিলা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের বন্দি করিয়া সম্রাটের নিকট আনা হইল। সম্রাট তাঁহাদের আশ্রয় দিলেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং তাঁহার পরিজনবর্গ এবং ছদ্মবেশে মিঃ মনরোকে লইয়া বল্লভগড়ে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে কোষাধ্যক্ষ শালিগ্রামের বাড়ি লুণ্ঠিত হইল।

রাত্রে প্রাসাদদুর্গ হইতে ২১ বার তোপধ্বনি দ্বারা সম্রাটকে অভিনন্দিত করা হইল। সারা রাত্রি ধরিয়াই লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ইত্যাদির জন্য সারা দিল্লি শহর আতঙ্কিত হইয়া রহিল।

১২ই মে, ১৮৫৭—মঙ্গলবার সম্রাট দেওয়ানি খাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। ৫৪ রেজিমেন্টের সুবাদার প্রার্থনা করিলেন যে, প্রতিদিনের রসদ সরবরাহের জন্য একজনকে নিযুক্ত করা হোক। অবশেষে রামসহায় মাল এবং দিলওয়ালি মালের উপরে আদেশ হইলে যে তাহারা প্রতিদিন ৫০০ টাকা মূল্যের রসদ সৈন্যবাহিনীকে সরবরাহ করিবে।

সংবাদ পাওয়া গেল, মহম্মদ ইব্রাহিম নামা এক ব্যক্তির বাড়িতে চারজন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া একজন বিদ্রোহী ইব্রাহিমের বাড়ি লুট করিয়া চারিজনকেই হত্যা করিল। একজন ইউরোপীয় মহিলা দেশীয় পোশাকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও অব্যাহতি পাইলেন না।

এই সব সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি পাহাড়গঞ্জের কোতায়াল মির্জা মনিরুদ্দিন খাঁকে নগর-অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত করিয়া আদেশ দিলেন যে অবিলম্বে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। মির্জা সাহেব বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, সেই মুহূর্তেই চৌরী বাজার লুণ্ঠিত হইতেছে। সম্রাট তখন পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ককে আদেশ দিলেন, দুর্গের এবং শহরের সমস্ত ফটকে এক রেজিমেন্ট করিয়া সৈন্য মোতায়েন করা হউক। প্রজাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়া তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

ইতিমধ্যে নগরশেঠ মহল্লা আক্রান্ত হইল। সেখানকার অধিবাসীরা ইটপাটকেল ছুঁড়িয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জা মোগলকে আদেশ দিলেন যে, লুণ্ঠন ও হত্যা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক। মির্জা মোগল একটি হাতিতে চড়িয়া সৈন্যদল লইয়া বিভিন্ন থানায় উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, লুণ্ঠনকারী দুষ্কৃতদের নাক এবং কান কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং কোনও দোকানদার যদি দোকান বন্ধ করে কিংবা সৈন্যবাহিনীকে কোনও জিনিস দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দি করা হইবে এবং জরিমানা করা হইবে।

অতঃপর স্বয়ং বাদশাহ হাতিতে চড়িয়া, দুই রেজিমেন্ট সৈন্য এবং কামান লইয়া শহরের প্রধান রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার আদেশ প্রচারিত হইতে লাগিল যে, সমস্ত দোকান খোলা হউক এবং ব্যবসাকার্য যথানিয়মিতভাবে চলুক।

প্রাসাদে ফিরিয়া মির্জা মনিরুদ্দিনকে দিল্লির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সম্রাট তাঁহাকে একটি পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিলেন। মির্জা সাহেব নজরানাস্বরূপ চারি টাকা বাদশাহের নিকট পেশ করিলেন।

১৩ই মে ১৮৫৭, বুধবার—বাদশাহ মসজিদে আসিলেন। নবাব মাহবুব আলি খাঁ এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। অভিযোগ হইল যে, সৈন্যরা যথোপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী পাইতেছে না। হাসান আলি খাঁ সম্রাটকে জানাইলেন

যে, প্রাসাদে যে সব সৈন্যবাহিনী উপস্থিত রহিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই বিদ্রোহী এবং লুণ্ঠন ও হত্যার ব্যাপারে তাহারাই বেশির ভাগ দায়ী। সুতরাং এই সব সৈন্যের উপর আস্থা স্থাপন করা ঠিক সঙ্গত হইবে না। মির্জা মোগল এবং আরও কয়েকজনকে তখন আদেশ দেওয়া হইল যে, প্রত্যেককে দুটি করিয়া কামান লইয়া কাশ্মীর গেট, লাহোর গেট এবং দিল্লি গেটে যাইয়া শান্তি স্থাপন করুন। মির্জা আবুল বখরকে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, কিষেণগড়ের রাজা কল্যাণ সিংয়ের বাড়িতে ২৯ জন নর-নারী আত্মগোপন করিয়া আছে। এই সংবাদ পাইয়া সৈন্যদল সেখানে যাইয়া বন্দুকের গুলিতে তাহাদের সকলকেই হত্যা করে। কর্নেল স্কিনারের বাড়িতে তাহাদের অশ্বারোহী হানা দিয়া জোসেফ স্কিনারের পুত্রকে বন্দি করিয়া আনিয়া কোতোয়ালির সম্মুখে হত্যা করে।

মির্জা মনিরুদ্দিন ঘোষণা করিলেন যে, কেহ সৈন্যদলে কাজ করিতে যদি ইচ্ছুক হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে আসিতে পারে ; তবে নিজের অস্ত্র সঙ্গে আনিতে হইবে এবং যদি কাহারও বাড়িতে কোনও ইংরাজকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার ফলে প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে মির্জা সাহেব নিযুক্ত করিয়া শহরের প্রধান রাজপথগুলিতে শান্তিরক্ষার জন্য পাঠাইলেন।

১৪ই মে ১৮৫৭, বৃহস্পতিবার—বাদশাহের কাছে বহু লোক পরিচিত হইলেন এবং সকলেই নজরানা দিলেন।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, চাঁদ রাওলের গুণ্ডার দল প্রতি রাত্রে সবজিমণ্ডি তেলিওয়ারা অঞ্চলে লুটপাট করিতেছে। সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জা মোগলকে আদেশ করিলেন, অবিলম্বে এই সব লুণ্ঠন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

একজন ইউরোপীয় সৈন্য এবং একজন ইউরোপীয় মহিলা বন্দি অবস্থায় সম্রাটের নিকট আনীত হইল। গুপ্তচর সন্দেহে তাহাদের কারাগারে পাঠানো হইল।

কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্য জুতা পায়ে দিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

চারজন লোক মীরাট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে বৃটিশবাহিনী দিল্লি অভিমুখে আসিতেছে। এ সংবাদ অবিশ্বাস করিয়া সেই চার ব্যক্তিকে আটক করা হইল।

নিগমবোধ ঘাটের দারোগাকে আদেশ দেওয়া হইল যে, ফ্রেজার ও কাপ্তেন ডগলাসের শবদেহ সমাহিত করা হউক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নরনারী যাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে তাহাদের দেহ নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। আদেশ প্রতিপালিত হইল।

১৫ই মে ১৮৫৭, শুক্রবার—মৌলভী আবদুল কাদের সৈন্যদের বাকি বেতনের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করিলেন। মৌলভী সাহেব সম্প্রতি

নবাব মাহবুব আলি খাঁর সহকারী নিযুক্ত হওয়ায় সম্রাট তাঁহাকে এক জোড়া শাল উপহার দিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৌলভী সাহেব প্রস্থান করিলেন।

গোলাম নবী খাঁ, আকবর আলি, মৌলভী আহম্মদ আলি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

খবর পাওয়া গেল যে, গুরগাঁওয়ের ট্রেজারি লুণ্ঠিত হইতেছে। সম্রাট আদেশ দিলেন যে, তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য লইয়া সেখানকার টাকাকড়ি লইয়া রোহটক ট্রেজারিতে আনা হউক।

আবদুল করিমের প্রতি আদেশ হইল যে, চারশত পদাতিক এবং এক অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হউক। পদাতিকের মাসিক বেতন ধার্য হইল প্রত্যেকের চার টাকা অশ্বারোহীর বিশ টাকা।

কাজী ফয়জুল্লা পাঁচ টাকা নজরানা দিয়া সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাকে নগরের কোতোয়াল নিযুক্ত করা হউক। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

দেওয়ানি খাসে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, শাহ নিজামুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি দুইজন ইউরোপীয় মহিলাকে তাঁহার বাড়িতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। শাহ নিজামুদ্দিনকে আনা হইলে তিনি বলিলেন যে, সৈন্যেরা তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসুক এবং সত্যই দেখা যায় যে, কোন ইউরোপীয় মহিলা তাঁহার বাড়িতে লুক্কায়িত আছেন, তিনি নিজের মস্তক দিয়াও শাস্তি লইতে প্রস্তুত।

আগা মহম্মদ খাঁর বাড়ি লুণ্ঠিত হইল।

১৬ই মে ১৮৫৭, শনিবার—সম্রাট দেওয়ানি খাসে দরবার আহ্বান করিলেন। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন একখানি চিঠি আনিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করিল। চিঠিখানিতে হকিম আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁর স্বাক্ষর এবং মোহরের ছাপ আছে। চিঠিখানি দিল্লি গেটের নিকট একজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে এবং উহা ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিত। চিঠিতে লেখা আছে যে, ইংরাজেরা যদি অবিলম্বে দিল্লি শহর অধিকার করিয়া সম্রাজ্ঞী জিনৎ মহলের গর্ভজাত পুত্র মির্জা মোগলকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে পত্রলেখকেরা তাঁহাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

চিঠিখানি আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁকে দেখানো হইলে তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, উহা জাল চিঠি। তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত আংটি সম্রাটের সামনে রাখিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, চিঠির সীলমোহরের সঙ্গে এই মোহর মিলাইয়া দেখা হউক। কিন্তু সৈন্যেরা সে কথা বিশ্বাস করিল না। তাহারা নিজেদের তরবারি খুলিয়া আসানউল্লা এবং মাহবুব আলিকে ঘিরিয়া রহিল এবং জানাইল যে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহাদের যে যোগাযোগ আছে তাহার প্রমাণ তাহারা পাইয়াছে। আরও বলা হইল যে, এই জন্যই বোধ হয় ইংরাজ বন্দিদের ভার লইয়াছেন আসানউল্লা খাঁ; যাহাতে ইংরাজেরা আসিলেই তাহাদের হাতে বন্দিদের সমর্পণ করিয়া তিনি পুরস্কার লাভ করিবেন।

তৎক্ষণাৎ কয়েদখানা হইতে নর-নারী বালক-বালিকা নির্বিশেষে ৫২টি ইউরোপীয় বন্দিদের বাহিরে আনিয়া প্রত্যেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হইল। তারপর সেই সকল মৃতদেহ দুইখানি গাড়িতে বোঝাই করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

লাহোরি গেটের দোকানদাররা অভিযোগ করিল যে, সেখানকার দারোগা কাশীনাথ তাহাদের নিকট এক হাজার টাকা চাহিয়াছে। না দিলে তাহাদের বাঁধিয়া চালান দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছে। কাজী ফয়জউল্লাকে আদেশ দেওয়া হইল কাশীনাথকে তৎক্ষণাৎ যেন বন্দি করা হয়।

১৭ই মে ১৮৫৭, রবিবার—সৈন্যাধ্যক্ষরা আসিয়া সম্রাটের কাছে নিবেদন করিল যে, সেলিমগড় দুর্গ তাহারা সুরক্ষিত করিয়াছে। সম্রাট যদি স্বয়ং একবার সেখানে যাইয়া দেখিয়া আসেন তাহা হইলে তাহারা বড়ই আনন্দিত হইবে। সম্রাট তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খোলা তাঞ্জামে সেখানে যাইয়া সব পরিদর্শন করিয়া আসিলেন এবং জানাইলেন যে, দেশের কাজে তাহাদের সাহায্য করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত এবং আসানউল্লা খাঁ, মাহবুব আলি খাঁ এবং বেগম জিনৎমহলের প্রতি তাহারা যেন পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সময় এক ব্যক্তি একখানি চিঠিসমেত ধরা পড়িল। চিঠিখানি মীরাট হইতে ইউরোপীয়দের দ্বারা লিখিত। লোকটিকে একটি কামানের মুখে বাঁধিয়া রাখা হইল।

মির্জা আমিনউদ্দিন খাঁ এবং মির্জা জিয়াউদ্দিন খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং বলা হইল, তাহাদের বহু জায়গীর পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গরহী হারসার হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরগাঁও জেলার রাজস্ব হিসাবে বহু লক্ষ টাকা দিল্লিতে আনীত হইতেছিল, পথে প্রায় তিনশত মেওয়াটি এবং গুজার মিলিয়া সেই টাকার রক্ষীদলকে আক্রমণ করিয়াছে। মৌলভী মহম্মদ বখরকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দেওয়া হইল যে, পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী লইয়া এখনই সেখানে যাইয়া সেই অর্থ উদ্ধার করা হউক।

সম্রাটের দুইজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, মীরাট হইতে প্রায় এক হাজার ইউরোপীয় সৈন্য কয়েকজন ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে লইয়া সূরযকুণ্ডে একটি ছাউনি স্থাপন করিয়াছে এবং হাতি দিয়া কামান আনানো হইয়াছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, গুজাররা মীরাট হইতে সেলিমপুরের রাস্তায় অবাধে লুটতরাজ করিতেছে। সম্রাট দুই দল পদাতিক সৈন্য যমুনাতীরে মোতায়েন থাকিতে আদেশ দিলেন। Sappers & Miners দলের পাঁচটি বিভাগ রুড়কী হইতে মীরাটে আসিয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের কাজ করিতে বলায় তাহারা অসম্মত হয়। ফলে তাহাদের উপর গুলি চালানো হয়। বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে পলাইয়া দিল্লিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং, জয়পুরের রাজা রাম সিং, আনোয়ারের রাজা, যোধপুর, কোটা এবং বুন্দীর রাজাদের উপর পরোয়ানা পাঠানো হইল, যেন অবিলম্বে তাঁহারা সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন।

১৮ই মে ১৮৫৭, সোমবার—সম্রাট দেওয়ানি খাসে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। পাঁচদল রক্ষীসৈন্য ইংরাজি বাজনা বাজাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল। সম্রাট খেলাৎ এবং উপঢৌকন দিলেন তাঁর অনুগত অনেককে। তাঁর পুত্র মির্জা মোগল সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অন্য পুত্রেরা মির্জা কোটক সুলতান, মির্জা খায়ের সুলতান, মির্জা মেন্দু এবং অন্য সন্তানদের পদাতিকবাহিনীর কর্নেল পদে অভিষিক্ত করা হইল। তাঁহার পৌত্র আবুল বখরকে অশ্বারোহীদের কর্নেলের পদ দেওয়া হইল। মির্জা মোগল সম্রাটকে পাঁচ মোহর নজরানা দিলেন এবং অন্য পুত্রেরা প্রত্যেকে এক মোহর হিসাবে নজরানা দিলেন।

হাসান আলি খাঁকে জানালো হইল যে, তিনি প্রতিদিন দরবারে হাজির থাকিবেন এবং যদি সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলে বিপুল জায়গীর পাইবেন। হাসান আলি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, সৈন্য বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, তবে তিনি স্বয়ং সর্বদা হুজুরে হাজির থাকিবেন।

আলোয়ারে যে দূত পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া জানাইল যে, অসংখ্য গুণ্ডার দল রাস্তা দখল করিয়াছে এবং অবাধে লুটতরাজ করিতেছে। তাহাদের ঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছে এবং মহারাজাকে যে চিঠি পাঠানো হইয়াছিল, তাহাও কাড়িয়া ছিঁড়িয়া ছিন্নখণ্ডগুলি তাহাদের ফেরত দিয়াছে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তবে তাহারা মুক্তি পাইয়া দিল্লি ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফারুকনগরের নবাব আহম্মদ আলি খাঁর নিকট পত্র লইয়া যে ব্যক্তি গিয়াছিল সেও ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, গুণ্ডারা তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

Sappers & Miners দল যাহারা মীরাট হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা নিজেদের কাহিনী সম্রাটের নিকট বলিল। তাহাদের সেলিমগড়ে থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

মির্জা আবুল বকর সৈন্য লইয়া গুজারদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু খবর পাওয়া গেল যে, গুজাররা ইতিমধ্যে পলায়ন করিয়াছে।

১৯শে মে ১৮৫৭, মঙ্গলবার—সম্রাট দেওয়ানি খাসে আসিয়া বসিলেন। দুইজন সৈন্য মীরাট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ সৈন্য বেরিলী ও মোরাদাবাদ হইতে মীরাটে সমবেত হইয়াছে। Sappers & Miners-দের প্রতি ইংরাজেরা যে আচরণ করিয়াছে তাহারা তাহার প্রতিবাদ জানায়। ইংরাজেরা তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে, তাহারাও প্রত্যুত্তরে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। এই সময় খোদার অভিপ্রায়ে একটি গোলা ইংরাজদের বারুদস্তূপে গিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত স্থানটি উড়িয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট খুবই আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দ জ্ঞাপনের জন্য সেলিমগড় হইতে পাঁচবার তোপধ্বনি করিবার আদেশ দেওয়া হইল।

সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জা জাওয়ান বখতকে উজিরের পদে নিযুক্ত করিয়া একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং রূপার কলমদান উপহার দিলেন। মির্জা সাহেব দশ মোহর নজরানা দিলেন।

আর এক পুত্র মির্জা বখতাওয়ারকেও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। ইনিও দুইটি মোহর এবং পাঁচটি টাকা সম্রাটকে নজরানা দিলেন।

পাতিয়ালার কুমার অজিত সিং দরবারে উপস্থিত হইয়া এক মোহর নজরানা দিলেন। তাঁহাকেও একটি পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। কুমার সাহেব আরও পাঁচটি টাকা নজরানা দিলেন।

সম্রাট সেলিমগড়ে গেলেন। সৈন্যরা তাঁহাকে সামরিক অভিবাদন জানাইল। তাহারা বলিল যে, মীরাট হইতে আগত দূত ইংরাজ-শিবির ধ্বংসের যে বিবরণ দিয়াছে তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাহারা নিজেরা মীরাট যাইয়া ইংরাজ-শিবির ভাল করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে। সম্রাট জানাইলেন যে, সেরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহারা করিতে চায়, তাহা যেন সেনাপতি মির্জা মোগলের অনুমতি লইয়া করা হয়।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, দিল্লি শহরের চিকিৎসকমণ্ডলী জুম্মা মসজিদের চূড়ায় এক নিশান তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী ইংরাজদের নির্মূল করিতে হইবে। বহু মুসলমান সেই পতাকাতলে সমাগত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদের বধ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ পতাকা সরাইয়া লইতে সমর্থ হন।

২০শে মে ১৮৫৭, বুধবার—সম্রাট দেওয়ানি খাসে আসিলেন। চিকিৎসক মহম্মদ সৈয়দ সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন, জুম্মা মসজিদে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত ইংরাজ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আর সে পতাকার কি প্রয়োজন? চিকিৎসক বলিলেন, অবিশ্বাসী হিন্দুদেরও বধ করা উচিত। সম্রাট বলিলেন, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, সুতরাং হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা পোষণ করা তাঁর ইচ্ছা নয়।

এক ব্যক্তি একটি ছোট্ট পিতলের কামান চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গেল। সম্রাট আদেশ দিলেন, তাহাকে একটি কামানের মুখে বাঁধিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হোক।

মির্জা মোগলকে আদেশ দেওয়া হইল, চারটি কামান, চার দল পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি মীরাট যাত্রা করুন এবং সেখানকার ইংরাজ-ছাউনি ধ্বংস করুন। মির্জা মোগল জানাইলেন যে, মির্জা আমিনউদ্দিন খাঁ, জিয়াউদ্দিন খাঁ, হাসান আলি খাঁ এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের ভূম্যধিকারী, তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ দেওয়া হউক। কিন্তু এই প্রস্তাবে ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলেই নীরব রহিলেন। সম্রাট তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া মির্জা আবুল বখরকে আদেশ দিলেন যে তিনি অবিলম্বে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হউন। আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁকে আদেশ দেওয়া হইল, তিনি এই সৈন্যবাহিনীর খাওয়ার খরচ বহন করিবেন।

মবারক খাসে দুইজন ইউরোপীয় লুকাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের হত্যা করা হইল।

কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া জানাইলেন যে, পাঁচজন বন্দি ইউরোপীয় মহিলা আছেন, তাঁহাদের হত্যা করা হইবে। সম্রাট মাহবুব আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রীলোকদের হত্যা করা নীতিসঙ্গত হইবে কিনা। মৌলভী সাহেব অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, মুসলমান ধর্মশাস্ত্র অনুসারে নারীহত্যা করা উচিত নয়। সম্রাট অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। শোনা গেল, তিনি সম্রাজ্ঞী এবং মুকুন্দলালের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সম্রাট বাহাদুর শাহের বিবৃতি

আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই বিবৃত করা হইতেছে—

হাঙ্গামা বাধিবার পূর্বদিনেও আমি কিছুই জানিতাম না। সকাল ৮টার সময় বিদ্রোহী সৈন্যদল প্রাসাদের জানালার নিচে আসিয়া একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করে এবং বলে যে, মীরাটের ইংরেজদের বধ করিয়া তাহারা এখানে আসিয়াছে। এই নৃশংসতার কারণ সম্বন্ধে তাহারা বলে যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই জাতিধর্মে আঘাত করিয়া ইংরাজেরা গরু এবং শুকরের চর্বিমাখানো কার্তুজ তাহাদের দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে বাধ্য করায় তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। এই কথা বলিবামাত্র আমি জানালার নিচেকার ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিবার আদেশ দিলাম এবং প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যদলের অধ্যক্ষকে এই গোলযোগের সংবাদ দিলাম। তিনি আমার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে, তিনি নিজে ঐসব সৈন্যদের নিকট যাইয়া তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবেন। সুতরাং ফটক খুলিয়া দেওয়া হউক। আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি বারান্দায় যাইয়া বিদ্রোহী সৈন্যদলকে কিছু বলিলে তাহারা চলিয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ আমাকে জানাইলেন যে, এই সব গোলযোগের প্রতিবিধান তিনি এখনই করিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই ফ্রেজার সাহেব দুইটি বন্দুক চাহিয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ দুইটি পালকি পাঠাইবার প্রার্থনা জানাইয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন। জানা গেল যে, দুইটি মহিলাকে ঐ পালকিতে আমার নিকট পাঠানো হইবে এবং আমি যেন তাঁহাদের বেগমমহলে লুকাইয়া রাখি। বন্দুক এবং পালকি পাঠানোর জন্য আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমি সংবাদ পাইলাম যে, পালকি পৌঁছিবার পূর্বেই ফ্রেজার সাহেব এবং প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যাধ্যক্ষ এবং মহিলাদ্বয় সকলেই ইতিমধ্যে নিহত হইয়াছেন।

আরও কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ দলে দলে দেওয়ানি খাস এবং মসজিদের সম্মুখে আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমি তাহাদের

অবিলম্বে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? প্রত্যুত্তরে তাহারা জানাইল যে, তাহারা জীবনপণ করিয়া এতদূরে আসিয়াছে, সুতরাং আমি যেন নীরব দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিয়া কেবল তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া যাই। পাছে তাহারা আমাকেও আক্রমণ করিয়া বধ করে, সেই ভয়ে আমি অন্দরমহলে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এই সব দুষ্কৃতকারী কয়েকজন ইউরোপীয় নর-নারীকে বন্দি করিয়া লইয়া আসিল এবং আমাকে জানাইল যে, বারুদখানা হইতে তাহাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং তাহাদের বধ করা হইবে। আমি তাহাদের অনেক অনুরোধ করিয়া বন্দিদের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম। বিদ্রোহী সৈন্যরা কিন্তু নিজেদের জিম্মায় ঐ বন্দিদের রাখিয়া দিল। পরে আবার তাহাদের হত্যা করিতে উদ্যত হইলে আমি আবার অনুনয়-বিনয় করিয়া ঐ বন্দিদের হত্যা করা হইতে তাহাদের নিবৃত্ত করি। অবশেষে আবার তাহারা তাহাদের ঐ নৃশংস কার্য করিতে উদ্যত হইলে আমি আবার তাহাদের নিরস্ত করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এবারে তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নৃশংসবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ঐ বন্দিদের হত্যা করিল। এই হত্যা-সাধনের জন্য আমি কোন আদেশই দিই নাই। মির্জা মোগল, মির্জা খয়ের সুলতান, মির্জা আবুল বকর এবং আমার ভৃত্য বসন্ত এ সম্বন্ধে আমার নাম লইয়া কোনও আদেশ দিয়াছিল কিনা, তাহা আমার জানা নাই।

আমার রক্ষী সৈন্যদলের মধ্যে কেহ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল কিনা, তাহাও আমার জানা নাই। যদি কেহ লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয়তো তাহারা মির্জা মোগলের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া থাকিবে। হত্যাকাণ্ডের পরেও আমাকে ও বিষয়ে কেহ সংবাদ দেয় নাই। কয়েকজন সাক্ষী ফ্রেজার সাহেব এবং প্রাসাদের সৈন্যাধ্যক্ষের হত্যা ব্যাপারে আমার ভৃত্যদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধেও আমার একই উত্তর, আমি কোনও আদেশ দিই নাই। তাহারা যদি এ ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকে তবে নিজের ইচ্ছাতেই দিয়া থাকিবে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ফ্রেজার সাহেব বা অন্য কোনও ইউরোপীয়দের হত্যা সম্বন্ধে আমি কোনও আদেশই দিই নাই। মুকুন্দলাল এবং অন্য সঙ্গীরা এ বিষয়ে আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে সবই মিথ্যা! মির্জা মোগল এবং মির্জা খয়ের সুলতান হয়তো এ বিষয়ে আদেশ দিয়া থাকিতে পারেন, কারণ তাঁহারা বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পরে বিদ্রোহী সৈন্যরা মির্জা মোগল, মির্জা খয়ের সুলতান এবং আবুল বকরকে আমার নিকট উপস্থাপিত করিয়া জানাইল যে, উহাদের তাহারা অধিনায়ক করিতে চায়। আমি প্রথমে তাহাদের এ কথায় কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু সৈন্যরা যখন পুনঃপুনঃ তাহাদের দাবি জানাইতে লাগিল এবং মির্জা মোগল অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাতার নিকট চলিয়া গেলেন, আমি সৈন্যদের ভয়ে নীরব রহিলাম। আমার নীরব থাকায় তাহারা আমার সম্মতি আছে মনে করিয়া মির্জা মোগলকে তাহাদের সেনাপতি পদে বরণ করিল। হুকুমনামায় আমার স্বাক্ষর এবং সহিমোহর

সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয়দের হত্যা করিয়া বিদ্রোহ সৈন্যদল আমাকে বন্দি করায় আমার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার কোনও উপায় ছিল না। তাহারা কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট আনিয়া আমাকে স্বাক্ষর এবং সহিমোহর করিতে বাধ্য করে। কয়েকবার তাহারা হুকুমনামার মুসাবিদা করিয়া আমার নিজের মুনশীকে দিয়া তাহা লেখাইতে বাধ্য করে।

কোন কোন সময়ে সাদা লেফাফাতে তাহারা আমার সিলমোহরের ছাপ দিয়া লয়। তাহার মধ্যে কি কাগজ ছিল এবং তাহাতে কি লেখা ছিল তাহা কিছুই আমি জানিতাম না। আমি এবং আমার মুন্‌শী মুকুন্দলাল প্রাণভয়ে কিছু বলিতে পারিতাম না। আমার নিজ হস্তে লেখা আদেশগুলি সম্বন্ধেও আমার ইহাই বক্তব্য ।

মির্জা মোগল বা মির্জা খয়ের সুলতান অথবা আবুল বকর কিংবা তাহাদের সৈন্যরা যখনই কোনও দরখাস্ত আমার নিকটে লইয়া আসিত, তাহাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকিত এবং আমাকে স্বহস্তে সেই সকল দরখাস্তের উপর তাহাদের নির্দেশমত আদেশ লিখিতে বাধ্য করিত। তাহারা আমাকে শুনাইয়া বলিত যে, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য যিনি না করিবেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। তাহাদের ভয়ে আমার কিছুই বলিবার শক্তি ছিল না। তাহারা আমার সম্বন্ধেও অভিযোগ করিত যে, আমি ইংরাজদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছি এবং আসানউল্লা খাঁ, মাহবুব আলি খাঁ এবং সম্রাজ্ঞী জিনৎমহল সম্বন্ধে তাহারা অনুরূপ ধারণা পোষণ করিত। অবশেষে একদিন তাহারা আসানউল্লার বাড়ি লুট করিয়া তাহাকে বন্দি করিল। তাহাকে হত্যা করিতে তাহারা কৃতসংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু অনেক অনুনয়-বিনয় করায় তাহাকে হত্যা করে নাই তবে এখনও সে তাহাদের হাতে বন্দি। ইহার পরে তাহারা এ কথাও বলে যে, আমাকে গদিচ্যুত করিয়া তাহারা মির্জা মোগলকে সিংহাসনে বসাইবে। সুতরাং স্থির ভাবে চিন্তা এবং বিচার করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, এ অবস্থায় আমার পক্ষে কি করা সম্ভব ছিল এবং তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবারই বা কি কারণ আমার থাকিতে পারে। বিদ্রোহীরা আমার কাছে এমন প্রস্তাবও করিয়াছিল যে, রানী জিনৎমহলকে তাহারা ইংরাজের সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করে এবং সেজন্য তাঁহাকে তাহারা বন্দি করিয়া রাখিবে। আমার যদি কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আসানউল্লা এবং মাহবুব আলি কি কখনও বন্দি হইতে পারিত ? না আসানউল্লার বাড়ি লুণ্ঠিত হইতে পারিত ?

বিদ্রোহীরা নিজেদের বিচারসভা গঠন করিয়াছিল এবং সেখানে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিত। আমি কোন সময়েই সে সভায় যোগ দিই নাই। আমাকে না জানাইয়াই তাহারা যে কেবল বহু লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে তাহা নয়, সময়ে সময়ে এক একটি রাজপথের সমুদয় বাড়ি অবাধে লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বণিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজন মত টাকা জোর করিয়া আদায় করিয়া লইয়াছে। এ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? তাহাদের ইচ্ছামত কার্য না করিলে আমাকেও হত্যা করিবার ভয় দেখাইল। এ কথা সকলেই জানে।

এই অবস্থায় হতাশ হইয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া আমি প্রথমে কুতব সাহেবের দরগায় যাইব, তারপর যাইব আজমীরে এবং সেখান হইতে চলিয়া যাইব মক্কাধামে। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যরা আমার সে সংকল্পেও বাধা দিল। ইহারাই বারুদখানা এবং ট্রেজারি ধ্বংস করিয়াছে, আমি তাহা হইতে কিছুই লই নাই এবং তাহারাও আমাকে কিছুই আনিয়া দেয় নাই। তাহারা একদিন রানী জিনৎমহলের বাসস্থান লুট করিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। সুতরাং বেশ বোঝা যাইবে যে, এই সব বিদ্রোহী সৈন্য যদি আমার বাধ্য হইত, তাহা হইলে এই সব ঘটনা কি ঘটিতে পারিত? ইহা ছাড়া একথাও উল্লেখযোগ্য যে, দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও কেহ বলিতে পারে না যে, তোমার স্ত্রীকে আমরা বন্দি করিব।

হাবসি কামবার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমিই তাহাকে মক্কা যাইবার অনুমতি দিয়াছিলাম। আমি তাহাকে পারস্য দেশে পাঠাই নাই, কিংবা পারস্য সম্রাটের নিকট কোন চিঠিও আমি লিখি নাই। কোন লোক মিথ্যা করিয়া এই কথা রটনা করিয়াছে। মহম্মদ দরবেশেরে দরখাস্ত আমার লেখা নয়—সুতরাং তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি আমার কোনও শত্রু কিংবা মিয়া হাসান আসবারির কোনও শত্রু এই দরখাস্ত পাঠাইয়া থাকে, তাহার উপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়। বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাকে কুর্নিশ পর্যন্ত করিত না। তাহারা দেওয়ানি খাস এবং মসজিদের ভিতর জুতা পায়ে দিয়াই প্রবেশ করিত। যাহারা নিজেদের প্রভুদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের উপর কখনও কি বিশ্বাস স্থাপন করা চলে? আমাকেও তাহারা বন্দি করিয়া আমার নাম ব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়া তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করিত। আমি নিঃসহায়, নিরস্ত্র, অর্থহীন, গোলাবারুদ বা কোনও প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য না পাওয়া অবস্থায় নিজের ইচ্ছায় কি করিতে পারি? কিন্তু তাহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য কোন সময়েই দিই নাই। বিদ্রোহী সৈন্যদল যখন প্রথম আমার প্রাসাদের নিচে উপস্থিত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। প্রাসাদরক্ষীকে আমি তখনই সংবাদ দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকেও বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমি মহিলাদের নিরাপদে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দুইটি পালকি পাঠাইয়াছিলাম এবং প্রাসাদের দ্বার সুরক্ষিত করিবার জন্য দুইটি তোপ পাঠাইয়াছিলাম। সেই রাত্রেই আমি আগ্রাতে মহামান্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থার বিবরণ দিয়া উটের পিঠে দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়াছিলাম। যতক্ষণ আমার হাতে ক্ষমতা ছিল, আমি যথাসাধ্য করিয়াছি। আমি নিজের ইচ্ছায় শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে যাই নাই; আমি সৈন্যদের কবলে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত কার্য করিয়াছি। যে কয়জন ভৃত্য আমার নিজের কাছে রাখিয়াছিলাম, তাহারা যাহাতে আমার জীবন রক্ষা করিতে পারে, সেই কারণেই রাখিয়াছিলাম। তাহারাও যখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন আমি প্রাসাদ হইতে গোপনে চলিয়া গিয়া হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া ছিলাম। সেখান হইতেই আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয় এবং জানানো হয় যে, আমার জীবনের কোনও হানি করা

হইবে না। আমি তৎক্ষণাৎ বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট নিজেকে সমর্পণ করি। বিদ্রোহী সৈন্যরা তাহাদের সঙ্গে আমাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি যাই নাই।

এই বর্ণনাপত্রে যে সব কথা লিখিত হইল, তাহা সমস্তই আমার নিজের মুখের কথা হইতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একটিও মিথ্যা বা অসত্য কথা নাই। ভগবানের নাম লইয়া বলিতেছি যে, যাহা নিছক সত্য, আমি কেবল তাহাই বিবৃত করিয়াছি। প্রথমেই আমি শপথ করিয়া বলিয়াছি যে, আমি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলিব না, এক্ষণে তাহাই বলিলাম।

(স্বাক্ষর)

পুনশ্চ—বিদ্রোহী সৈন্যদের ক্রিয়াকলাপ এবং খাজা সাহেব এবং মক্কা যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া মির্জা মোগলকে আমি যে পত্র লিখিয়াছি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ঐরূপ কোনও পত্রের কথা আমার স্মরণ নাই। চিঠিখানিতে যে আদেশ দেওয়া আছে উহা উর্দু ভাষায় লিখিত। আমার সেরেস্তায় উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হয় না, সেখানে সবই ফার্সি ভাষায় লেখাপড়া হয়। সুতরাং কোথায় এবং কি ভাবে ঐ পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। সংসারে বীতরাগ হইয়া আমি মক্কা যাইবার সংকল্প করায় মির্জা মোগল বোধহয় ঐ পত্রখানি লিখাইয়া আমার সহিমোহর অঙ্কিত করিয়া থাকিবে। মোটের উপর বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি আমার বিরক্তি এবং আমার নিঃসহায় অবস্থাও ঐ পত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। অন্যান্য যে সব কাগজপত্র এই আদালতে দাখিল করা হইয়াছে, যথা—রাজা গোপাল সিংকে লেখা চিঠিখানি, বখত খাঁর দরখাস্ত এবং তাহার উপর আমার সহিমোহরের ছাপ, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, আমি এসব চিঠির কিছুই জানি না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্রোহী সেনাদল আমার অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত চিঠিপত্র লেখাইত এবং তাহাতে আমার সহিমোহরের ছাপ দিত। হয়তো যে সব চিঠিপত্র লিখিতে এবং স্বাক্ষর করিতে তাহারা আমাকে বাধ্য করিত, এগুলিও সেই ধরনের চিঠি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(স্বাক্ষর)

অতঃপর জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল তাঁহার ভাষণ শুরু করিলেন।

জজ অ্যাডভোকেট জেনারেলের ভাষণ

মাননীয়গণ—এই বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমি পারিয়াছি, সেইগুলি যথাযথভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কয়েক মাস সময় লাগিয়াছে, সে সময় শহরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতেছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, যে সকল ঘটনার বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা সমস্তই সত্য এবং তথ্যপূর্ণ। যাঁহার বিচারের জন্য এই সভা গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ

গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি দোষী কিংবা নির্দোষী, ইহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে তাঁহার পদমর্যাদা এবং তাহার সুযোগ লইয়া যে সব অমানুষিক কীর্তিকলাপ সংঘটিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমেই, যে সকল কারণে এই নির্মম ঘটনাবলী, যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অভিনব বলিয়া মনে হইবে এবং যাহা ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতিকেই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

ঠিক কি কারণে এবং কাহার দ্বারা এই অমানুষিক বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড প্রথমে শুরু হয় তাহার সঠিক সংবাদ সম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের প্ররোচনায় এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং সে সকল তথ্য যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই তাহা নহে। তবে বর্তমানে আমি বলিতে চাই যে, দিল্লির রাজসভায় এ সম্বন্ধে চক্রান্ত এবং গোপন পরামর্শ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এই বিচারসভায় যিনি বন্দি তাঁর সম্রাট উপাধির দ্বারা তিনি ধর্মান্ধ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে উচ্চতম নক্ষত্ররূপে গণ্য হইতেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দিকেই চাহিয়া অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছে।

এইবার আমি ঘটনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

গত মে মাসে মীরাটে কার্টিজ ব্যবহার করিতে অসম্মত হওয়ায় 3rd Light Cavalryতে যে ৮৫ জন সৈনিকের সেখানকার সামরিক আদালতে বিচার হয়, তাহাদের বিচারকের বাণী শুনাইয়া হাতে-পায়ে শিকল পরাইয়া প্যারেড গ্রাউন্ডে ৯ই মে সকালে হাজির করা হয়। এই ঘটনার পরদিন সভায় অর্থাৎ ঠিক ৩৬ ঘন্টা পরে ১০ই মে তারিখে মীরাটে তিনটি দেশীয় রেজিমেন্ট বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ৩৬ ঘণ্টা নিতান্ত অল্প সময় নয়, সুতরাং এই বিদ্রোহী দলের সঙ্গে অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান অসম্ভব ছিল না। গাড়ি করিয়া মীরাট হইতে দিল্লি আসিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। বিদ্রোহীরা যে দিল্লির 38th Native Infantry-র সঙ্গে কি করিয়া সংযোগ স্থাপন করিল, তাঁহার বিবরণ কাপ্তেন টিটলার ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গাড়িবোঝাই বিদ্রোহীদল রবিবার সন্ধ্যায় 38th দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, রবিবার সন্ধ্যায় যে তাঁহারা সর্বপ্রথম মিলিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে অবাধ্য সৈন্যগণের বিচার নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই তাহারা স্থির করিয়াছিল যে কার্টিজ ব্যবহারে যদি তাহাদের বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে মীরাট এবং দিল্লির সমস্ত দেশীয় সৈন্যরা একত্রিত হইয়া বিদ্রোহী হইবে। আমরা এমন প্রমাণও পাইয়াছি যে, রবিবার সন্ধ্যার সময়েই দিল্লি প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যরা এ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দিল্লি বা মীরাটে এ সময়ে চর্বিমাখানো কার্টিজ একটিও ছিল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সকল কার্টিজ বহুকাল হইতে, বিভিন্ন কেল্লার বারুদখানায় যাহাদের দ্বারা প্রস্তুত হইত তাহারা সকলেই ঐ সব বিদ্রোহী সৈন্যদের স্বজাতীয় অথবা সমধর্মী। তাহারা যদি জানিত যে কার্টিজে আপত্তিকর পদার্থ

আছে, তাহা হইলে তাহারাই কি উহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইত? দেখা গিয়াছে যে, এই সব কার্টিজ ব্যবহারে হিন্দু বা মুসলমান সৈন্যদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, কার্টিজ ব্যবহারের আপত্তি প্রকৃতপক্ষে গুরুতর বলিয়া তাহারা মনে করে নাই। আসলে তাহারা ইংরাজদের হত্যা করিয়া বর্তমান বিচারসভায় যিনি বন্দিরূপে উপস্থিত, তাঁহারাই পতাকাতলে উপস্থিত হইয়া, ইহারা যাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, সেই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই বিচারসভায় বহু কাগজ এবং চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোনও পত্রেই স্পষ্টভাবে দেখা যায় না যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে ইহাদের অসন্তোষের কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কাজেই এই বিদ্রোহ এবং লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেন হইল এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। বিদ্রোহের সময় অন্য সিপাহিদের উত্তেজিত করিবার সময় তাহারা সাড়ম্বরে চর্বি-মাখানো কার্টিজের কাহিনী শুরু করিয়াছে। অথচ আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, সে-সময়ে এ অঞ্চলে ঐ সব কার্টিজ মোটেই ছিল না। সুতরাং কি কারণে এই বিভীষিকার সৃষ্টি হইল, তাহাও এক বিচিত্র রহস্য! কার্টিজের ব্যাপার যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এ আপত্তিকর বস্তু ব্যবহার করিতে বিরত হইবার জন্য রেজিমেন্টের অধ্যক্ষের নিকট সামান্য একটি দরখাস্ত করিলেই যথেষ্ট হইত। সুতরাং আমার বিশ্বাস, এই বীভৎস ব্যাপারের অন্তরালে এমন একটা ষড়যন্ত্র আছে, যাহা কার্টিজ কাহিনী অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

যে আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা এই বিদ্রোহী শক্তিকে পরিচালিত করা হইয়াছে এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মম হত্যাকাণ্ড ও বীভৎস অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় আছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের বহু স্থানে যেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছে, সেখানে কার্টিজের কোনও উল্লেখই হয় নাই। ইংরাজদের হত্যা করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে হইবে, এই অদম্য ইচ্ছাই বিভিন্ন স্থানের লোকদের প্রভাবিত করিয়াছে। তাহারা জানিয়াছিল যে, হত্যা, লুণ্ঠন এবং যে-কোন অত্যাচারই তাহারা করুক না কেন, কাহারও কাছে কোনও শাস্তিই তাহাদের পাইতে হইবে না। সুতরাং কার্টিজ ব্যবহারে আপত্তি করার জন্যই এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? কোনও গুরুতর ষড়যন্ত্র ব্যতীত একটা অতি তুচ্ছ কারণে কি এই নির্মম ব্যাপার ঘটিতে পারে? মীরাটের তিনটি বিদ্রোহী রেজিমেন্ট এবং দিল্লির কয়েকটি রেজিমেন্ট একত্রে মিলিত হইলেও কি কখনও কল্পনা করিতে পারে যে, সেই শক্তির দ্বারা তাহারা ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে পারিবে?

মাননীয় বিচারপতিগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, যদি একথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, পূর্ব হইতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এবং রক্তপ্লাবী বিদ্রোহের কোনও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, তবু বর্তমান ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে,

একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছাড়া এ ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। যে নৃশংসতার সহিত এই সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ যে আপত্তিকর কার্টিজ, ইহা কখনই হইতে পারে না। ১০ই মে তারিখে কার্টিজের ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটিতে আর সে কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। ৮৫ জন সিপাহিকে যখন শৃংখলাবদ্ধ করা হইতেছিল, তখনও কোন অসন্তোষের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এবং 3rd Cavalry-র অবশিষ্ট সৈন্যগণ তখনও শান্ত ও নীতিবদ্ধভাবেই ছিল। ১১ই তারিখে দিল্লিতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার জন্য সিপাহিদের প্রস্তুত করিতে অনেকখানি সময় এবং অবসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাপ্তেন টিটলালের বিবৃতিতে সে কথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। পূর্বগঠিত একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া গাড়িবোঝাই সিপাহিরা মীরাট হইতে দিল্লি আসিয়া বিদ্রোহের আগুন জ্বালিতে পারিত না।

মীরাটের বিদ্রোহ ব্যাপারে দেশীয় সৈনিকদের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সৈন্য এবং কর্মচারীদের ছাউনি হইতে দেশীয় সৈন্যদের ছাউনির দূরুত্ব প্রায় দুই মাইল। দেশীয় ছাউনিতে কোনও গোলমাল বা কলরব হইলে ইউরোপীয় ছাউনি হইতে তাহা শুনিতে পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। কোনও গোলযোগ বাধিলে ইউরোপীয় অফিসাররা স্বভাবতই তাহা মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু গোলযোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতেই অনেকটা সময় চলিয়া যায়। এদিকে দেশীয় সৈন্যরা এই বিলম্বের সুযোগ লইয়া অনেক দূরে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে অফিসাররা দেশীয় ছাউনিতে গিয়া সিপাহিদের দেখিতে পান নাই এবং তাহাদের গতিবিধি সম্বন্ধেও কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সিপাহিরা এক এক দলে পাঁচ-ছয় বা দশজনে মিলিয়া একটা গোপন স্থানে সমবেত হয়। তারপর রীতিমত সামরিক কায়দায় মার্চ করিয়া দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হয়।

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই বিদ্রোহী সৈন্যদল দিল্লিতে আসিয়া এই মোকদ্দমায় যিনি বন্দি—তাঁহার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করে। এ ব্যাপারটা খুবই গুরুতর এবং বোঝা যায় যে পূর্ব হইতেই এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। সিপাহিদের প্রতি বন্দির প্রকাশ্য সহানুভূতি এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে এইবার আমি আমার বক্তব্য বলিব।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বন্দির চোখের সম্মুখে তাঁহার নিজের ভৃত্যেরাই ইউরোপীয়দের রক্তে কেল্লার মাটি রঞ্জিত করিল। যখন আমরা চিন্তা করি যে, সেই সব নিহতদের মধ্যে অসহায়া নারী এবং শিশু ছিল—যাহারা কখনই কোনও ক্ষতি করিতে পারিত না, তখনই এই ঘটনার দারুণ বীভৎসতার কথা এবং মানুষ যে কতখানি নৃশংস হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের হৃদ্‌কম্প হয়। আমরা ভাবিয়া পাই না যে এই বন্দি, যিনি শিক্ষিত বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন, যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব করেন, যিনি অভিজাত বলিয়া খ্যাত, বয়সের ভারে যিনি নত হইয়া

পড়িয়াছেন, এই শুভ্রকেশধারী বৃদ্ধ—কি করিয়া তিনি নিজেকে এই বর্বরের মত কার্যে যে কার্যের পরিচয় দিতে বন্যপশুরাও ঘৃণা বোধ করে, তাহাতে নিজেকে জড়িত করিলেন।

তাইমুর রাজবংশের শেষ রাজা সত্যসত্যই এই নৃশংস ও ভয়াবহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তাহাই আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর আলোচনা প্রয়োজন। যে সব হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি পরিষ্কার দিবালোকে, বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং অতি প্রকাশ্যভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সব হত্যাকাণ্ড এই বন্দির নিজের ভৃত্যদের দ্বারা প্রাসাদের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলা প্রয়োজন যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনেও দিল্লি প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে বন্দির সার্বভৌম অধিকার ছিল। আমি অবশ্য একথা বলিতে চাহি না যে, এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্দি পূর্ব হইতেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। আমরা কেবল প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্য বলিব।

হাকিম আসানউল্লা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি এবং দরবারের উকিল গোলাম আব্বাস সম্রাটের নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ফটকের নিকট পড়িয়া আছে এবং বিদ্রোহীরা কাপ্তেন ডগলাসকে হত্যা করিতে ছুটিয়াছে। সম্রাটের পালকি-বেহারারা সেই সময়ে সেখানে আসে, তাহারাও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলে। তাহারা আরও জানায় যে, দ্বিতলে যে সব ইউরোপীয় নর-নারী আছেন, তাঁহাদের হত্যা করিবার জন্য এক দল সেখানে যাইতেছে। বন্দির নিজের ভৃত্যেরা এই সব বীভৎস হত্যাকাণ্ডে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, বন্দি সে কথা গোপন করিতেছেন কেন? বন্দি বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের ভৃত্যেরা এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহা তিনি জানিতেন না। এত বড় একটা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করিবার কি তাৎপর্য ছিল? এতদিন পরেও আমরা সহজেই জানিতে পারিয়াছি, কাহারা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল। সম্রাটের নিজের ভৃত্যেরাই এ কার্যে লিপ্ত ছিল, এ কথা স্থানীয় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যে সকল প্রমাণের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, সম্রাটের নিজের ভৃত্যেরাই এই সব হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমি সেই সব প্রমাণের মধ্য হইতে একটি মাত্র উল্লেখ করিব—

"এই সময়ে ফ্রেজার সাহেব গোলমাল থামাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলাম যে হাজী নামক এক মণিকার তাহার তরবারির দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহের ভৃত্যেরা আসিয়া ভূপতিত ফ্রেজার সাহেবের উপরে ক্রমান্বয়ে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। ফ্রেজারের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিল হাবসি। এই ঘটনার পরেই তাহারা দ্বিতলের দিকে ধাবিত হইল। আমি তখন অন্য দ্বার দিয়া উপরে যাইয়া সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি অন্য দরজাগুলিও বন্ধ করিতেছিলাম, এমন সময় দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া তাহারা উপরে উঠিয়া পড়িল এবং যে ঘরে কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার হাচিনসন এবং মিস্টার জেনিংস ছিলেন, সেই ঘরে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেখানে দুইজন মহিলা ছিলেন, তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে হত্যা

করা হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিলাম। আমি নিচে আসিবামাত্র মুণ্ডো নামা বাদশাহের এক ভৃত্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাপ্তেন ডগলাস কোথায় ?—বলিয়াই আমাকে ধরিয়া আবার উপরে লইয়া আসিল। আমি বলিলাম, তোমরাই তো তাঁহাদের সকলকে হত্যা করিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছ। উপরে আসিয়া দেখিলাম, কাপ্তেন ডগলাস তখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়াই মুণ্ডো তাহার তরবারির এক আঘাতে ডগলাসের মৃত্যু ঘটাইল।"

সুতরাং বেশ বোঝা যাইতেছে যে, বাদশাহের ভৃত্যবর্গই এই সব হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এইবার আসানউল্লা খাঁর উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যখন বন্দির নিকট বিবৃত করা হইল তখন তিনি কি করিলেন? তিনি তখন আদেশ দিলেন যে, প্রাসাদদুর্গের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই আদেশের অর্থ কি? হত্যাকারীরা যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই কি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল? যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে উদ্দেশ্যে ঐ আদেশ দেওয়া হয় নাই। হাকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বন্দি সেই সব অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করা বা শাস্তি দেওয়ার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই এবং বলিয়াছেন যে, চারিদিকে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছু করা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বন্দি বাদশাহ নামে খ্যাত এবং তাঁহারই ভৃত্যেরা যদি তাঁহার পদমর্যাদার অবমাননা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুষ্কৃতদের শাস্তি দিয়া তাঁহার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার সে সুযোগ তিনি ত্যাগ করিলেন কেন?

আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার ভৃত্যবর্গের দ্বারা এই যে নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহার আদেশ অনুসারে না ঘটিলেও এ ব্যাপারে তাঁহার সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এই ব্যাপারে অপরাধী কোনও ভৃত্যকে বরখাস্ত করা হয় নাই, এ বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করাও হয় নাই, বরং সেই সব দুষ্কৃতদের বেতন দিয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল। এই সব প্রমাণের পরেও কি আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে বন্দি এ ব্যাপারে অপরাধী নন? দেশের আইন কি বলে, সে কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তার বাইরেও একটা উচ্চতর আইন আছে—সেটা বিবেকের আইন, বুদ্ধি-বিবেচনার আইন। সে আইনের শাস্তি পৃথিবীর মানুষের প্রদত্ত দণ্ড বিধানের চেয়ে অনেক অনেক ভয়াবহ। ভগবানের আইনকে কোনও মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না।

এইবার বারুদখানার ঘটনাবলীর দিকে আমরা মনোসংযোগ করিব। কাপ্তেন ফরেস্ট বলিয়াছেন যে, সকাল ৯টার সময় মীরাট হইতে আগত বিদ্রোহীরা দলবদ্ধভাবে পোলের উপর দিয়া আসিতেছিল। তাহাদের পুরোভাগে ছিল অশ্বারোহী দল। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফটকের বাহিরে প্রহরারত পদাতিক বাহিনীর একজন সুবেদার আসিয়া জানাইল যে, দিল্লির সম্রাট বারুদখানা অধিকার করিবার এবং সেখানকার সমস্ত ইউরোপীয়দের রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন। এ আদেশ যদি অন্যথা করা হয়, তাহা হইলে কাহাকেও বারুদখানার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না।

অল্পক্ষণ পরেই সম্রাটের নিজস্ব সেনাবাহিনীর এক কর্মচারী তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া সেখানে আসিয়া সেই সুবেদারকে জানাইল যে, তাহার নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন।

সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, অত্যন্ত ব্যস্ততা এবং তৎপরতার সহিত বারুদখানা অধিকার করা হইয়াছিল। এবং এই কার্যের মূলে ছিল সম্রাট এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণের আদেশ। যে প্রণালীতে এই কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল, তাহার জন্য যে পূর্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভিতরের খবর সম্পূর্ণভাবে না জানা থাকিলে অন্য কাহারও পক্ষে এতখানি তৎপরতার সহিত এ কার্য করা সম্ভব ছিল না। তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বারুদখানাটি হস্তগত করা যে কতখানি প্রয়োজনীয় ব্যাপার, আশা করি এই আদালত সে কথা স্মরণ রাখিবেন। এই নরমেধ যজ্ঞের ব্যাপারে একজন সম্রাটকে তাহার মধ্যে লিপ্ত করার উদ্দেশ্য কি থাকিতে পারে? উপস্থিত বিপদ এবং নানা অসুবিধার তুলনায় তাঁহাকে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র দেখানো হইয়াছিল তাহা অকিঞ্চিৎকর। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবন, ধন-সম্পত্তি সবই বিপন্ন করিয়াছেন। কিসের জন্য? রাজমুকুটের জন্য? না যে শাসনদণ্ড নিজের শিথিল হস্তে ধারণ করিতে তিনি অক্ষম সেই দণ্ড ধারণ করিবার দুর্বার লোভের জন্য? এই জন্যই কি বৃদ্ধবয়সে তিনি নিজের সৈন্যদের দ্বারা সর্বপ্রথম বারুদখানা অধিকার করিলেন? যখন বিদ্রোহের গুরুত্ব কেহই বুঝিতে পারেন নাই, যে সময় কেবলমাত্র অরাজকতা এবং লুটপাট সবে শুরু হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে যে গুরুতর বিপর্যয় ঘটিবে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কি তিনি এই কার্য করিয়াছিলেন?

আমরা শুনিয়াছি যে, বন্দি নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, পশ্চিম দিক হইতে এক প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস আসিয়া সব গ্রাস করিবে। বন্দির ধর্মোপদেষ্টা হাসান আকসারি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অবিশ্বাসী ইংরাজদের বধ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং পারস্যের শাহ আসিয়া আবার হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বন্দির আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

১১ই মে সোমবার কি ঘটিবে তাহা সম্রাটের জানা ছিল, এ কথা যদি সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আমি বলিব যে রাজপ্রাসাদের অন্য কোনও ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। রাজকুমার জওয়ান বখত ইংরাজদের হত্যা সম্বন্ধে যেরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, এই চক্রান্ত কেবল সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এবং ইহা কেবল তাহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হয় নাই। প্রাসাদের সকলেই এ ব্যাপারে জানিতেন। ১১ এবং ২০ রেজিমেন্টের পদাতিক দল যখন বারুদখানা আক্রমণ করিতে যায়,তখন এই বন্দি প্রকাশ্যভাবে তাহাদের উৎসাহ দেন এবং তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ক্রমে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন। বোধহয় তখন মনে করেন নাই যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনের পরিবর্তে অন্য কোনও পরিণাম তাঁহার ভাগ্যে সঞ্চিত আছে।

এইবার আমি লেফটেন্যান্টে উইলোবির কথা উল্লেখ করিব। তিনিই ছিলেন বারুদখানার অধ্যক্ষ। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মী ইংরাজ সৈন্য যখন দেখিলেন যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বারুদখানাকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, তখন তিনি এবং তাঁহার সাহসী বন্ধুগণ নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বারুদখানা উড়াইয়া দিলেন। তাঁহারা বীরগতি লাভ করিলেন। তাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করিবেন, আমার সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি এবারে অন্য বিষয়ের অবতারণা করিব। বারুদখানা ধ্বংস করিবার পরেও ইংরাজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের গতিরোধ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজশক্তি তখন তাঁহাদের পক্ষে ছিল না, কাজেই পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কোনও উপায়ই তাঁহারা তখন দেখিতে পাইলেন না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লি শহরে বিদ্রোহীরা যে সব নৃশংস কাণ্ড করিল, তাহার তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। ঠিক এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, সম্রাট স্বয়ং এই বিভীষিকার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ১১ই মে অপরাহ্ণে সম্রাট দেওয়ানি খাসের তক্তে বসিলেন এবং সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে একে একে অভিবাদন করিল এবং তিনিও তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের দরবারের আইনবিশারদ গোলাম আব্বাস বলিলেন যে, প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া সম্রাটের আশীর্বাদ জ্ঞাপনের অর্থ হইল এই যে, আমি তোমাদের আনুগত্য গ্রহণ করিলাম। তখনই তাহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল কিনা সে কথা গোলাম আব্বাস সঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার পুনরায় সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠার ঘোষণাস্বরূপ ২১ বার তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

এই সব ঘটনার দ্বারা বন্দির বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগই প্রমাণিত হইতেছে। দিল্লির প্রাক্তন রাজা নামে অভিহিত মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার প্রথমটি—

তিনি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গভর্নমেন্টের পেন্সনভোগী হইয়াও ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে সেনাবাহিনীর সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও অনেককে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বহু অখ্যাত সৈনিক এবং কর্মচারীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন এবং যথোপযুক্তভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সব প্রমাণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও আমি এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করিয়া আপনাদের ক্লান্তি আনিতে চাহি না। কেবল যে সব প্রমাণ নথিভুক্ত হইয়াছে, সেইগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

এই বিচারসভায় অভিযুক্ত মহম্মদ বাহাদুর শাহ কিভাবে বৃটিশ গভর্নমেন্টের পেন্সনভোগী হইয়াছেন, তাহার বিবরণ মিস্টার সন্ডার্স (অস্থায়ী কমিশনার এবং লেফটেনান্ট গভর্নমেন্টের এজেন্ট) ব্যক্ত করিয়াছেন। অভিযুক্ত বাহাদুর শাহের

পিতামহ শাহ আলম ১৮০৩ সালে যখন মহারাষ্ট্র বাহিনীর হস্তে বন্দি হইয়া অসহায় জীবনযাপন করিতেছিলেন, তখন তিনি বৃটিশ গর্ভনমেন্টে কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় এবং সেই দিন হইতেই দিল্লির সম্রাট বৃটিশ গভর্নমেন্টের পেন্সনভোগী প্রজা বলিয়া গণ্য হন। সুতরাং এই রাজবংশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বৃটিশ কর্তৃক তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই এবং বৃটিশের নিকট হইতে তাঁহারা এযাবৎ উপকারই পাইয়া আসিতেছেন। বন্দির পিতামহ শাহ আলম সে সময় কেবল যে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন তাহা নয়, মহারাষ্ট্র বাহিনী কর্তৃক তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছিল, যতদূর অবমাননা সহ্য করা যাইতে পারে, তাহার অনেক বেশি তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং যথেষ্ট অমর্যাদার সহিত তাঁহাকে বন্দি-জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে, অমর্যাদা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে এবং তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁহাকে পেন্সন এবং হৃতগৌরবের অধিকারী হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই গৌরব, পেন্সন এবং পদমর্যাদা এই বন্দি তিন-পুরুষ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে আখ্যানোক্ত সর্পের মত তিনি ফণা বিস্তার করিয়া যাহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন তাহাদেরই দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং যাহাতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়, সেই অবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তাহার সেনাবিভাগের সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁকে নিজের হাতে যে পত্র তিনি লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই পত্র আমি এই আদালতে দাখিল করিলাম-

"বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ মহিমান্বিত মহম্মদ বখত খাঁর প্রতি—

আমাদের শুভেচ্ছা জানিবে। নিমক হইতে আগত সৈন্যদল আলাপুরে পৌছিয়াছে কিন্তু তাহাদের মানপত্র সব এখানেই রহিয়াছে। সে কারণ তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অবিলম্বে দুই শত সৈন্য এবং পাঁচ কিংবা সাত দল পদাতিক লইয়া তাহাদের মানপত্র, তাঁবু, রসদ ইত্যাদি সমস্ত আলাপুরে নির্বিঘ্নে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। ইদগার নিকট যে সব অবিশ্বাসীর দল সমবেত হইয়াছে তাহারা যেন কোনমতেই অগ্রসর হইতে না পারে। সৈন্যদল যদি বিজয়ী হইয়া ফিরিতে না পারে বা তাহাদের যুদ্ধ উপকরণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহার ফল যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে সে কথা স্মরণ রাখিবে। এ বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। এই আদেশ যেন বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়।"

এ চিঠিতে কোনও তারিখ নাই, কিন্তু চিঠিখানিতে লিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।

বন্দি এই আদালতে তাঁহার যে লিখিত ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, তিনি ঘটনাচক্রে পড়িয়াই বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি

পূর্বে কোনও সংবাদই পান নাই। বিদ্রোহ সেনানীরা তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টিত করে এবং তিনি নিজের জীবন বিপন্ন মনে করিয়া নিজের মহলে চলিয়া যান। বিদ্রোহী সৈন্যরা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলকেই বন্দি করে, সে সময় তিনি উপর্যুপরি দুইবার তাহাদের অনেক অনুরোধ করিয়া সেই সব বন্দিদের জীবন রক্ষা করেন। তৃতীয়বারে তাঁহার অনুরোধ, অনুনয় সব ব্যর্থ হয়, বিদ্রোহীরা তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াই তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে সেই সব অসহায় নরনারীর হত্যা সাধন করে।

বন্দির এ উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার কথার সমর্থনে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নাই বরং তাঁহার লিখিত যে সব আদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বর্ণনার অসত্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের পক্ষ সমর্থনে তিনি সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নিজের যে কোনও ক্ষমতাই ছিল না, এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তির উপর দোষারোপ করিয়াছেন। নিজের স্বাক্ষর বা নিজের সিলমোহরকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না, সেজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, বাধ্য হইয়াই তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং তাঁহার বিনা অনুমতিতেই তাঁহার সিলমোহরের ছাপ চিঠির উপর অঙ্কিত হইয়াছে।

কিন্তু বন্দি যদি অসহায় হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে যাওয়া এবং পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসা তাঁহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল ? তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা জোর করিয়া কিংবা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে হুমায়ুন-সমাধিভবনে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসা কিরূপ সম্ভব হইল ? তাঁহার জবানবন্দিতে তিনি বলিয়াছেন যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন ইতস্তত ঘোরাফেরা করিতেছিল, তখন আমি সুযোগ পাইয়া প্রাসাদের জানালা দিয়া বাহিরে আসিয়া হুমায়ুনের সমাধি-ভবনে চলিয়া গেলাম।

বিদ্রোহী সৈন্যদের কবল হইতে যদি তিনি মুক্ত হইতে চাহিতেন, তাহা হইলে দিল্লি-প্রাসাদে থাকাই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। যাই হোক, তাঁহার জবানবন্দির প্রতি ছত্র লইয়া আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার নাই। তাঁহার প্রতি আনীত অভিযোগের প্রথম দফা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমি অতঃপর অভিযোগের দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বন্দি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের বিভিন্ন সময়ে বন্দি তাঁর পুত্র মির্জা মোগল—তিনিও বৃটিশ গভর্নমেন্টের একজন প্রজা এবং দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু লোক—সকলেই বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রজা, তাহাদের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত এবং যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়াছিলেন।

এ অভিযোগ সম্বন্ধে প্রমাণ ও চিঠিপত্র এত বেশি সংখ্যায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে যে, তাহার সবগুলি লইয়া আলোচনা করা সম্ভব না।

তখনকার সংবাদপত্রগুলিতে প্রচার হইয়াছিল যে, মির্জা মোগল প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই পদের উপযুক্ত পরিচ্ছদ উপহার পাইয়াছেন। জনশ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিলেও অসংখ্য চিঠিপত্র হইতে দেখা যায় যে, পুত্র মির্জা মোগল তাঁহার পিতা বাহাদুর শাহের পরেই দিল্লির বিদ্রোহিগণের নেতা। উদাহরণস্বরূপ কেবল একখানি মাত্র পত্র—নজলগড়ের দারোগা মৌলভী মহম্মদ জহর আলি লিখিত—এই বিচারসভায় পেশ করিব।

পত্রখানি এই—

"সম্রাট ! জগতের আশ্রয় সমীপে—

সম্রাটের আদেশ নজলগড়ের সমুদয় ঠাকুর, চৌধুরী, কানুনগো ও পাটোয়ারীদের পরিষ্কারভাবে জানানো হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা সবই করা হইয়াছে। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাদের বলা হইয়াছে যে তাহাদের বেতন এই জেলার রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে নিয়োজিত কয়েকজন গাজী যতক্ষণ উপস্থিত না হইতেছেন, ততক্ষণ এই অধীন ভৃত্যের বিবরণ হয়তো বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। এই অধীন গোলামের আরও নিবেদন এই যে, লাগলি, কাকরৌলা, দাচাউ, কাল্লান এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ফলাফলের কথা বিবেচনা না করিয়াই লুটপাট আরম্ভ করিয়াছে।"

এই একখানি চিঠি হইতেই বন্দির বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় অভিযোগ আনীত হইয়াছে, অর্থাৎ বন্দি তাঁহার পুত্র মির্জা মোগল এবং দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু লোককে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া যায়।

উপরোক্ত ঐ পত্রের উপর বন্দি স্বহস্তে তাঁহার পুত্র মির্জা মোগলকে লিখিত আদেশ দিতেছেন যে, একদল সৈন্য অবিলম্বে নজলগড়ে পাঠানো হউক এবং তাহার দরখাস্তকারীকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহের কাজে সাহায্য করুক।

আরও একখানি পত্র সম্প্রতি আমার হাতে আসিয়াছি। এখানি এই আদালতে ইতিপূর্বে দাখিল করা হয় নাই, কিন্তু এখন আপনাদের সমক্ষে ইহা পাঠ করাই ভাল। এই চিঠিখানি ১২ই জুলাই তারিখে খুরজপুরার পুত্র আমীর আলী কর্তৃক লিখিত—

"হে সম্রাট, পৃথিবীর আশ্রয়—

অধীনের নিবেদন যে, সে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়াছে, যে দরবারে স্বয়ং দরিয়ুম দ্বারীর কার্য করিতে গর্ববোধ করিতেন। এই অধীন সম্রাটের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতেও দ্বিধা বোধ করে না এবং সম্রাটের আবাসভূমি—যেখানে স্বর্গের দূতেরা সর্বদা দ্বাররক্ষা করিতেছে, সেইখানে ঘৃণিত ইংরাজেরা যুদ্ধসজ্জা করিতেছে দেখিয়া অধীন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর আলো দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই অধীন ভৃত্য সিংহের ন্যায় যুদ্ধে অগ্রসর হইবারই শিক্ষা পাইয়াছে, শৃগালের ন্যায় পলায়নের শিক্ষা পায় নাই।

"সুতরাং যদি সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই দীন ভৃত্যকে যুদ্ধচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিন দিনের মধ্যেই শ্বেতচর্মধারী ভাগ্যহতদের নির্মূল করিয়া দিতে পারে।"

এই দরখাস্তের উপর বন্দি পেন্সিলে স্বহস্তে লিখিয়াছেন, মির্জা জহুরুদ্দিন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দরখাস্তকারীকে নিযুক্ত করিবেন।

বন্দি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ—তিনি বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রজা হইয়াও রাজ-আনুগত্য বর্জন করিয়া বিশ্বাসঘাতকরূপে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং সেই দিনই অন্যায়ভাবে দিল্লি শহর অধিকার করেন। ইহা ছাড়া ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের পুত্র মির্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও বহু বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত করেন।

বন্দি বৃটিশ গভর্নমেন্টের পেন্সনভোগী, এ কথা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগের আলোচনার সময় বলা হইয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বন্দিকে বা তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও প্রতি কোনও অসৎ আচরণ করেন নাই বরং তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইয়া পেন্সন ও বহুবিধ সুবিধার আকারে বহু লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আমরা দেখিতেছি, যাহাদের নিকট উপকৃত, সেই বৃটিশ গভর্নমেণ্টকেই উচ্ছেদ করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকদের মত এই বন্দি অগ্রসর হইয়াছেন।

গোলযোগের প্রথম দিনে অপরাহ্নেই তিনি বিদ্রোহী সেনাদলের আনুগত্য গ্রহণ করেন দেওয়ানি খাসে। তাহাদের মাথার উপর হাত রাখিয়া নিজেও তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। তাঁহার ন্যায় একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া, ন্যুজ দেহ সম্রাটের ভূমিকায় এত বড় লোমহর্ষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করিয়াছেন ! মানুষের অন্তঃকরণে বিবেক বলিয়া যে বস্তু আছে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া যে সব নরহন্তার দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের মধ্যমণি হইয়াছিলেন।

তিনি নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রত্যক্ষদর্শী আছে। বন্দির উকিল স্বীকার করিয়াছেন যে, ১১ই মে তারিখেই তিনি সম্রাটরূপে ঘোষিত হন। গোলাপ নামা একজন রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, সেই দিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সর্বত্র ঘোষণা করা হয় যে, এখন হইতে এই বন্দিরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। চুনী নামা আর এক ব্যক্তি বলে যে, ১১ই তারিখের মধ্যরাত্রে কুড়িটি তোপধ্বনি সে তাহার বাড়ি হইতে শুনিয়াছিল এবং তাহার পরদিন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় যে, সাম্রাজ্য এখন তাঁহার হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

বন্দির বিরুদ্ধে অভিযোগে যে, তিনি সেইদিনই অন্যায়ভাবে দিল্লি শহর অধিকার করেন। এ সম্বন্ধে বলিবার বা প্রমাণ দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাইবে।

অভিযোগের পরবর্তী অংশ—এই বন্দি ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে তাঁহার পুত্র মির্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও বহু বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

মির্জা মোগল প্রকাশ্য ভাবেই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং এই উপলক্ষে কয়েক দিন পরেই এক রাজকীয় শোভাযাত্রা বাহির হয়। এ ব্যাপারের একজন প্রত্যক্ষদর্শী চুনীলাল সাক্ষ্য দিয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন্ তারিখে ঐ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহা সে বলিতে পারে নাই। এই নিয়োগের পরেই মির্জা মোগল যুদ্ধ ব্যাপারে সর্বাধিনায়ক হইয়া ওঠেন। তারপর সৈন্যাধ্যক্ষ বখত খাঁ উপস্থিত হইলে তিনিই প্রধান সেনাপতি এবং শাসক পদে নিয়োজিত হন। (Commander—in-chief and Lord Governor General) তাঁহার আগমনের তারিখ ১লা জুলাই। তাঁহার আগমনে মির্জা মোগল অসন্তুষ্ট হন। কারণ ১৭ই জুলাই তারিখে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছেন যে, শহরের বাহিরে ইংরাজদের আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় বখত খাঁ তাঁহাদের অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন এবং জানান যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত সৈন্যরা যেন অগ্রসর না হয়। তাহার ফলে সেই সেনাবাহিনীকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা বিবৃত করিয়া মির্জা মোগল জানাইয়াছেন যে, এরূপ আচরণে যে কোনও ব্যক্তি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন, সুতরাং পরিষ্কারভাবে আদেশ দেওয়া হোক যে সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত অধিনায়ক কে।

এই পত্রের উপর সম্রাটের কোনও লিখিত আদেশ দেখা যায় না, তবে ১৮ই তারিখেই দেখা যায় যে, মির্জা মোগল এবং বখত খাঁ উভয়েই একযোগে মিলিত হইয়াছেন। ১৯ শে তারিখে একখানি চিঠিতে মির্জা মোগল তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছেন, "গতকল্য হইতে আমাদের আক্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। দিনে বা রাত্রে আমরা আক্রমণ করিতে পারি। আলাপুর অঞ্চল হইতে আমরা যদি সাহায্য পাই, তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপায় এবং সম্রাটের মহিমায় আমাদের জয় নিশ্চিত। সে কারণে আমার প্রার্থনা যে, সাহায্য পাঠাইবার জন্য বেরিলির
সৈন্যাধ্যক্ষকে সম্রাটের নিকট হইতে আদেশ দেওয়া হউক। তিনি তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া আলাপুরের দিকে অগ্রসর হউন এবং সেই দিক হইতে অধিবাসীদের আক্রমণ করুন। আপনার এই ভৃত্য এদিক হইতে আক্রমণ করিবে এবং এই উভয় দল দুই এক দিনের মধ্যেই নরকের কীটদের নরকে পাঠাইতে সক্ষম হইবে। আলাপুরগামী সৈন্যদল শত্রুর রসদ বন্ধ করিয়া দিতেও পারিবে।"

এই পত্রের উপর সম্রাটের স্বহস্ত-লিখিত আদেশ আছে—"মির্জা মোগল যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিবেন।" আরও একটি আদেশ সেই পত্রে দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহা মির্জা মোগলের দ্বারা লিখিত—"বেরিলির সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দেওয়া হউক।"আমার বিবেচনায় তিনজনের একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করা এবং একমত হওয়ার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও দুখানি পত্র আমি এই আদালতে পেশ করিতে চাই। একখানি মহম্মদ বখত খাঁর একটি ঘোষণাপত্র—ইহার তারিখ ১২ই জুলাই। ইহাতে লিখিত আছে—

'জায়গীরদার, বৃত্তিভোগী এবং নিষ্কর সম্পত্তি-ভোগীদের এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, যদি দেখা যায় যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন অথবা তাহাদের নিকট কোনরূপ সংবাদ সরবরাহ করিয়া বা জিনিসপত্র দিয়া কোনওভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষমা করা হইবে না। এই ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁহাদের জানানো যাইতেছে যে, তাঁহারা এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন যে, যখন সম্পূর্ণভাবে আমরা জয়ী হইব, তখন তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে ফেরত দেওয়া হইবে। (অবশ্য নিজ নিজ স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলাদি দেখাইতে হইবে) এবং যদি বর্তমানে গোলযোগের আগে তাঁহারা কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। এই ঘোষণাপত্রের পরেও যদি প্রমাণিত হয় যে কোনও ব্যক্তি ইংরাজদের নিকট কোনও সংবাদ বা অন্য কোনরূপ সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। নগরের কোতোয়ালকে এতদ্বারা জানানো যায় যে, তিনি প্রত্যেক জায়গীরদার বা নিষ্করভোগীর স্বাক্ষর এই ঘোষণাপত্রের পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া ইহা মহামাননীয় সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিবেন।"

অপর পত্রখানি ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বয়ং সম্রাটের স্বাক্ষর-সম্বলিত। তাহাতে লেখা আছে—

"তোমাকে জানানো যাইতেছে যে, বাদ্যযন্ত্র দ্বারা শহরময় ঘোষণা করিবে যে ইহা ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) এবং ধর্মরক্ষার জন্যই আমরা এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এই নগরে বা নগরের বাহিরে বিভিন্ন গ্রামসমূহের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান অথবা সারা হিন্দুস্থানের যে সকল অধিবাসী আমাদের বিপক্ষে এবং ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধে সমবেত হইয়াছে, তাহারা নেপালবাসী হউক, বা শিখ হউক বা হিমালয়বাসী হউক, সকলেই যেন ইংরাজ বা তাহাদের কর্মচারীদের বধ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম-রক্ষার সহায়তা করে। তাহাদের এই অভয়বাণী জানানো হউক যে, ইংরাজের ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। যে মুহূর্তে তাহারা ইংরাজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাদের পক্ষে যোগাযোগ করিবে, সেই মুহূর্তেই তাহাদের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা হইবে এবং যাহাতে তাহারা নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান বজায় রাখিতে পারে, তাহার সমুদয় ব্যবস্থাই করা হইবে। তাহারা ইংরাজ-শিবির হইতে লুণ্ঠন করিয়া যদি কিছু সম্পত্তি আহরণ

করিয়া থাকে, তাহাও তাহারা নিজেদের অধিকারে রাখিতে পারিবে। ইহা ছাড়াও সম্রাটের নিকট হইতে যথাযোগ্য পুরস্কারও তাহারা পাইবে।"

এই পত্রখানি সম্রাটের প্রধান কোতোয়ালি হইতে অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে কোতোয়ালির সিলমোহর দেওয়া আছে এবং সহকারী নগরপাল ভাউ সিং ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা নৃপ-আদেশের অবিকল প্রতিলিপি। বন্দির বিরুদ্ধেও যে তৃতীয় অভিযোগটি ছিল, এই পত্রখানি সে সম্বন্ধেও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ! চতুর্থ অভিযোগের শেষের অংশ সম্বন্ধে এ প্রমাণটি প্রয়োগ করা যায়। আরও বহু চিঠিপত্র আছে, কিন্তু সেগুলি আমি আদালতে দাখিল করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

চতুর্থ অভিযোগের প্রতি আমি এই বিচারসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বন্দি ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে এবং ঐ সময়ের দিল্লিপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে উনপঞ্চাশ জন খাস ইউরোপীয় এবং মিশ্রিত ইউরোপীয় নরনারীর নির্মম হত্যাসাধনের সহায়তা করেন।

এই সব হতভাগ্য নরনারীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই। সেই বিভীষিকার ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এই বিচারসভার অবিদিত নয় এবং সে ঘটনা ভুলিবারও নয়। যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার ফলে নারী এবং শিশুদেরও তরবারির মুখে আহুতি দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ধর্মযুদ্ধ বলা চলে না। সে কার্য এতই পৈশাচিক ও বীভৎস যে, তাহা হইলে ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মনে দ্বিধা জন্মিত। এই ভীতিপ্রদ দুর্ঘটনার উদাহরণ দেওয়াও মর্মান্তিক। আমাদের দেখাইতে হইবে যে, সেই উনপঞ্চাশ জন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এই বন্দি কতখানি সংশ্লিষ্ট। এই সকল নারী ও শিশুদের হত্যার ব্যাপারের প্রতি ঘটনাটির সঙ্গে বন্দির কি সম্বন্ধ ছিল, তাহারই আলোচনা করিব। তাহাদের বন্দি করা, আটক রাখা, নির্যাতন করা এবং অবশেষে তাহাদের পরিণতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথমেই চিকিৎসক আসানউল্লা খাঁর উক্তির প্রতি আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, এতগুলি ইংরাজ রমণী ও বালক-বালিকাকে প্রাসাদের মধ্যে আনিয়া আটক রাখা হইল কেন? তিনি উত্তরে জানাইলেন যে, বিদ্রোহীরা শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে উহাদের সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রাসাদের মধ্যে যখন তাহারা নিজেদের বাসস্থান স্থির করিয়া লয়, তখন উহাদেরও লইয়া আসে। অতঃপর তাহারা সেই সব বন্দিকে নিজেদের হেফাজতে না রাখিয়া সম্রাটের আদেশ প্রার্থনা করে। তিনি আদেশ দেন যে, রন্ধনশালায় ঐসব বন্দিকে স্থান দেওয়া হউক, কারণ সেখানে পর্যাপ্ত স্থান পাওয়া যাইবে।

এই বিচারসভার অবগতির জন্য আমি জানাইতে চাই যে, আসানউল্লার বক্তব্য জানিবার পর আমি নিজে সেই স্থানে গিয়া তাহার পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করিয়াছি। স্থানটি চল্লিশ ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া এবং প্রায় দশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। উহা পুরাতন, নোংরা এবং উহার দেওয়ালগুলি চুন-বালি-বর্জিত। অন্ধকার, মেঝে খারাপ, জানালা

নাই এবং আলো-বাতাস যাইবারও কোন রাস্তা নাই। মিসেস এলডওয়েল এখানে বন্দি ছিলেন, তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন—

"আমাদের সকলকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হইল। সে ঘরে কোনও জানালা ছিল না। মাত্র একটি দরজা ছিল। ঘরটি মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তার উপর আমরা অনেকে একত্রে সেই ঘরে ছিলাম। সিপাহিরা মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের এবং ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইত। তাহার ফলে সেই একটি মাত্র দরজাও আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত, তাহার ফলে আলো বা বাতাস কিছুই পাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাহিরা তাহাদের বন্দুক লইয়া আমাদের ভয় দেখাইয়া বলিত যে, আমরা যদি মুসলমান হইয়া বন্দিরূপে থাকিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সম্রাট আমাদের প্রাণ-ভিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু সম্রাটের খাস সেনাদল বলিত যে, আমাদের টুকরো-টুকরো করিয়া কাটিয়া কাক-চিলদের আহার্যে পরিণত করা হইবে। আমাদের কদর্য আহার দেওয়া হইত, তবে দুইবার সম্রাট আমাদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

এই বন্দি এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য ইংরাজ গভর্নমেণ্ট যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর তিনি দিয়াছেন বটে ! একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, এই বন্দি পরিবারস্থ মহিলাগণ যেখানে থাকেন, সেখানে বহু লোকের আশ্রয় অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার প্রাসাদ মধ্যে এমন সব গুপ্তগৃহ আছে যেখানে পাঁচ শত নরনারীকে নিরাপদ রাখা যাইতে পারে এবং সে সব স্থানে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করিতে সাহস করে না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বন্দির প্রাসাদদুর্গে এমন বহু ঘর আছে, যেখানে ঐসব রমণী ও শিশুদের বেশ ভালভাবেই রাখা যাইতে পারিত। কিন্তু এই বন্দি সে সব কিছুই করেন নাই। ইংরাজ নরনারী ও শিশুগুলির জন্য এমন স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যেখানে শৃগাল কুকুরেও থাকিতে ঘৃণা বোধ করে। বহু টাকা পেনসন, রাজপ্রাসাদে অবস্থান এবং ইংরাজ গভর্নমেন্টের বদান্যতার উপযুক্ত প্রতিদানই এই বন্দি দিয়াছেন! আসানউল্লা খাঁ এবং মিসেস এল্ড্ওয়েল উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সব ব্যবস্থার জন্য দায়ী এই বন্দি স্বয়ং।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অতি সামান্য সামান্য ব্যাপারের জন্য তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাহারই প্রত্যেকটিতে তিনি স্বহস্তে আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত ব্যাপার যে তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ অনুযায়ী ঘটিত সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আলোচ্য ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি স্বয়ং বন্দিশালা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। হতভাগ্য বন্দিনীদের উপর যে সতর্ক প্রহরীরা নিয়োজিত ছিল, তাহারা সম্রাটের নিজেরই লোক। তাহাদের যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহাও সম্রাটের নির্দেশেই দেওয়া হইত; এমন কি মাত্র দুইবার অপেক্ষাকৃত ভাল খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছেন। প্রহরিগণ বন্দিনীদের বার বার বলিয়াছে যে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে সম্রাট তাহাদের মার্জনা করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন এই যে, এমন একটি ঘটনাও কি দেখা গিয়াছে—যাহাতে এই বন্দি ঐসব নরনারীর প্রতি একটু সদয় ব্যবহারের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বা

তাহাদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ? মোটেও না। ঐসব নারী ও শিশুর জন্য তিলে তিলে নির্মম মৃত্যু, নয়তো তরবারির আঘাতে মৃত্যু—ইহা ভিন্ন অন্য কোন গতিই ছিল না।

আমার মনে হয়, এই বন্দির সম্বন্ধে এই আদালত কি রায় দেন, তাহা জানিবার জন্য ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। গোলাপ নামে এক চাপরাসি বলিয়াছে যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার দুই দিন পূর্বেই সে জানিতে পারিয়াছিল যে, উহাদের হত্যা করা হইবে এবং সেদিন বহু লোক ঐ নির্মম কাণ্ড দেখিবার জন্য রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়াছিল। আরও অনেক সাক্ষী এই কথা সমর্থন করিয়াছে। এমন কি, সকাল আটটা হইতে নটার মধ্যে যে এই নরমেধ যজ্ঞ করা হইবে সে সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ বা সৈন্যমণ্ডলী সহসা বিক্ষুব্ধ হওয়ায় যে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা নয়। সাক্ষী বলিয়াছেন যে, স্বয়ং সম্রাট অথবা মির্জা মোগল এই উভয়ের মধ্যে একজনের আদেশ ব্যতীত এই নির্মম কাণ্ড কিছুতেই হইতে পারিত না। সাক্ষী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, ইউরোপীয় বন্দিদের একত্র দাঁড় করাইয়া তাহাদের চারিদিকে সম্রাটের সৈন্যরা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহীদলের সৈন্যরাও ছিল, সম্রাটের দেহরক্ষীবাহিনীর সৈন্যরাও ছিল। হঠাৎ এক সময়ে সকলে নিজ নিজ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে বন্দিদের নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিল।

সংবাদ-সরবরাহকারী চুনীলালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কাহার আদেশে এই পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে ? তিনি বলেন যে, একমাত্র সম্রাট ছাড়া আর কেহই এরূপ আদেশ দিতে পারেন না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে প্রাসাদের ছাদ হইতে মির্জা মোগল এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

সম্রাটের আদেশেই এই নির্মম কার্য করা হয় এবং মির্জা মোগল ইহার অন্যতম দর্শক ছিলেন, এ কথা সম্রাটের কর্মচারী মুকুন্দলালও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিন দিন যাবৎ এই সব বন্দিকে সংগ্রহ করা হয়। মির্জা মোগল কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে সম্রাটের নিকট আসিয়া ইহাদের হত্যা করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্রাট তখন মহলের মধ্যে ছিলেন। মির্জা মোগল এবং বসন্ত আলি খাঁ মহলের ভিতর যান। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং বসন্ত খাঁ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সম্রাট বন্দিদের হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে রাজসভায় দিনলিপি বা ডায়েরি আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সম্বন্ধে আসানউল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাজসভায় কি নিয়মিতভাবে দিনলিপি রাখা হয়? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, হাঁ হয়। বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই রাজসভার দিনলিপি প্রত্যহই লেখা হইয়া থাকে। তখন দিনলিপির একখানি পৃষ্ঠা তাঁহাকে দেখানো হইলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহই রাজসভার দিনলিপি লিখিয়া থাকে, ইহা তাহারই হস্তাক্ষর এবং ইহা সেই দিনলিপিরই একখানি পৃষ্ঠা।

১৬ই মে, ১৮৫৭ তারিখের ডায়েরির অনুবাদ আমি পাঠ করিতেছি—

"দেওয়ানি খাসে সম্রাট দরবার আহ্বান করিলেন। ঊন-পঞ্চাশ জন ইংরাজ বন্দি হইয়াছেন; সৈন্যরা প্রার্থনা করিল যে তাহাদের হাতে ঐসব বন্দিদের সমর্পণ করা হউক। সম্রাট তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বলিলেন, সেনাবাহিনী উহাদের সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। বন্দিরা তখন তরবারির আঘাতে নিহত হইল। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।"

যে সব মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণগুলি এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। বন্দির আত্মপক্ষ সমর্থনে যে লিখিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি মিথ্যার জাল বোনা হইয়াছে মাত্র এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব সাংঘাতিক প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। চতুর্থ অভিযোগের শেষ অংশ সম্বন্ধে এইবার আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

এ বিষয়ে আমি মাত্র তিনখানি পত্রের প্রতি এই বিচার সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনখানি পত্রই এই বন্দি কর্তৃক লিখিত। একখানি লিখিত হইয়াছে কচ্ছভোজের শাসনকর্তা রাওভারাকে, আর একখানি যশলমীরের অধিপতি রণজিৎ সিংকে, তৃতীয়খানির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জম্মু কাশ্মীরের রাজা গুলাব সিং।

রাওভারাকে লিখিত পত্রখানি এইরূপ—

"আমার কাছে সংবাদ আসিয়াছে যে চিরবিশ্বস্ত তুমি, তোমার অধিকার সীমার মধ্যে সমস্ত অধিবাসীদের তরবারির মুখে আহুতি দিয়া তোমার অধিকৃত রাজ্য কলঙ্কমুক্ত করিয়াছ। তোমার এই পত্রে তোমাকে সম্মান জানানো হইতেছে। তোমার রাজ্যের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে ঈশ্বরের ভক্তগণ যেন কোনরূপে লাঞ্ছিত বা অপদস্থ না হয়। অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও লোক যদি সমুদ্রপথে তোমার রাজ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধ্বংস করিবে। ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিল।"

যশলমীরের অধিপতি রণজিৎ সিংকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রখানি—

"আমাদের বিশ্বাস যে তোমার রাজ্যের মধ্যে অবিশ্বাসী ইংরাজ সম্প্রদায়ের এক প্রাণীও বর্তমানে নাই। যদি লুক্কায়িতভাবে কিংবা পলাতকরূপে কেহ এখনও থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তারপর তোমার রাজ্য পরিচালনার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোমার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমাকে আমাদের বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া তোমার পদমর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।"

তৃতীয় পত্র—জম্মুর অধিপতি রাজা গুলাব সিংকে লিখিত।

"তোমার দরখাস্ত দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার রাজ্যে অভিশপ্ত এ অবিশ্বাসী ইংরাজদের কিভাবে নিধন করিয়াছ। এ জন্য তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানানো যাইতেছে। সাহসী ব্যক্তির যাহা করা উচিত, তুমি এই কার্যের দ্বারা তাহাই করিয়াছ। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাক। সম্রাটের নিকট

তোমাকে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে। আসিবার পথে অবিশ্বাসী ইংরাজ-দের অথবা শত্রুপক্ষীয় অন্য ব্যক্তিদের পাইলেই হত্যা করিবে। তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ রাজসম্মান দেওয়া হইবে এবং পদমর্যাদা দেওয়া হইবে। যাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না।"

এগুলি ব্যতীত এই বন্দির নিকট চতুর্থ সেনাবাহিনীর এক দফাদারের একখানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সে ব্যক্তি মজঃফরনগরে তাহার সেনানায়ককে হত্যা করার সংবাদ জানাইয়াছে। সেই দরখাস্তের উপরে এই বন্দি স্বহস্তে আদেশ দিয়াছেন যে, দরখাস্তকারীকে যোগ্যপদে নিযুক্ত করা হউক।

বন্দির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন এই বিচারসভা সিদ্ধান্ত করিবেন যে, এই বন্দি এখনও সম্রাটের পদমর্যাদা এবং শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী কিংবা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একজন অন্যায়কারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। আপনারাই স্থির করিবেন যে, তাইমুর রাজবংশের শেষ অধিপতি বার্ধক্যের এবং দুর্ভাগ্যের তাড়নায় অবনত এই বন্দি, এইবার তাঁহার পূর্বপুরুষের এই প্রাসাদভবন ত্যাগ করিয়া যাইবেন কিনা এবং এই সুন্দর দেওয়ান-ই-খাস, ন্যায়বিচারের জন্য যে স্থান সুবিখ্যাত, যেখানে ন্যায়ের মান হিসাবে ইহাই নির্ধারিত হইবে যে, রাজাও যদি অপরাধী হন এবং দুষ্কার্যে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে রাজবংশের সমস্ত গরিমার অবসান একদিনেই ঘটিয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইয়া গেলেও এখন যদি আমি বিদ্রোহের কারণ এবং সে ব্যাপারের পূর্বকল্পিত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে হয়তো তাহা অনধিকারচর্চা হইবে না।

আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, কার্টিজ ব্যাপার উদ্ভূত হইবার পূর্বে দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে যদি কোন কারণে মনোবিকার না ঘটিত, তাহা হইলে হয়তো এই সর্বব্যাপী বিদ্রোহ সংঘটিত হইত না। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বহু সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বিস্তার করিবার মূলে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরস্পরের মধ্যে গোপনে একটা বোঝাপড়া এবং প্রস্তুতি, যাহাকে সাধারণ ভাষায় ষড়যন্ত্র বলা যাইতে পারে, তাহা ক্রমবর্ধমান হইতেছিল, নচেৎ এত বড় ঘটনা ঘটিতে পারিত না। এ ঘটনার জন্য কেবল কার্টিজের ব্যাপারের উল্লেখ করা ভুল। চিঠিপত্র এবং গোপন সংবাদাদি সম্বন্ধে এই বিচারসভায় আমি যে সব কথা বলিয়াছি, তাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে কার্টিজ একটা সামান্য উপলক্ষ মাত্র—বারুদের স্তূপে ইহা একটি স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। যে সব প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, ১০ই মে তারিখের পূর্ব হইতেই ইংরাজের বিরুদ্ধে এ দেশের লোকের মনোভাব বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বার্থান্বেষী কতকগুলি লোক তাহারই সুযোগ লইয়া সেই বিদ্বেষের আগুন দেশব্যাপী করিয়াছিল। অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটিশ শাসনের অন্তর্গত করা এই ঘটনার আর একটি কারণ। ভারতের মুসলমান অধিকৃত শেষ চিহ্নটুকুর অবলুপ্তির তাহারা

প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। জাঠমল নামে একজন সাক্ষীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে একজন হিন্দু সিপাহি এবং একজন হিন্দু ব্যবসায়ী উভয়ের মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে বৃটিশ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমানভাবেই পোষণ করিয়াছে। একথা যে সত্য তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বুঝতে পারিয়াছি। আমাদের সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য এক সময়ে গর্ব করিবার বস্তু ছিল, কিন্তু তাহাদের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতায় সে গর্ব আমাদের চূর্ণ হইয়াছে।

দেশীয় সিপাহিরা বিশ্বস্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নীতিবোধ ছিল কম। তাহাদের বিশ্বস্ততা কতকটা অভ্যাসবশত, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ছিল তাহারও ঊর্ধ্বে। কাজেই যাহাদের মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে, তাহারা এই সব দুর্বলতার সুযোগ সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। তিন চার জন দলপতি যদি একটা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া তোলে, অবশিষ্ট সৈন্যেরা হয়তো যোগদান করিবে না। কিন্তু তাহারা সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বাধা দিবে না ইহাও নিশ্চয়। তাহারা মনে করে যে, ধর্মের দিক দিয়াই হউক বা কর্তব্যের দিক দিয়াই হউক, ঐসব দলপতিরা কার্যে যোগ না দিলেও বাধা দেওয়া তাহাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়। এই ভাবেই বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে। কয়েক জনের খেয়ালের ফলে যে আগুন জ্বলে তাহাতে ভস্মীভূত হয় অনেকে। সাম্প্রতিক বিদ্রোহ যে এই উপায়েই দেশব্যাপী হইয়াছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার দুই একমাস পূর্বে সিপাহিদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা মিলাইয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, একটা চক্রান্ত নেপথ্যে রূপায়িত হইতেছিল। অযোধ্যাপ্রদেশ সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সেই ঘটনা এবং ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোচিত সম্প্রদায় পুঁথিতে পড়িয়াছিল যে, লোকের মনে শিক্ষার আলো প্রকাশিত হইলে ধর্মের গোঁড়ামির ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং জাতিধর্মের অজুহাত তুলিয়া তাহারা লোকের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টির সুযোগ লইতে ভোলে নাই। এমন কি, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া হইবে, হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমতার দৃষ্টিতে সেনাবাহিনীতে রাখা হইবে ইত্যাদি ব্যাপারে ধর্মের দোহাই দিয়া নানাভাবে প্রচার করা হয়।

ইহার ফলে ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান সিপাহি একত্র মিলিত হইল। সেনাবাহিনীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ছিল না, একই প্রকারের সাজসজ্জা, একই কর্মপদ্ধতি, একই রকমের পারিতোষিক ও পদোন্নতি। এমন কি পরস্পরের ধর্মোৎসবে পরস্পর যোগদান করিত। এই অবস্থায় উত্তেজনার আগুন ধূমায়িত হইতে হইতে তাহা একদিন জ্বলিয়া উঠিল।

কাজেই আবার আমি বলিতেছি যে, চর্বিমাখা কার্টিজ এই মর্মান্তিক ঘটনার একটি সামান্য উপলক্ষ মাত্র। পূর্ব হইতেই এই ঘটনার প্রস্তুতি চলিতেছিল।

এই বন্দি মহম্মদ বাহাদুর শাহ এ ষড়যন্ত্রে অনেকদিন হইতেই লিপ্ত ছিলেন। হাসান আসকারী এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনে এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা চলিত। সিদি কামবারকে তিনি পারস্যে ও কনস্তান্তিনোপলে পত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে পত্রে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল—যাহাতে তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুতরাং দেশব্যাপী এই বিপ্লবের যড়যন্ত্রের মূলে এই বন্দির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, সিদি কামবারকে পারস্য ও কনস্তান্তিনোপলে পাঠানো হয় ঠিক দুই বৎসর পূর্বে এবং ঐ দুই দেশের সাহায্য লইয়া তাহার দেশে ফিরিবার তারিখ নির্ণীত হয় ঠিক যে সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে। এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি জনপ্রবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সমাপ্তি ঘটিবে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই মুসলমানরা তাহাদের পূর্ণ আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। মোল্লা হাসান আসকারীও এই বন্দি সম্রাট এবং তাঁহার পরিষদদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহার এক স্বপ্ন দর্শনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। এ সব ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন মনের উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ । তাহাদের মনে এই বিশ্বাস কখনও হইয়াছিল যে এই ভবিষ্যদ্বক্তা স্বর্গের দেবদূতগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে সক্ষম।

২৭ শে মার্চ ১৮৫৭ তারিখে মহম্মদ দরবেশ নামে এক ব্যক্তি লেফটেনান্ট গভর্নর মিঃ কলভিনকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে জানানো হয় যে, হাসান আসকারী সম্রাটকে জানাইয়াছেন যে, পারস্যের যুবরাজ বুশায়ার অধিকার করিয়া সেখানকার খ্রীশ্চানগণকে কতক নিহত কতক বন্দি করিয়াছেন এবং পারসিক সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই কান্দাহার এবং কাবুলের পথে দিল্লি আসিয়া উপস্থিত হইবে। পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে পারসিকগণের আগমন সম্বন্ধে দিবারাত্র আলোচন চলিতেছে। হাসান আসকারী নাকি প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া জানিয়াছেন যে, পারস্য-সম্রাটের রাজ্য শীঘ্রই দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং তিনি সারা হিন্দুস্থান অধিকার করিবেন। দিল্লি সম্রাটের পূর্ব গৌরবও আবার ফিরিয়া আসিবে, কারণ পারস্যরাজ তাঁহার মাথায় ভারতের রাজমুকুট স্থাপন করিয়া যাইবেন। লেখক বলিয়াছেন যে, এই সংবাদে প্রাসাদে আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে এবং সম্রাট ইহাতে বিশেষভাবে তুষ্ট হন এবং এজন্য বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা করা হয়। হাসান আসকারীও প্রতিদিন সূর্যাস্তের দেড় ঘণ্টা পূর্বে বিশেষভাবে উপাসনা করিতে থাকেন—যাহাতে পারসিকগণ সত্বর আসিয়া করিতে থাকেন এবং খ্রীশ্চানগণকে সম্রাট নানাবিধ উপঢৌকন ও উপচার হাসান আসকারীর নিকট পাঠাইতেন।

সুতরাং এই বিদ্রোহ-ব্যাপারে ধর্মান্ধতা কতখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহা বোঝা যায়। আমরা যদি সে সময়ে এই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে

প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইতাম যে খ্রীশ্চানগণকে নির্মূল করিবার জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমাদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন স্থানে খ্রীশ্চানদের প্রতি শাস্তিমূলক অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসবগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইউরোপীয়দের প্রতি এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রকৃত মনোভাব যে এতখানি বিরূপ এ কথা পূর্বে বিশ্বাস করাও অসম্ভব ছিল।

মিসেস এলডওয়েলের নিকট হইতে আমরা জানিয়াছি যে, মহরম পর্বের সময় শিশুদের প্রার্থনাবাণীর সঙ্গে ইংরাজদের প্রতি জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যখন অসহায় নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন প্রায় দুইশত লোক উপস্থিত থাকিয়া সেই সব হতভাগ্যদের প্রতি অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল।

এইবার চাপাটি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এই বস্তুটি স্থান হইতে স্থানান্তরে চালান দেওয়া হইত। তাহার অর্থ এই যে, সকলের মধ্যেই এক ধর্ম এবং এক খাদ্য অথবা এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিবামাত্র সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াইত কিনা তাহা বলা কঠিন। কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্দেহাতীত এই সামান্য বস্তুটির সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান যে কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাও নির্ণয় করা সহজ নয়। ময়দার সঙ্গে হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করা হইয়াছে—এ সংবাদ এই সময়েই প্রচার করা হয়। অথচ এগুলির উদ্দেশ্য কি তাহাও বোঝা কঠিন। লোকের মনে সাধারণতঃ একটা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? আমার মনে হয়, কর্তৃপক্ষ চাপাটির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের গুঁড়ার কাহিনীর সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারের অন্তরালে যে কোন উর্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তির কৃতিত্ব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সময়ের প্রকাশিত দেশীয় সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে নীরব ছিল না। চাপাটি, ময়দায় হাড়ের গুঁড়া কার্টিজে চর্বি—হিন্দুদের উত্তেজিত করিবার পক্ষে এই অস্ত্রগুলি অমোঘ। কিন্তু মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার কার্যে সংবাদপত্রগুলি অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। একখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, পারস্য-সম্রাট টেহারানে তাঁহার সমস্ত সৈন্যদের সমবেত হইবার আদেশ দিয়াছেন এবং প্রকাশ যে, কাবুলের দোস্ত মহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু হইবে। কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, পারস্য-সম্রাটের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানে আসিয়া ইংরাজদের বিতাড়িত করা।

২৬ শে জানুয়ারি, ১৮৫৭ তারিখের আর একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ফরাসি সম্রাট এবং তুর্কীর সুলতান পারসিক ও ইংরাজদের যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করিবেন না, যদিও লোকের ধারণা যে উভয়েই পারস্য-পক্ষ সমর্থন করিবেন। রুশিয়া যে অর্থ এবং সৈন্য দ্বারা পারস্যরাজকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত এ কথা সকলেই জানে। রুশিয়া পারস্যের মাধ্যমে হিন্দুস্থান জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।

এই সব বর্ণনার পরে পত্রিকা সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা দেখিবার জন্য সকলে প্রস্তুত থাকুন।

আর এক সংখ্যায় দেখা যায় যে, পারস্যরাজ ভারত জয় করিয়া তাঁহার সভাসদদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের শাসনভার ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। একজন পাইবেন বোম্বাই, একজন কলিকাতা, আর একজন অধিষ্ঠিত হইবেন পুণায়। তবে সারা হিন্দুস্থানের রাজমুকুট অর্পিত হইবে দিল্লিশ্বর বাহাদুর শাহের শিরে।

এই সব সংবাদপত্র রাজপ্রাসাদে পাঠানো হইত এবং এই সব বিবরণ পড়িয়া এই বন্দি এবং তাঁহার অনুচরেরা কিরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এদেশীয় লোকদের মধ্যে পারসিক সৈন্য কর্তৃক হিরাট অধিকার এবং রুশীয়দের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব খুব আলোচনা হইত। এমন কি, সিপাহিদের মধ্যেও জনরব উঠিয়াছিল যে, পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যেই এক লক্ষ রুশীয় সেনা ভারত আক্রমণ করিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য উপস্থিত হইবে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আভ্যন্তরিক ষড়যন্ত্রের প্রভাবে সারা দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কার্টিজের ব্যাপারটা এই বিরাট ঐতিহাসিক ওলটপালটের একটা উপলক্ষ মাত্র।

আর একখানি সংবাদপত্রে আরও একটি চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইল। হানসি জেলায় এক গ্রামে এক রমণী তিনটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই কন্যাত্রয় কথা কহিতে শুরু করিয়া দিল। একজন বলিল, আগামী বৎসর দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দিন, অনেক অঘটন ঘটিবে। দ্বিতীয় বলিল, যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে তাহারাই সেই সব প্রত্যক্ষ করিবে। তৃতীয় শিশুটি বেশ গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, হিন্দুরা যদি এ বৎসর হোলিতে আগুন জ্বালায়, তাহা হইলে তাহারা বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

কোন ইউরোপীয়ের কাছে এই কাহিনী যদি বলা যায়,তাহা হইলে তিনি হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু এ দেশের অশিক্ষিত লোকেদের মনে এই শিশুত্রয়ের কাহিনীর সঙ্গে হিরাট অধিকার এবং রুশীয় সৈন্যের আগমন এবং ভারতের রাজমুকুট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সব জনশ্রুতির সঙ্গে হাসান আসকারীর স্বপ্নকাহিনী এবং সিদ্দি কামবারের দৌত্য অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করে। এই সব সংবাদপত্র এবং তাহাতে এই সব অলৌকিক কাহিনীর প্রচারের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, ইহা কখনই কল্পনা করা যায় না। মোখাসাহেবের স্বপ্ন, প্রাসাদের গুপ্তগৃহে মন্ত্রণা এবং সংবাদপত্রে এই সব প্রচারকার্য-এগুলি কি সবই কাকতালীয়?

১৯শে মার্চ তারিখের আর একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ—নয় শত পারসিক সৈন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর নেতৃত্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং আরও পাঁচ শত সৈন্য নানা প্রকার ছদ্মবেশে দিল্লি শহরের মধ্যেই লুক্কায়িক রহিয়াছে। এই সংবাদের প্রচারক সাদিক খাঁ নামে ব্যক্তি। তাহাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু

এই ধরনের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে—জনমণ্ডলীর অন্তরকে বিষাক্ত করা ছাড়া? সাদিক খাঁর নামসম্বলিত একখানি ইস্তাহার ইতিপূর্বে জুম্মা মসজিদে প্রচারিত হইয়াছিল। সাদিক খাঁ নামটি ছদ্মনাম কি না বলা যায় না, কিন্তু এ সবের মূলে কাহার উৎসাহ রহিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার জন্য এই সকল সংবাদপত্রে যে সব অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জিত সংবাদ এবং বিভিন্ন স্থানে যে সব ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সবগুলির তালিকা করা অথবা সেগুলিকে এই বিচারসভায় উপস্থিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও কোনও দ্বিধা নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমি কেবল আর একটিমাত্র সংবাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

এটির তারিখ ১৩ই এপ্রিল। এটির সম্বন্ধে স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফ বলেন যে, বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ আরম্ভ হইবার প্রায় ১৫ দিন পূর্বে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে নগরপালের নিকট একখানি বেনামী দরখাস্ত পৌছিয়াছে যে শহরের কাশ্মীর গেটটি ইংরাজের কবল হইতে এখনই মুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। দিল্লি শহরের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের সহিত প্রধান সংযোগ-সূত্র। কেবল এইখানেই সৈন্য পাহারা আছে। সুতরাং ইহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা সকলের উপলব্ধি করা উচিত।

স্যার থিয়োফিলাস বলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে এরূপ বেনামী দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। তবু এই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল।

সেই সংবাদপত্রখানিতে আরও লিখিত ছিল যে আর এক মাসের মধ্যেই কাশ্মীরের উপর যে দুর্ধর্ষ আক্রমণ হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

এই সংবাদটুকু সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা, তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। কাশ্মীর শব্দের অর্থ দিল্লির কাশ্মীর গেট। এক মাস পরে সেখানে যে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম হইবে তাহা সংবাদপত্র-লেখক কি উপায়ে জানিতে পারিল এ রহস্যের সমাধান করিবে কে? সত্য সত্যই 'এক মাস পরে' অর্থাৎ ১১ই মে তারিখে কাশ্মীর গেটের উপর যে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে।

বন্দি মহম্মদ বাহাদুর শাহের সহিত সমস্ত ঘটনাবলীর যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাহার অসংখ্য প্রমাণ এখনও দিতে পারা যায়। হাবসি মৌজুদ নামে ব্যক্তি বন্দি সম্রাটের খাস গোলাম ছিল। সে ব্যক্তি একদিন মিস্টার এভারেটকে গোপনে বলিয়াছিল যে, তিনি অবিলম্বে কোম্পানির চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সম্রাটের শরণাপন্ন হইলে ভাল হয়। বিস্মিত এভারেটের প্রশ্নের উত্তরে সে ব্যক্তি বলিল যে, গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদ রুশসৈন্য দ্বারা অধিকৃত হইবে। এভারেট অবশ্য এ কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সামান্য একজন ভৃত্যের মুখের এই সাবধান বাণীর অন্তরালে কত বড় সুদূরপ্রসারী এক চক্রান্ত বর্তমান ছিল। এ ঘটনার কিছু পরে

সেই ভৃত্য মৌজুদ পুনরায় এভারেটকে বলে যে, পূর্বেই আপনাকে কি আমি সাবধান করিয়া দিই নাই?

সম্রাটের মুনসী মুকুন্দলালের নিকট আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিন বৎসর পূর্বে দিল্লির কতকগুলি সেনানী সম্রাটের খাস সৈনিকরূপে আনুগত্য স্বীকার করে। সম্রাট তাহাদের আদেশপত্র দেন এবং তাঁহার খাস সৈনিকের চিহ্নস্বরূপে গোলাপী রংয়ের বস্ত্রখণ্ড দেন। তাহার কিছু পরেই সিদি কামবারকে দৌত্যে পাঠানো হয়। সুতরাং তিন বৎসর পূর্ব হইতেই এই ষড়যন্ত্রের সূচনা হইতেছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

এই সকল বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই বন্দির বিরুদ্ধে যে চারটি অভিযোগ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও পাঁচটি বিষয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাতে বোঝা যায় যে দেশব্যাপী এই বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে বন্দি বহু দিন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন।

১। হাসান আসকারীর স্বপ্নকাহিনী ও অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার।
২। সিদি কামবারকে পারস্যে এবং কনস্তান্তিনোপলে পাঠানো।
৩। হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত বিদ্বেষ এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রচার।
৪। মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ প্রচারকার্য-সংবাদপত্র ইস্তাহার আদির সাহায্যে।
৫। দেশীয় সেনাবাহিনীর হিন্দু ও মুসলমান সেনানীগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উত্তেজিত করা।

এই পাঁচটি বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

আরও একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে ওঠা স্বাভাবিক। এই সব ব্যাপারে এই বন্দি কি নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, না, তাঁহাকে বাধ্য করিয়া ইহাতে লিপ্ত করা হইয়াছিল?

এই সব ব্যাপার কি তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত, না অন্য কোনও শক্তির হাতে তিনি ক্রীড়াপুত্তলীরূপে পরিণত হইয়াছিলেন? তাঁহার ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া কি এই ব্যাপারে ধর্মাচার্যগণ সেই সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছিলেন?

মুসলমানগণের ধর্মান্ধতা, আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র এই বন্দির সক্রিয় সহযোগিতা-এই সব গুলির সমন্বয়ে এই মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। রাজবংশের উত্তরাধিকার অপেক্ষা মুসলমান ধর্মের অন্যতম নেতারূপেই এই বন্দির প্রভাব বিস্তার করিতে একদল ইচ্ছুক ছিলেন। ফলে উভয় ভাবেই তিনি এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সহকর্মী হইয়াছিলেন।

পেশোয়ারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহম্মদ তকি বেগ ব্রিটিশের বেতনভোগী হইয়াও প্রচার করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই রাষ্ট্রে একটা পরিবর্তন ঘটিবে এবং ব্রিটিশ শক্তি শীঘ্রই রাষ্ট্রে বিতাড়িত হইবে। করিম বক্স নামে দিল্লি বারুদখানার আর এক কর্মচারী, তিনিও ব্রিটিশের বেতনভোগী হইয়া সৈন্যদলের মধ্যে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানান যে,

কার্টিজে সত্য সত্যই চর্বি মাখানো আছে এবং এ বিষয়ে ইংরাজ কর্মচারীরা যতই প্রতিবাদ করুক না কেন, তাহাতে কেহ যেন বিশ্বাস না করে। বিদ্রোহী সৈন্য যখন বারুদখানা আক্রমণ করে তখন এই ব্যক্তিই তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংরাজদের কর্মচারী হইয়াও সে ইংরাজধ্বংসী বিদ্রোহীদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হইয়াছিল। এরূপ উদাহরণের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। মুসলমানদের মধ্যেও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অভাব ছিল না। কলভিন সাহেবকে মহম্মদ দরবেশ নামে এক ব্যক্তি যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। একজন মুসলমান যে ব্রিটিশের প্রতি কতখানি বিশ্বস্তভাব পোষণ করিতে পারে, উহা তাহারই উদাহরণ। নবি বকস খাঁ সম্রাটকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, নারীহত্যা করা ধর্মবিগর্হিত কার্য। ইংরাজের প্রতি মুসলমানেরা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

আমার বক্তৃতায় ১৮৫৭ সালের যে ভয়াবহ ঘটনাবলী ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কারণস্বরূপ বহু উদাহরণ বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। সেই বক্তৃতায় ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই বন্দি ভারতে মুসলমান ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হইয়াও দেশব্যাপী এক বিরাট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন। এই ব্যাপারে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির এবং মুসলমান সম্প্রদায় কি ভাবে দেশের জনমণ্ডলীকে এবং সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়াছেন—তাহারও বিবরণ আমার বক্তৃতায় দিয়াছি। তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যদের কার্টিজ সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তেজিত করিয়া তোলা হয়, কিন্তু এই বাহিনীর সেনাদলের কোন নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্ম ছিল না এবং তাহাদের পক্ষে কার্টিজ গরুর চর্বি কিংবা শূকরের চর্বি মাখানো হইল, তাহাতে তাহাদের সংস্কারে কিছুমাত্র আঘাত করিত না। কাপ্তেন মার্টিনো বলেন যে, আম্বালার মুসলমান সৈন্যরাও কার্টিজে চর্বির উল্লেখে হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই। উর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও তাহাদের কোন দিন ছিল না। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কার্টিজ কাহিনীর অন্তরালে অন্য একটা প্রচ্ছন্ন অগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। হিন্দু সিপাহিদের ভয় দেখানো হইয়াছিল যে, তাহাদের জাতি ও ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে। হিন্দনের যুদ্ধের পর বহুসংখ্যক হিন্দু সৈন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতারণা করা হইয়াছে এবং তাহাদের যদি ক্ষমা করা হয়, তাহা হইলে তাহারা আবার ইংরাজ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে প্রস্তুত।

এই বিচারসভায় আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, স্বপ্নদর্শী একজন মুসলমান মৌলভী পারস্য ও তুর্কী সুলতানগণের কাল্পনিক সাহায্যের চিত্র প্রকাশ করিয়া এবং দিল্লির বাদশাহের পূর্ব-গৌরব ফিরাইয়া আনার কাহিনী প্রচারের দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে কাপ্তেন মার্টিনোর উক্তি সম্বন্ধে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, খ্রীশ্চান মিশনারীরা দেশীয়

সিপাহিদের খ্রীশ্চান ধর্মগ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন বা তাহাদের ধর্মান্তরিত করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ কোন সময়ে আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে কিনা। তিনি প্রত্যুত্তরে দৃঢ়স্বরে জানান যে, এরূপ কোনও অভিযোগ তিনি পান নাই এবং এরূপ অভিযোগ হইবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ সিপাহিরা জানিত যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা খ্রীশ্চান ধর্মের বিধি নয়। সুতরাং এ জনরব অলীক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এই বিচারসভা যেরূপ ধৈর্যের সহিত আমার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদেরকেও আমার আন্তরিক দিতেছি। দোভাষীরূপে মিস্টার মারফি যেরূপ দক্ষতার সহিত সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকেও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এ দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অসাধারণ। সাক্ষীদের জবানবন্দি, চিঠি ও সর্ববিধ কাগজপত্র যেরূপ সুন্দরভাবে অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার উর্দু ও পারস্যভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। আমার বক্তৃতার সঙ্গে যে সব চিঠিপত্র এই বিচারসভায় দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি অতি মূল্যবান। সেই সমস্ত চিঠিপত্র অতি সুন্দরভাবে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য।

(জজ এডভোকেট জেনারেল মেজর এফ জে হ্যারিয়ট তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে অসংখ্য চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, দরখাস্ত বিচারসভায় উপস্থিত করা হয়। তা ছাড়া অসংখ্য সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়। তার মধ্যে কেবল মিসেস এলডওয়েল এবং মিস্টার সন্ডার্স এই দুজনের বক্তব্যের মর্মানুবাদ দেওয়া হল।) [স্বামীর নাম আলেকজাণ্ডা এলড ওয়েল গভর্নমেন্টের পেনসনভোগী।]

প্রশ্ন। ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে আপনি কি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। আপনি কোথায় থাকিতেন? ঠিক কোন সময়ে আপনি শুনিতে পান যে মীরাট হইতে বিদ্রোহী সেনাদল দিল্লি আসিয়া পৌঁছিয়াছে?

উত্তর। আমি দিল্লি শহরের দরিয়াগঞ্জ নামে পল্লীতে থাকিতাম। ১১ই মে তারিখের সকালে আটটা হইতে নয়টার মধ্যেই আমি শুনিতে পাইলাম যে বিদ্রোহী সেনাদল আসিয়াছে।

প্রশ্ন। আপনি সে দিন যাহা দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করুন।

উত্তর। আমার একজন সহিস আসিয়া সংবাদ দিল যে, সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া মীরাট হইতে দিল্লি আসিয়াছে এবং পথে আসিতে আসিতে তাহারা যে কোনও ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইয়াছে তাহাকেই হত্যা করিয়াছে। সে বলিল যে বিদ্রোহীরা দিল্লি শহরেও যে সব ইউরোপীয় আছে তাহাদেরও হত্যা করিবে। সুতরাং আমাদের গাড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখা হউক এবং আমরাও দূরে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। আমি যখন এই ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে ছিলাম, তখন আমার

প্রতিবেশী মিস্টার নাউল্যান বলিলেন যে, সহিস যাহা বলিয়াছে সবই সত্য এবং এ বিষয়ে তিনি আমার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করিতে চান। তাঁহারা উভয়ে আলোচনার পর স্থির করিলেন যে, পল্লীর মধ্যে আমাদের বাড়িটি সকলের চেয়ে বড় এবং দৃঢ়, সুতরাং পল্লীতে যে কয়জন ইউরোপীয় আছেন তাঁহারা সকলেই এখানে আসিয়া সমবেত হোন এবং যতক্ষণ সম্ভব অথবা যতক্ষণ না সাহায্য আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করুন। মিঃ এলড্‌ওয়েল এবং মিঃ নাউল্যান পার্শ্বে অবস্থিত একটি হাসপাতালে যাইয়া সেখানে প্রহরারত সিপাহিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে কিনা। কিন্তু সিপাহিরা জবাব দিল,তোমাদের কাজ তোমরা দেখ, আমাদের কাজ আমরা দেখিব। তখনও বিদ্রোহী সিপাহিরা এদিকে আসে নাই। সুতরাং হাসপাতালের ঐ সব রক্ষী সিপাহির সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ঘটিয়াছে তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষীয় সমস্ত ইউরোপীয়রা আমাদের বাড়িতে সমবেত হইয়া দ্বারগুলি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের দ্বিতলে পাঠানো হইল। আমাদের সংখ্যা তখন পুরুষ, স্ত্রী ও বালক-বালিকা সমেত সর্বসুদ্ধ ত্রিশজনেরও বেশি। বেলা নটার সময় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বিদ্রোহী সৈন্যেরা যমুনার পুল পার হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী পদাতিক দুই-ই-ছিল। আমাদের বাড়ি নদীর নিকটেই, সুতরাং বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া জেলের দিকে চলিয়া গেল। শোনা গেল, তাহারা কয়েদিদের মুক্ত করিয়া দিবে। কিছু পরেই শুনিতে পাইলাম যে তাহারা শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং ইউরোপীয়দের হত্যা করিতেছে। এই সময়ে একজন মুসলমান রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কোথায় ইউরোপীয়রা? মিস্টার নাউল্যান তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া তাহাকে গুলী করিলেন। তার পরেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক আমাদের ফটকের নিকট সমবেত হইল। বেলা প্রায় এগারোটার সময় একজন মুসলমান মিসেস ফুলন নামে এক মহিলাকে আমাদের বাড়িতে লইয়া আসিল। এই মহিলাটির মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত করা হইয়াছে এবং তাঁহার বাড়ি লুণ্ঠিত হইয়াছে। বেলা তিনটা পর্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য গোলমাল শুনিতে পাই নাই। তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমাদের পল্লী ভূমিসাৎ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা কামান আনিতে গিয়াছে। আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, এই সময়ে ছেলেমেয়েদের লইয়া অন্যত্র যাইয়া আত্মগোপন করাই ভাল। আমি এবং আমার তিনটি সন্তান তখন দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দুইখানা ডুলিতে উঠিয়া সম্রাটের পৌত্র মির্জা আবদুল্লার বাড়িতে গেলাম। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাত্রি আটটা পর্যন্ত আমরা সেখানে থামিলাম। সেই সময় মির্জা আবদুল্লা আসিয়া বলিলেন তাঁহার শাশুড়ীর বাড়ি আরও নিরাপদ, আমাদের তিনি সেখানে লইয়া যাইবেন। আমরা অগত্যা সেখানে গেলাম। আমাদের জিনিসপত্র মির্জা সাহেবের বাড়িতেই থাকিয়া গেল, কারণ তিনি

বলিলেন যে জিনিসপত্র রাস্তা দিয়া এ সময়ে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। পরদিন সন্ধ্যার সময় মির্জা সাহেবের এক খুল্লতাত এবং কয়েকজন ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আমাদের এখনই এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। চাকরদের হাতে রক্তমাখা তরবারি দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম। তাহারা বলিল, সমস্ত খ্রীশ্চানদের হত্যা করিতে হইবে, ইহাই তাহাদের প্রতি আদেশ। তাহাদের অনুরোধ করিয়া সেই রাত্রি সেখানে থাকিবার অনুমতি পাইলাম। রাত্রে আমার মুনশী আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অন্যত্র আশ্রয় পাওয়া সম্ভব কিনা। সে বলিল যে, সে জানিয়াছে নবাব আহম্মদ আলি খাঁ নাকি ইউরোপীয়দের আশ্রয় দিতেছেন। সে নবারের অনুমতি আনিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া সে জানাইল যে নবাব সাহেবের বাড়িতে ইউরোপীয়রা লুক্কায়িত আছে—এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীরা সেখানে কামান আনিয়া বসাইয়াছে। তারপর সংবাদ পাইলাম যে কয়েকজন খ্রীশ্চান রাজপ্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছে এবং স্বয়ং সম্রাট তাহাদের নিরাপত্তার ভার লইয়াছেন; সুতরাং আমাদের উচিত কোনও রূপে সেখানে যাইয়া আশ্রয় লওয়া। বুধবার রাত্রে আমার দর্জি এবং কাদিরদাদ খাঁ নামা একজন সেনানীর সাহায্যে আমরা রাজপ্রাসাদ নীত হইলাম। আমাদের মির্জা মোগলের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি আদেশ দিলেন, যেখানে অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দিরা আছে সেইখানে আমাদের লইয়া যাওয়া হউক। ১৩ই মে বুধবার রাত্রে আমাদের সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম বালক বালিকা ও নারী সব মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন বন্দি রহিয়াছে। আমাদের একটি অন্ধকার ঘরে স্থান দেওয়া হইল। ঘরে মাত্র একটি দরজা, কোনও জানলা নাই। মানুষের বসবাসের উপযুক্ত সে ঘর নয়। মাঝে মাঝে সিপাহিরা আসিয়া আমাদের এবং ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইতে লাগিল, তাহার ফলে সেই একটি মাত্র দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। সিপাহিরা বন্দুক লইয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা যদি মুসলমান এবং ক্রীতদাস হইতে স্বীকৃত হই, তাহা হইলে সম্রাট আমাদের জীবনভিক্ষা দিবেন। আবার একদল সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল যে আমাদের টুকরো টুকরো করিয়া কাটিয়া কাক-চিলের আহার্যে পরিণত করা হইবে।

বৃহস্পতিবার কয়েকজন সিপাহি আসিয়া জানাইল যে, বারুদ দিয়া আমাদের আশ্রয়কক্ষ উড়াইয়া দিয়া আমাদের সকলকে হত্যা করা হইবে। আমাদের অতি কদর্য আহার্য দেওয়া হইত। মাত্র দুইবার সম্রাট আমাদের ভাল খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্রাটের এক সেনানী আসিয়া মিসেস স্টেনসকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি ইংরাজের হাতে রাজক্ষমতা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা সিপাহিদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে? মিসেস স্টেনস উত্তর দিলেন,যেভাবে তোমরা আমাদের স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি ব্যবহারই পাইবে। শনিবার ১৬ই মে সকালে আটটা বা নয়টার সময় আমি , আমার তিনটি সন্তান এবং আর একটি রমণী ছাড়া অবশিষ্ট সকলকেই লইয়া যাওয়া হইল এবং তাহাদের হত্যা করা হইল।

প্রশ্ন। আপনি কিরূপে জানিলেন যে তাহাদের সকলকে হত্যা করা হইল এবং আপনাকেই বা তাহারা বাদ দিয়া গেল কেন?

উত্তর। আমি এখানে আসিবার সময় সম্রাটের নামে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিয়াছিলাম এবং স্বহস্তে সেখানি তাঁহাকে দেওয়ার প্রার্থনা জানাই। তাহাতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি এবং আমার সন্তানগণ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছি এবং আমরা মুসলমান ধর্মালম্বী । এই কারণেই আমাদের স্বতন্ত্র খাদ্য দেওয়া হইত এবং সম্রাটের ভৃত্যরাও জানিত আমরা মুসলমান। আমি কলমা পড়িতে পারিতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদেরও তাহা শিখাইয়াছিলাম। ১৬ই তারিখে একজন সেনানী আসিয়া বলে যে খ্রীশ্চানগণকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। যাহারা মুসলমান তাহাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এই সব হতভাগিনীরা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাদের কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে, কিন্তু সিপাহিরা শপথ করিয়া বলিল যে তাহাদের অনুমান ভুল। তাহাদের অন্যত্র ভাল আবাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। পরে আমি শুনিয়াছি যে, উঠানে একটি পিপল গাছের নিচে তাহাদের লইয়া গিয়া প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। সম্রাটের খাস সেনাদল কর্তৃক এই কার্য সংঘটিত হয়। এই ঘটনার বিবরণ আমি এক ঝাড়ুদারের স্ত্রীর নিকট জানিয়াছি। হত্যাকাণ্ড সমাধা হইবার পরে দুইবার তোপধ্বনি দ্বারা আনন্দ-জ্ঞাপন করা হয়।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মুফতী সাহেব নামে এক বৃদ্ধ আসিয়া আমাদের রক্ষী সৈন্যদের জানায় যে আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং আমাদিগকে কোনও নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হউক। তবে সে কার্য যেন রাত্রের অন্ধকারে করা হয়। কারণ দিনের আলোতে যদি কোনও বিদ্রোহী সৈন্য আমাদের দেখিতে পায় তাহা হইলে আমাদের রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

সন্ধ্যার সময় আমার দর্জির বাড়িতে আমাদের পুনরায় আনা হইল, কিন্তু পরবর্তী মঙ্গলবারে আমাদের আবার বন্দি করা হইল। এবার আমরা মির্জা মোগলের সম্মুখে বন্দিরূপে আনীত হইলাম। আমাদের ক্যাপ্টেন ডগলাসের গৃহে রাখা হইল। হিন্দন যুদ্ধের পরদিন ৩৮ নং বাহিনীর দ্বারা আমরা মুক্ত হই। হিন্দু সিপাহিরা বলিতে লাগিল যে, তাহাদের জাতি নষ্ট করিবার কোনও চেষ্টাই ইংরাজ করে নাই, মিথ্যা ভয় দেখাইয়া তাহাদের এই বিদ্রোহ লিপ্ত করা হইয়াছে। তাহারা বলিল যে, ইংরাজ গর্ভনমেণ্ট যদি তাহাদের ক্ষমা করেন,তাহা হইলে তাহারা আবার তাঁহাদের সেনাদলে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছে।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি দেশীয় পোশাক পরিয়া আমার তিনটি সন্তান এবং দুই জন ভৃত্যকে লইয়া দিল্লি হইতে মীরাটে আসি।

প্রশ্ন। বন্দি থাকাকালে আপনার কি এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ইউরোপীয় মহিলাদের দেশীয় সেনাবাহিনী অথবা দিল্লির অধিবাসীগণ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার চোখেই দেখিয়াছিল?

উত্তর। হ্যাঁ।

॥ মি ঃ সি. বি. সণ্ডার্সের (C. B. Saunders) সাক্ষ্য ॥ [Officiating Commissionerand and Agent to the Lieutenant Governor]

প্রশ্ন। দিল্লির সম্রাট কি কারণে বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রজা এবং পেনসনভোগী হইলেন, তাহার কারণ আপনার জানা থাকিলে এই বিচারসভায় বিবৃত করুন।

উত্তর ঃ দিল্লিশ্বর শাহ আলম গুলাম কাদেররের হস্ত বহু নির্যাতন ভোগ করেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হয়। তারপর ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রদের হাতে বন্দি আধিপত্য থাকে, প্রকৃতভাবে তিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্দি জীবন যাপন করেন। সেই সময় জেনারেল লেক আলিগড় জয় করিয়া ইংরাজ সৈন্য অভিমুখে অগ্রসর হন। দিল্লি হইতে ছয় মাইল দূরে পাটপনগঞ্জে মহারাষ্টীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দিল্লি শহর মহারাষ্ট বাহিনী কর্তৃক পরিব্যক্ত শোচনীয় হইলে সম্রাট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ১৪ই সেপ্টেবর তারিখে ইংরাজ সৈন্য দিল্লি প্রবেশ করে। সেই দিন হইতে দিল্লির সম্রাট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পেনসনভোগী প্রজা বলিয়া গন্য হইলেন এবং মহারাষ্টরা তাঁহাকে যে বন্দি রাখিয়াছিল তাহা হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া ব্রিটিশশাসনের আশ্রয়ে আসিলেন।

এই বন্দি ১৮৩৭ সালে দিল্লির সম্রাট উপাধিলাভ করেন। তাঁহার প্রাসাদদুর্গের বাহিরে কোনও ক্ষমতা প্রকাশ করিবার অধিকার নেই। কিন্তু সে ক্ষমতা অন্যত্র প্রকাশ করিতে তিনি পারেন না। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারি মাত্র তাঁহারাই কোম্পানির স্থানীয় আদালতের অধিকার হইতে মুক্ত কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার নীতির অধীন।

প্রশ্ন। এই বন্দি কতগুলি অস্ত্রধারী সৈন্য রাখিতে পারেন তাহার কি কোনও সীমা নির্ধারিত আছে।

উত্তর। এই বন্দি লর্ড অকল্যান্ডের নিকট আবেদন করেন যে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সৈন্য রাখিতে অনুমতি দেওয়া হউক। প্রত্যুত্তরে গভর্নর জেনারেল তাঁহাকে এই অনুমতি দেন যে, তাঁহার নির্ধারিত আয় হইতে যতগুলি সৈন্য রাখিতে সক্ষম, ততগুলি সৈন্য রাখিতে পারেন।

প্রশ্ন। বিদ্রোহের সময় গভর্নমেন্টের হইতে কত টাকা পেনসন এই বন্দিকে দেওয়া হইত?

উত্তর। বাৎসরিক তিনি এক লক্ষ টাকা পেনসন পাইতেন। তাহার মধ্যে ৯৯০০০ টাকা দিল্লিতে দেওয়া হইত এবং অবশিষ্ট ১০০০ টাকা লক্ষ্ণৌতে তাহার জ্ঞাতিবর্গকে দেওয়া হইত। দিল্লির নিকট তাঁহার নিজের যে ভূসম্পত্তি ছিল তাহার আয় বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া দিল্লি শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি বাড়িভাড়া হিসাবেও অনেক টাকা পাইতেন।

অতঃপর বন্দি সম্রাট বাহাদুর শাহকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি এই সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক কি না?

তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

বিচারের সিদ্ধান্ত

এই বিচারসভার সম্মুখে যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের অভিমত এই যে, দিল্লির প্রাক্তন রাজা- বন্দি মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির প্রত্যেক অংশেই তিনি অপরাধী।

দিল্লি ৯ই মে ১৮৫৮

স্বাঃ M. Dawes, Lt. Colonel
President
F.J. Harriott, Major.
Deputy Judge. Advocate General
Approved and Confirmed.
Sd.-N. Penny
Major General Commading
Meerut Division

সাহারন শিবির
তারিখ ২রা এপ্রিল ১৮৫৮

বিচারপর্ব শেষ হল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিশাল সমাধিমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বন্দি হলেন কাপ্তেন হডসনের হাতে। হডসন তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁকে প্রাণে বধ করা হবে না। সুতরাং বিচারের রায়ে তিনি সর্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত হলেও তাঁকে দেওয়া হল নির্বাসন দণ্ড। দিল্লির তক্ত-ই-তাউস ছেড়ে বৃদ্ধ সম্রাট চললেন সুদূর বর্মায় জীবনের শেষ দিনগুলি কাটানোর জন্য।

কিন্তু অপরাধী ছিল আরও অনেকগুলি। তাদের সকলের বিচার হয়েছিল কিনা বলা যায় না। তবে সরকারী দপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আরও দুজনের বিচারের বিস্তারিত বিবরণ। একজনের নাম মোগল বেগ, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হাজী খাঁ।

মোগল বেগের বিচার হয় ১৮৬২ সালে। এ ব্যক্তি ছিল সম্রাটের আরদালী। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকে হত্যা করা।

এ বিচারসভায়ও অনেক ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তরবারির আঘাতে উপরোক্ত ইংরাজ নরনারীর হত্যাসাধনের প্রমাণ গৃহীত হয়। অবশেষে পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী ডেভিস সাহেব ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের পত্রে জুডিসিয়াল কমিশনারকে জানান যে লেফটনান্ট গভর্নর সাহেব এই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করেছেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে দিল্লি প্রাসাদের সামনেই একে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

অপর ব্যক্তি হাজী খাঁকেও একই অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক বলা হয়েছে একে। বিদ্রোহের পরে একে গ্রেপ্তার করে স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফের কাছে হাজির করা হয়। তিনি তখনই নিজের তরবারি বার করে এর ভবলীলা সাঙ্গ করতে উদ্যত হলেন। আঘাত পেয়ে হাজী মাটিতে পড়ে যায়।

মেটকাফ সাহেব মনে করেন তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হয় নি। মৃত্যু হল বিচারের পরে ফাঁসিকাষ্ঠে।

এই দুজনের বিচারের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট (ক)

বিদ্রোহী মোগল বেগের বিচার

বিচারসভা-দিল্লি।
তারিখ-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ-১০ই জানুয়ারি, ৩১ শে জানুয়ারি এবং ১লা ফেব্রুয়ারি।

অভিযোগ- ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে নিম্নলিখিত ইউরোপীয়গণের হত্যা- মিঃ সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন সি.আর.জি ডগলাস,রেভারেণ্ড এম. জে জেনিংস, মিঃ হাচিনসন, মিস জেনিংস, মিস ক্লিফোর্ড।

বিচারসভার ভূমিকায় প্রকাশ করা হয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধি বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (The Indian Penal Code does not apply.)

অভিযুক্ত বন্দি নিজেকে নির্দোষী বলিয়া প্রকাশ করে।

প্রথম সাক্ষী মহারাজ সিং ওরফে মোহনম সিং, পিতার নাম মথুর দাস, বয়স ৩৫, পেশা চাকুরি, দিল্লি গেটের অধিবাসী যথারীতি শপথ গ্রহণ করিয়া ঘটনার বিবরণ বিচার-সভায় প্রকাশ করে-

১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে সকালে একজন চোপদার আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে জানায় যে, রাজপ্রাসাদের যে অংশে সম্রাটের বাসভবন, তাহারই নিচে কতকগুলি সোয়ার আসিয়া সমবেত হইয়াছে। আমি তখন কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করি। কাপ্তেন সাহেব এই কথা শুনিয়াই সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। আমি, মুসাহিব খাঁ নামে আর একজন চাপরাসী এবং পুরণ সিং জমাদার এই তিনজন তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কাপ্তেন ডগলাস এবং সম্রাট দুজনেই বারান্দায় গিয়া সেই সোয়ারদের সম্মুখীন হইলেন। সম্রাটের কয়েকজন দেহরক্ষীও সেখানে উপস্থিত ছিল। কাপ্তেন ডগলাস সোয়ারদের চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি নিচে নামিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে নিচে নামিতে নিষেধ করিলেন। তিনি তারপর নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে আবার বাহিরে গেলেন। এবারে আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম না, এবং তাঁহার সঙ্গে অন্য কেহ ছিল কি না তাহাও বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে পুরণ সিং আমাকে এবং মুসাহিব খাঁকে ডাকিয়া বলিল বাহিরে কি কাণ্ড হইতেছে শীঘ্র দেখিয়া যাও। বারান্দায় যাইয়া আমি দেখিলাম যে, মিস্টার ফ্রেজার তাঁহার বগীতে চড়িয়া প্রাসাদে ফিরিতেছেন এবং অনেকগুলি লোক কাপ্তেন ডগলাসকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। প্রাসাদের ক্যালকাটা

গেটের নিকট একটা জলপ্রণালী আছে, কাপ্তেন সাহেব সেখানে লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা তিনজন এবং কিষণ নামে একজন চাপরাসী তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া গেলাম। কাপ্তেন ডগলাসের মাথায় তখন আঘাত লাগিয়াছ এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন। আমরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। সেখানে দিল্লির কালেক্টর মিস্টার জেনিংস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ড উপস্থিত ছিলেন। মিস জেনিংস খানিকটা তৈল লইয়া কাপ্তেন ডগলাসের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলেন। কাপ্তেন সাহেব তখন অচৈতন্য হইয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই নিচে বহুলোকের কলরব শুনিতে পাওয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির নিচে মিস্টার ফ্রেজার রক্তাক্ত দেহে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর বাঁ দিকে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁর হাতের তরবারি ভগ্ন। সেই সময় দেখিলাম এই বন্দি (মোগল বেগ) বিলাউতী নামে আর একজন মোগল এবং হাজী নামে একজন সীলমোহর খোদাইকর খোলা তরবারি লইয়া মিস্টার ফ্রেজারকে আক্রমণ করিয়াছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম যে এই বন্দী মোগল বেগ তরবারি দিয়া মিস্টার ফ্রেজারকে আঘাত করিল এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া মিস্টার জেনিংসকে এই সংবাদ জানাইলাম। জেনিংস সাহেবও ছুটিয়া গিয়া জানালার ভিতর দিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। অন্য সকলেও এই ভয়াবহ ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরমূহুর্তেই এই বন্দি বিলাউতী মোগল এবং হাজী এবং আরোও কয়েক ব্যক্তি সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুসাহিব খাঁ তখন কাপ্তেন ডগলাস এবং দরজার মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার দেহের দুই জায়গায় তরবারির আঘাত পাইল। আমিও এই বন্দির তরবারির বাঁটের একটা আঘাত আমার কপালে পাইলাম। সে আঘাতের চিহ্ন আজও আমার কপালে রহিয়াছে।

আমি এবং অন্যান্য চাপরাসীরা ঘরের বারান্দার দিকে ছুটিয়া গেলাম। ইতিমধ্যেই দেখিলাম যে এই বন্দি, তাহার তরবারির দ্বারা কাপ্তেন ডগলাসকে আঘাত করিতেছে। এবং তাহার সঙ্গীরাও নিজ নিজ তরবারি ব্যবহার করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা অন্য সিঁড়িপথে নিচে নামিয়া আসিলাম। এই বন্দি মোগল বেগকে আমি খুবই জানিতাম। সে সম্রাটের খোজা মহবুব আলির আরদালীর কাজ করিত। বিলাউতী মোগলকেও আমি জানিতাম। সেও মহবুব আরদালীর কাজ করিত। হাজী আমার পূর্বপরিচিত। লাহোর গেটের নিকট এক জায়গায় তাহার সীলমোহরের দোকান ছিল।

আমি প্রায় সাড়ে চারি বৎসর কাপ্তেন ডগলাসের চাপরাসীর কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

আদালতের প্রশ্ন। ইতিপূর্বে তুমি মিস্টার মারফির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে যে মিস্টার ফ্রেজার মৃত অবস্থায় সিড়ির নিচে পড়িয়া আছেন ইহাই তুমি দেখিয়াছ, এখন তোমার সাক্ষ্যে জানা যাইতেছে যে এই বন্দিই মিঃ ফ্রেজারকে আঘাত করে। কোনটা সত্য?

উত্তর। আমি দেখিয়াছি এই বন্দি মিস্টার ফ্রেজারকে তরবারির আঘাত করিয়াছে।

প্রশ্ন। মহিলাদেরও হত্যা করা হইয়াছে-ইহাও কি তুমি দেখিয়াছ?

উত্তর। না, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু নিচে নামিবার সময় বন্দি এবং তাহার সহকর্মীদের পৈশাচিক চীৎকার শুনিয়াছি।

দ্বিতীয় সাক্ষী-বখতাওর সিং, পিতার নাম মূল সিং, জাতি ব্রাহ্মণ,বয়স ৪৬, বাসস্থান দিল্লি, পেশা চাকুরি, তাহার অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করে–

১১ই মে তারিখের সকাল প্রায় নটার সময় আমি আমার মনিব কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে তাঁহার বগীর পিছনে বসিয়া ক্যালকাটা গেটে যাই। আমি প্রাসাদরক্ষীর অধীনে প্রায় আঠারো বৎসর চাপরাসীর কাজ করিতেছি। সেখানে যাইয়া আরও কয়েকজনকে দেখিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ক্যালকাটা গেটের ভিতর দিয়ে তিনজন সোয়ার এবং তাহাদের অনুবর্তী এক জনতা প্রবেশ করিল। তাহারা আসিয়াই বন্দুকের আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে কালেক্টর হাচিনসন সাহেব বাহুতে আঘাত পাইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। কাপ্তেন ডগলাস একটা নালার ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন। কাপ্তেন ডগলাস ঐ নালা দিয়া লাহোর গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানে মহারাজ সিং এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। তখন বুঝিতে পারি যে ডগলাস সাহেবও আহত হইয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যখন তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আমি এবং লালমহম্মদ নামে এক মশালচী উভয়ে তাঁহাকে উপরে উঠিতে সাহায্য করি। তারপর আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিই। মিস্টার ফ্রেজার তখনও ফেরেন নাই। মিঃ জেনিংস আমাদের বলিলেন, একবার নিচে যাইয়া লাহোরী গেটের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান করা হোক। আমি, কিষণ সিং, পুরণ সিং এবং মাখন-এই কয়জন নিচে নামিয়া আসিলাম। মুসাহিব খাঁ এবং মহারাজ সিং উপরেই রহিল। সেই সময় মিস্টার ফ্রেজার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপরে উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রাসাদের ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির নিচের ধাপে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই খোলা তরবারি লইয়া ছয় ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের পিছনে লাঠি ইত্যাদি লইয়া জনতা চীৎকার করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে এই বন্দী মোগল বেগ, সীলমোহর-খোদাইকর হাজী এবং মহম্মদ বখ্‌স্ বেগে অগ্রসর হইল এবং এই বন্দী তাহার হাতের তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবের মুখে আঘাত করিল। তিনি সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন এই বন্দির সঙ্গীরাও তাঁহার উপর তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। তারপর তাহারা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সেই সময় আমি দেখিতে পাইলাম মিস্টার জেনিংস একটা জানালার অপর দিক হইতে আমাদের লক্ষ্য করিতেছেন। আমরা সেই সময় ভীত হইয়া ছুটিয়া পলাইলাম। এই বন্দিকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে মহবুব আলি খাঁর চাপরাসী। ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিয়া সে যখন উপরে উঠিতেছিল, তখন তাহার হাত, জামাকাপড় এবং তরবারি-সবই রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় সাক্ষীর বিবরণ—

নাম-কিষণ সিং, পিতার নাম রঘুনাথ সিং, বয়স ৩৮, পেশা চাকুরি, জাতি ব্রাহ্মণ, নিবাস দিল্লি শহর।

১১ই মে তারিখের সকালে আমি এবং মহারাজ সিং যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম।

পুলের দারোগা আমাদের জানাইল, একটা গোলমালের আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং আমাদের তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমরা প্রাসাদে-দুর্গের লাহোর গেটের দিকে ফিরিয়া আসিলাম। আমি কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করিতাম। ফটকের কাছে আমরা একজন সোয়ারকে দেখিতে পাইলাম, সে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, সে মীরাটের ইউরোপীয়দের হত্যা করিয়া এখানে আসিয়াছে। আমি ভিতরে যাইয়া কাপ্তেন ডগলাস তখন গেটের সুবেদারকে আদেশ দিলেন, অবিলম্বে ঐ লোকটিকে যেন আটক করা হয়। এই আদেশ শুনিবামাত্র সে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণপরেই সম্রাটের নিকট হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে সম্রাটের আহবান জানাইল। কাপ্তেন সাহেব সম্রাটের কাছে গেলে, আমি এবং আরও কয়েকজন চাপরাসী তাঁহার সঙ্গে গেলাম। বারান্দার অপর দিকে (নদীর দিকে) কয়েকজন সোয়ার তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। কাপ্তেন ডগলাস তাহাদের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সম্রাট তাঁহাকে নিষেধ করেন। কাপ্তেন সাহেব তখন বারান্দা হইতেই তাহাদের কিছু বললেন, তারপর তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল।

মুসাহিব খাঁ আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে বলিল, ফ্রেজার সাহেব তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চান। ডগলাস সাহেব তখনই দিলদার আলি খাঁর বগি লইয়া ক্যালকাটা গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি এবং অন্যান্য চাপরাসীরাও ছুটিয়া গেলাম। সেই সময় ছয়জন সোয়ার গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। মিস্টার হাচিনসন তাঁহার বাহুতে আঘাত পাইলেন। তাহারা কাপ্তেন ডগলাসকেও ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি একটি নালার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও ঝাপাইয়া পড়িলাম। লাফাইতে গিয়া ডগলাস সাহেব আঘাত পাইলেন। আমি তাহাকে কাঁধে করিয়া লাহোরী গেটে লইয়া গেলাম এবং সেখানে একখন্ড পাথরের উপর তাঁহাকে বসাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই মিস্টার ফ্রেজার এবং হাচিনসন সেখানে আসিলেন। আমি এবং লালমহম্মদ কাপ্তেন ডগলাসকে এবং মাখন সিং, বখতাওয়ার সিং প্রভৃতি কয়েকজন হাচিনসন সাহেবকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলাম। তাঁহাদের শয্যায় শয়ান করানো হইল। মহিলারা তাঁহাদের শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন।

মিস্টার ফ্রেজার তখন একখানি তরবারি সংগ্রহ করিয়া নিচের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি গিয়াছিলাম। সিড়ির নিচে যাইয়া দেখি মিস্টার ফ্রেজারকে এই বন্দি এবং আরও কয়েক জন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং এই বন্দিই সর্বপ্রথম তাহার তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিল। তাহার সঙ্গীরাও ক্রমান্বয়ে ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিল। তাহার তরবারি

দিয়া ফ্রেজার সাহেবের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহাকে এই রূপে হত্যা করিয়া তাহারা উপরের দিকে ছুটিয়া গেল। আমরা ভীত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলাম। বন্দি মোগল বেগকে আমি ভালরূপে চিনি। হাজীও আমার পরিচিতি। ফ্রেজার সাহেবকে তাহারাই প্রথমে আঘাত করে। বেলা প্রায় দশটার সময় ফ্রেজার সাহেব নিহত হন। আমি যেখানে লুকাইয়া ছিলাম,সেখান হইতে সাড়ে দশটার সময় দেখিতে পাইলাম যে কাপ্তেন ডগলাসের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইতেছে এবং এই বন্দি মোগল বেগ সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছে। হস্তীচালক আল্লাহি বকস এই বন্দিকে সেই সময় বলে যে সে নিজেও কতকগুলি জিনিস পাইয়াছে।

চতুর্থ সাক্ষীর বিবরণ—

নাম জাঠমল, পিতার নাম বুধ সিং , বয়স ৫২, পেশা চাকুরি, নিবাস দিল্লি শহর।

আমি রাজপ্রাসাদে সংবাদ'সরবরাহের কাজ করিতাম এবং প্রতিদিন সকাল আটটা-নটার সময় আমার সংবাদ সকল কাপ্তেন ডগলাসের নিকট লইয়া যাইতাম। ১১ই মে সকালে আমি আমার বাড়ি হইতে রওনা হইয়াই জানিলাম যে কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার ফ্রেজার এবং আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে দশ-বারো জন সোয়ার শহরের ভিতর হইতে সেখানে আসিল। মিস্টার ফ্রেজার একজন নকীবের নিকট হইতে একটা বন্দুক লইয়া একজন সোয়ারকে নিহত করিলেন। তারপরে তিনি বগিতে চড়িয়া প্রাসাদদুর্গের লাহোর গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমিও সেইদিকে রওনা হইলাম এবং আধ ঘড়ি পরেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমি দেখিলাম ফ্রেজার সাহেব পায়চারি করিতেছেন। একটু পরেই দেখিলাম যে সেখানকার লোকেরা তাঁহার প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে এবং হাততালি দিতেছে। তিনি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির মুখে যেমন তিনি পৌছিয়াছেন, হাজী খাঁ খোলা তরবারি হাতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। ফ্রেজার সাহেবও তাঁহার তরবারি দিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিলেন। ঠিক সেই সময় এই বন্দি মোগল বেগ, দীনমহম্মদ এবং একজন সিদ্দী এক খানি গাড়ির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ফ্রেজার সাহেবকে আক্রমণ করিল। আমি দেখলাম যে এই বন্দি মোগল বেগ তাহার তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবের ঘাড়ে আঘাত করিল।

তিনি দেওয়াল ধরিয়া এক মুহূর্ত দাঁড়াইলেন—তার পরেই পড়িয়া গেলেন।

বন্দি মির্জা মোগলকে আমি ভালরূপেই চিনি। সে জোয়ান বখত এবং মেহবুব আলি খাঁর আরদালী ছিল। মিস্টার ফ্রেজারকে আঘাত করার পরে বন্দি এবং তাহার সঙ্গীরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

পঞ্চম সাক্ষীর বিবরণ-

নাম-উসরুফ খাঁ, পিতার নাম সুরমস্ত খাঁ, বয়স ৩৫, জাতি পাঠান, পেশা চাকুরি, নিবাস দিল্লি শহর।

আমি দিল্লি সম্রাটের অধীনে ছয় বৎসরকাল কাজ করিয়াছি। মিউটিনির তিন বৎসর পূর্বে আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ১১ই মে তারিখে আমি ছুটিতে ছিলাম। সেদিন নায়েব কোতোয়াল বলদেও সহায়ের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, প্রাসাদদুর্গে যাইয়া মিস্টার ফ্রেজারের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে। বেলা তখন প্রায় নটা । আমি লাহোরী গেটে যাইয়া দেখিলাম যে ফ্রেজার সাহেব পায়চারি করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। সেখানে তখন কোনও গোলমাল হয় নাই। কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই ফ্রেজার সাহেব ভিতরে গিয়াছিলেন। তিনি সিঁড়িতে সবেমাত্র পা দিয়াছেন, এমন সময় দেখিলাম যে এই বন্দি মোগল বেগ এবং খালিকদাদ ছুটিয়া গিয়া ফ্রেজার সাহেবকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিল। দু ঘড়ি পরে (আমি তখন দেওয়ান-ই-খাসে) এই বন্দি একটা আটকোণা পিস্তল হাতে লইয়া আসিল এবং সকলকে তাহা দেখাইয়া বলিল যে উহা কাপ্তেন ডগলাসের। তারপর সে সকলকে বলিল যে, সে নিজে, দীনমহম্মদ, হাজী খাঁ এবং সিদ্দী সকলে মিলিয়া মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, পাদ্রী জেনিংস এবং দুটি মহিলাকে হত্যা করিয়াছে।

১৮৬০ সালে মিস্টার বারকলে আমাকে এই বন্দি মোগল বেগের সন্ধান লইবার জন্য জয়পুরে পাঠান। বন্দী তখন পলাতক। আমি সংবাদ পাই যে সে তখন জয়পুরের মহারাজার সৈন্যবাহিনীতে কাপ্তেন গোলাম আলীর অধীনে কাজ করিতেছে। সেইখানেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই সাক্ষীর বক্তব্য শেষ হইলে বন্দি মোগল বেগ তাহাকে প্রশ্ন করে—জয়পুরে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হইত কিনা এবং তুমি আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিতে কিনা?

সাক্ষী তাহা স্বীকার করে নাই।

বিচারক মন্তব্য করেন-এই সাক্ষীর সকল কথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে পিস্তল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য।

ষষ্ঠ সাক্ষীর বিবরণ-

নাম-মাখন সিং, পিতার নাম পূরণ সিং, জাতি আহির , বয়স ৩১, পেশা চাকুরি, নিবাস কানপুর।

আমি কাপ্তেন ডগলাস সাহেবের আরদালী ছিলাম। ১১ই মে তারিখের সকালে দুজন সোয়ার দিল্লি দুর্গের লাহোর গেটের নিকট উপস্থিত হয় এবং কাপ্তেন ডগলাস সাহেব যে সংবাদ পাইয়া তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। তাহারা চলিয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই সম্রাট তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। আমিও তাঁহার সঙ্গে প্রাসাদে যাই। প্রাসাদের অপর দিকে(নদীর দিকে) কতকগুলি বিদ্রোহী সেনানী একত্রিত হয় এবং কাপ্তেন ডগলাস তাহাদের সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। তারপর তিনি নিজের আবাসে ফিরিয়া আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, মিস্টার ফ্রেজারের নিকট হইতে কোনও চিঠি আসিয়াছে কিনা। তাঁহাকে জানানো হয় যে মিস্টার ফ্রেজার ক্যালকাটা গেটের দিকে গিয়াছেন। ডগলাস সাহেব তখন স্থানীয় এক ব্যক্তির বগি চাহিয়া লইয়া তাহাতে

চড়িয়া বাহিরে গেলেন। আমি গাড়ির পশ্চাতে উঠিলাম। বখতাত্তর সিং গাড়ির পশ্চাতে উঠে নাই। ক্যালকাটা গেটের নিকট যাইয়া আমরা কয়েক ইংরাজকে দেখিতে পাইলাম। ফ্রেজার সাহেবও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দরিয়াগঞ্জের দিক হইতে দুজন সোয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মিস্টার হাচিনসন সাহেবের বাহু লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। ফ্রেজার সাহেব তখন একজন শান্ত্রীর নিকট হইতে একটি বন্দুক লইয়া একজন সোয়ারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। অপর ব্যক্তি পলায়ন করিল। জনতা তখন কাপ্তেন ডগলাসকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তিনি একটি নালার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। পড়িয়া যাওয়ায় তিনি শরীরে আঘাত পান। আমরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে এবং হাচিনসন সাহেবকে উপরে লইয়া যাই এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিই। কাপ্তেন ডগলাস আমাকে বলেন যে, মেমসাহেবদের নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য পালকির ব্যবস্থা করা হউক। আমি নিচে যাইয়া দেখি সেখানে তুমুল গোলমাল বাধিয়াছে। কাজেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম যে পালকির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, এই বন্দি মোগল বেগ, খালিকদাদ, দীনমহম্মদ এবং হাজী খাঁ তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিতেছি এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। হাজী খাঁই প্রথমে তাঁহাকে আঘাত করে। এ দৃশ্য দেখিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়া জেনিংস সাহেবকে সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনিও একটা জানালা দিয়া সমস্ত দেখিলেন। আমি তখন দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে বিদ্রোহীর দল সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলাম।

বিচারকের মন্তব্য—এই সাক্ষীর জবানবন্দি দেওয়ার ভঙ্গী বড়ই সন্দেহজনক। তাহার বক্তব্যের মধ্যে মিথ্যা থাকিলেও মোটামুটি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আরও দশ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া হয়। মোট ষোল জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয় এই বিচারসভায়। পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল নানা জায়গায়। যে কয়েকজনের এজাহার এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল , তাহার মধ্যেও পরস্পরবিরোধী উক্তি অনেক ছিল। অবশিষ্ট দশ ব্যক্তির মধ্যে নয়জনের এজাহার বর্জন করিয়া ষোড়ষতম সাক্ষীর বক্তব্য লিখিত হইল।

৩১শে জানুয়ারি ১৮২৬।

ষোড়ষতম সাক্ষীর বিবরণ—

নাম-দীদার বক্স, পিতার নাম ভাই খাঁ, বয়স ২১, জাতি বেলুচ, পেশা উস্টাচালক, নিবাস তেলিওয়ারা দিল্লি।

এই বন্দি মোগল বেগের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা বাহির হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া আমি জয়পুরে কাপ্তেন গোলাম আলি খাঁকে তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে জানান যে, তাঁহার একজন আরদালীর নাম মোগল বেগ। এই কথা শুনিয়া আমি পলিটিক্যাল এজেন্টকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখি। আমি বরোদায় যাই, সেখান হইতে

আবার জয়পুরে ফিরিয়া আসি। তারপর কোটা শহরে যাইয়া খুসকা নামক এক ব্যক্তির কাছে খবর পাই যে, মোগল বেগ এবং গুলজার নামে আর এক ব্যক্তি হায়দরাবাদ (সিন্ধু) চলিয়া গিয়াছে। আমি সেখানে যাই এবং অবশেষে শিকারপুরে তাহাকে দেখিতে পাই। এই বন্দিকে মিউটিনির দু-তিন বৎসর পরে আমি জয়পুরে প্রথম দেখি। উসরুফ খাঁ যখন জয়পুরে আসে তখন তাহার নিকটেই আমি প্রথম জানিতে পারি যে মোগল বেগ একজন বিদ্রোহী এবং নরঘাতক।

বন্দি মোগল বেগের বিবরণী

আমার নাম মোগল বেগ, পিতার নাম মির্জা জান বেগ, বয়স ৩৫, জাতি মোগল, নিবাস ঝঝ ঝর, পেশা চাকুরি। যখন মিউটিনি আরম্ভ হয়, আমি তখন দিল্লির বাদশাহের অধীনে চাকরি করিতাম। দু-দিন পরে আমি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া বাদশাহের সোয়ার দলে কাপ্তেন হায়দার হোসেনের অধীনে যোগ দিই। দিল্লির পতন পর্যন্ত আমি সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ১১ই মে ১৮৫৭ পর্যন্ত আমি জোয়ান বখতের আর্দালীর কাজও করিতাম। সেই দিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত আমি আহম্মদ কুয়ারীর বাড়িতে ছিলাম। তারপর লালকুয়ায় যাই, সেখান হইতে বেলা বারোটার সময় প্রাসাদদুর্গে যাই। লাহোর গেটে যে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা আমার পৌঁছিবার অনেক পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমি যখন সেখান পৌঁছিলাম তখন জনতা কর্তৃক তাঁহাদের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইতেছিল। আমি লালকুয়া হইতে যখন প্রাসাদদুর্গে যাইতেছিলাম, তখনই কোতোয়ালীর নিকট দুজন ইংরাজকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। লালদিঘীর নিকট একজন ইংরাজ পুরুষ ও একজন ইংরাজ মহিলাকেও মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বেলা বারোটার সময় জোয়ান বখত ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাসাদের দিকে যাইতেছিলেন, সেই সময় আমিও তাহার সঙ্গী হই। তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজন তখন ছিলেন। তাহারা সকলেই জানেন আমি সেই সময় জোয়ান বখতের নিকট উপস্থিত হই। তাঁহাদের নাম– ছজ্জু সিং , ভোলা সিং, উসরুফ বেগ, করামত আলি, আসগর, মীর মহসুন, বেনারসী, হিমু ফতে আলি, করম খাঁ।

মিউটিনির পরে দিল্লি হইতে যখন সমস্ত মুসলমানেরা বিতাড়িত হইল, সেই সময় আমিও দিল্লি ত্যাগ করিয়া জয়পুরে যাই এবং সেখানে কাপ্তেন মদুম আলির অধীনে সিপাহির কাজে ভর্তি হই। নয় মাস পূর্বেও আমি সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় আসরফ আলি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। সে এবং দীদার বকসের ভাই আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া আমাকে অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য বলে। আমি প্রথমে তাহার কথায় স্বীকার হই নাই। তাহাদের বলি যে বিলাউতী মোগলের নামের সঙ্গে সম্ভবত ভুলক্রমে আমার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে আমি সেখান হইতে যোধপুরে চলিয়া যাই এবং সেখানে একটা চাকরি পাই। এই সময়ে জাকোবোবাদ

হইতে কয়েকজন সোয়ার সেখানে আসে এবং তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে শিকারপুরে গেলে ভাল চাকরি পাওয়া যাইতে পারে। আমি দশ বারো দিন পরে শিকারপুরে যাইয়া পৌঁছি। দু মাস পরে দীদার বকস খয়েরপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি কোনও ইংরাজকেই কোনও সময় হত্যা করি নাই।

বিচারসভা এই সময় বন্দিকে জানান ছজ্জু সিং, উসরুফ বেগ, মীর মহসুন এবং বেনারসী ইহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য যেসব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করা হইল তাহাদের ঠিকানা, পিতার নাম প্রভৃতি তুমি বলিতে পার কিনা? বন্দি ঐ সব ব্যক্তির বিবরণ এবং ঠিকানা প্রকাশ করিল। তাহাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, তুমি মেহবুব আলি খাঁর আরদালীর কাজ করিতে?

উত্তর-তিনি জোয়ান বখতের সঙ্গে যখন থাকিতেন, সেই সময়ে আমি আরদালীরূপে উপস্থিত থাকিতাম।

প্রশ্ন- যে সব সাক্ষী মিস্টার ফ্রেজার এবং কাপ্তেন ডগলাসের হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছে, তাহারা কি মিথ্যা কথা বলিয়াছে?

উত্তর- তাহাদের সঙ্গে প্রায়ই নানাবিষয়ে আমার মতের অনৈক্য হইত, কাজেই তাহাদের কেহই আমার বন্ধু বা হিতৈষী নয়। তাহারা অনেক সময় বাদশাহের কাছে ইনামের জন্য আসিত এবং আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিতাম। আমীর আলি একজন গুপ্তচর এবং তাহার সমস্ত কথাই মিথ্যা। অন্যান্য সাক্ষীদেরও বক্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন- তুমি এবং খালিকদাদ বিলাউতী ছাড়া আর কোনও লোককে কি মোগল বলিয়া ডাকা হইত?

উত্তর- আমাদের দুইজনকেই মোগল বলিয়া ডাকা হইত। আমি মোগল বেগ নামে পরিচিত ছিলাম এবং বিলাউতীকে কেবল মোগল বলিয়া ডাকা হইত।

(বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, বন্দি যে সব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিয়াছে, তাহাদের এই বিচারসভায় হাজির করা হউক।)

১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬২।

বিচারসভার কার্য আরম্ভ হইলে বন্দির সাক্ষী হিমুর জবানবন্দি গৃহীত হইল-

আমার নাম হিমু, পিতার নাম মাদার বকস, বয়স ২৫, জাতি শেখ মেরদা, বাসস্থান পূর্বে ছিল কেল্লায়, পেশা পূর্বে ছিল চাকরি, বর্তমানে দরজি।

আমি জোয়ান বখতের পেয়াদা ছিলাম। মিউটিনি যেদিন প্রথম আরম্ভ হয় সেদিন সকালে আমার কয়েকজন সাক্ষীর সঙ্গে জোয়ান বখতের বাসস্থান লালকুয়ায় যাই। এই বন্দি মোগল বেগও সেখানে উপস্থিত ছিল। জোয়ান বখত প্রাসাদে যাইবার সময় আমরা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। সেদিন জোয়ান বখত প্রাসাদে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই আমি চলিয়া আসিলাম। এই বন্দি কোথায় গেল তাহা আমি জানি না। সেদিন তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

বন্দির অপর সাক্ষী আসরফ আলির জবানবন্দি অতঃপর গৃহীত হইল-

আমার নাম আসরফ আলি, পিতার নাম মীর মজহর আলি, বয়স ৩০, জাতি সৈয়দ, পেশা পূর্বে চাকরি, বর্তমানে রূপার তার প্রস্তুতকারক, নিবাস ফরাসখানা, দিল্লি।

যখন মিউটিনি আরম্ভ হয়, তখন আমি বাদশাহের চাকরি করিতাম। জোয়ান বখতের লালকুয়ায় যে বাড়ি ছিল, তাহাতে প্রহরীর কাজ করিতাম। গোলমালের দিন এক বা দেড় ঘড়ির সময় আমি আমার নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলাম এবং বৈকালের পূর্বে ফিরিয়া আসি নাই। এই বন্দিকে সেদিন আমি দেখি নাই।

বিচারসভার প্রশ্ন- এই বন্দি যে সব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান?

উত্তর-ছজ্জু সিং জীবিত নাই। ভোলা সিং বাঁচিয়া আছে কিন্তু বর্তমানে সে কোথায় থাকে তাহা আমি জানি না। দিল্লিতে সে এখন আর নাই। কেরামত আলি বাউয়ানীতে থাকে। উসরুফ বেগ নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি চিনি না। মীর মহসুন জীবিত নাই। বেনারসী এই শহরেই দরীবার নিকট থাকে। ফতে আলির মৃত্যু হইয়াছে। করম খাঁকে আমি জানি না।

(কমিশনারের মন্তব্য—বেনারসীকে হাজির করা হউক।)

বন্দির আর একজন সাক্ষী ভোলার বিবরণী-

আমার নাম ভোলা, পিতা হীরা, বয়স ৪০, জাতি আহির, পেশা চাকরি, নিবাস দিল্লি।

মিউটিনির সময় আমি বাদশাহের কর্মচারী ছিলাম। ঘটনার দিন সকালে আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম। দ্বিপ্রহরে (বেলা বারোটার সময়) আমি লালকুয়ায় জোয়ান বখতের বাড়িতে শান্ত্রীর কাজ করিতে যাই। আরও কয়েকজন আরদালী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। জোয়ান বখত বাড়িতেই ছিলেন এবং সেদিন তিনি বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। আমি সেখানে যাইয়া এক বন্দিকে দেখিতেও পাই। আমার পোশাক সাধারণ অবস্থাতেই ছিল, কোথাও রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই।

বন্দির সাক্ষী বেনারসীর জবানবন্দি-

আমার নাম বেনারসী, পিতার নাম বংশী, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়স ৩১, পেশা চাকরি, নিবাস দিল্লি শহর।

আমি জোয়ান বখতের আরদালীর কাজ করিতাম। ঘটনার দিন সকাল নটার সময় লালকুয়ার জোয়ান বখতের বাড়ির প্রহরীর কাজে ফতে আলিকে মুক্তি দিয়া আমি প্রহরী হই। বেলা বারোটার সময় আমাকে মুক্তি দিয়া ভোলা সিং প্রহরায় রত হয়। এই বন্দীকে সেই সময় অর্থাৎ বারোটার সময় সেখানে আমি দেখিতে পাই। তাহাতে কোনও রক্তের চিহ্ন ছিল না।

প্রশ্ন-এই বন্দি যে সব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান না?

উত্তর-ছজ্জু সিং মৃত। উসরুফ বেগ নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি জানি না। কেরামত আলি বাওয়ানাতে আছে শুনিয়াছি। মীর মহসুন জীবিত নাই। ফতে্ আলিও মৃত। করম খাঁকে আমি জানি না।

প্রশ্ন-মিউটিনির দিনের সকালে হিমু কিংবা আসগর আলিকে তুমি লালকুয়ায় দেখিয়াছ?

উত্তর-হিমুকে দেখিয়াছি। আসগর আলিকে দেখি নাই। বাহাদুর শাহের বিচার প্রসঙ্গে ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮ তারিখে সংবাদ-সংগ্রাহক জাঠমলের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সেই সাক্ষ্যে লিখিত বিবরণী এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইল।

জাঠমলের বিবরণী

ঘটনার দিন আমি বাড়িতে বসিয়াই শুনিতে পাইলাম যে, মীরাট হইতে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া সেলিমপুর পুলের নিকট যে কুৎ ঘর (Toll House) আছে, তাহাতে আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করিয়াছে এবং টোল কালেক্টরকে হত্যা করিয়াছে। আমি প্রথমে এ সংবাদ বিশ্বাস করি নাই এবং আমার প্রতিদিনের দিনলিপি যথারীতি লিখিয়া গেলাম। লেখার কার্য শেষ করিয়া আমি রাজপ্রাসাদে আসিয়া জানিলাম যে, কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার ফ্রেজার, মিস্টার হাচিনসন এবং কমিশনারের অফিসের হেডক্লার্ক মিস্টার নিকলসন সকলেই এই বিদ্রোহীদের দমনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ক্যালকাটা গেটের দিকে গিয়াছেন। আমিও তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলাম। এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে একদল বিদ্রোহী জিনৎ-উল-মসজিদের ফটক দিয়া শহরে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে আমরা ধূম দেখিতে পাইলাম। বেলা তখন প্রায় আটটা। সেই সময় দেখা গেল তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক কয়েকজন ইউরোপীয়কে তাড়া করিয়া আসিতেছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে একজন তাঁহার পিস্তল ছুঁড়িলেন, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। তিনি তখন বারুদখানার দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। সেই সময় ফ্রেজার সাহেব এক সিপাহির বন্দুক লইয়া বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। একজন তাহাতে নিহত হইল। অপর বিদ্রোহীরা তখন তাহাদের নিহত সঙ্গীর ঘোড়াটিকে বন্দুকের গুলিতে বধ করিল।

ফ্রেজার সাহেব তখন বগীতে উঠিলেন এবং কাপ্তেন ডগলাস এবং মিস্টার হাচিনসন পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিয়া প্রাসাদ-দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তাহার পিস্তলের গুলিতে মিস্টার হাচিনসনের বাহুতে আঘাত করিল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন বিদ্রোহী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন ফ্রেজার সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল, কিন্তু তাহা ফ্রেজারের গায়ে লাগিল না। এই সময়ে কাপ্তেন ডগলাসের এক চাপরাসি,

নাম বখতাওর সিং ফ্রেজার সাহেবের বগির পিছনে বসিয়া ছিল। কাপ্তেন ডগলাস এই সময়ে দুর্গ-প্রাচীরের নিচে যে জলপ্রণালী আছে তাহাতে লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু কতক-গুলি পাথরের উপর পড়ায় তিনি আঘাত পাইলেন। বিদ্রোহীরা তখন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। সেই সুযোগে বখতাওর সিং এবং আরো কয়েকজন মিলিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। ডগলাস সাহেব অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিস্টার হাচিনসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকেও উপরে আনিবার জন্য বলিলেন। ফ্রেজার সাহেব তখনও নিচে ছিলেন। তিনি পায়চারি করিতে করিতে পুরণ নামে এক আরদালীকে বলিলেন, সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার জন্য দুইটি বন্দুক আনা হউক। ইতিমধ্যে এক জনতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ফ্রেজারকে লক্ষ্য করিয়া হাততালি দিয়া অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তিনি তখন কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক এই সময় হাজী নামে এক কারিগর খোলা তরবারি লইয়া ফ্রেজার সাহেবকে আক্রমণ করিতে আসিল। ফ্রেজারেরও কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি ছিল, তিনি নিজের তরবারি লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে যে শান্ত্রী ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ কি ব্যবহার? শান্ত্রী তখন বিদ্রোহীদলকে হঠাইয়া দিবার চেষ্টা (অথবা ভান?) করিল। ফ্রেজার সাহেব পুনরায় সিঁড়ির দিকে যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় হাজী আবার ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলার ডান দিকে সজোরে আঘাত করিল। ফ্রেজার সাহেব পড়িয়া গেলেন। ঠিক সেই সময় খালিকদাদ নামে এক কাবুলী পাঠান, মোগল বেগ বা মোগল জান এবং শেখ দীন মহম্মদ -এই তিন ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া ভূপতিত মিস্টার ফ্রেজারের সর্বাঙ্গে নির্মমভাবে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। শেখ দীন মহম্মদ সম্রাটের একজন সৈনিক, খালিকদাদ এবং মোগল বেগও সম্রাটের মন্ত্রী মাহবুব আলি খাঁর প্রহরী।

ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিয়া এই দল সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইল। মাখন নামে কাপ্তেন ডগলাসের এক ভৃত্য তাঁহাদের এই আসন্ন বিপদের কথা জানাইলে তাঁহারা সিড়ির দরজা বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী দল দরজা ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে ঢুকিয়া কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার হাচিনসন, পাদ্রী মিস্টার জেনিংস; মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকেও নির্মমভাবে হত্যা করিল। কলিকাতা হইতে সেদিন সকালে আর একজন ইংরাজ ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তিনি পলায়ন্ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিঁড়ির নিচে তাঁহাকেও হত্যা করা হইল । এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড শেষ করিতে পনেরো মিনিটও সময় লাগে নাই। আমি এই সব ঘটনা বিস্তৃতভাবে মাখন, পুরণ, বখতাওর প্রভৃতির নিকট শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম । এই সব হত্যাকাণ্ডের আমিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

বিচারসভার সিদ্ধান্ত

দিল্লির প্রাসাদদুর্গের লাহোরী গেটের দ্বিতলের আবাসস্থলে এবং তাহার নিকটে যে সব ইউরোপীয়গণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে, বর্তমানে সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কর্মচারীদের তালিকা হইতে সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, ধর্মযাজক মিস্টার জেনিংস এবং মিস্টার হাচিনসনের নাম অবলুপ্ত করিয়াছেন। ইহাদের মৃত্যুর কারণ কি সে সম্বন্ধে ডাক্তারী অভিমত আজ পাওয়া যাইবে না এবং তাহার কোনও প্রয়োজনও নাই। এই সকল ব্যক্তিগণকে যেরূপ পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন সাক্ষীরা এই সব অমানুষিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। বুলন নামে একজন স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের রক্তাক্ত মৃত-দেহের পাশে উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া এই বন্দি এবং তার দুই সহকর্মী দাঁড়াইয়া আছে।

এই বন্দি মোগল বেগ হত্যাকারীদের দলে ছিল এবং তাহার নিজের হাতে ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করে। তাহার এই নৃশংস কার্যের প্রমাণ স্বরূপ যে সকল জবানবন্দি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি দেখিলে যে কোনও বিচারক তাহাকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিবে।

সাক্ষীদিগের সম্বন্ধে আমার মন্তব্য এই যে, প্রথমতঃ তাহারা সকলেই কাপ্তেন ডগলাসের আরদালী-চাপরাসী। কেবল সাক্ষী জাঠমল প্রাসাদে সংবাদ-সরবরাহকারীর কার্য করিয়া থাকে এবং কাপ্তেন ডগলাসের নিকট সে প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকে। সাক্ষী উসরূফ খাঁর জবানবন্দির উপর আমি বেশি আস্থা স্থাপন করি না। বন্দিকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য সে গুপ্তচরের কাজ করিত। সে একদিকে বন্দির আবাস্থানের সন্ধান দিয়াছে, অন্যদিকে বন্দিকে অন্যত্র পলায়নের পরামর্শ দিয়াছে।

সাক্ষীদের মধ্যে পাঁচজনের উপর আমি বিশেষরূপে আস্থা স্থাপন করি। তাহারা বুদ্ধিমান এবং যাহা নিজের চোখে দেখিয়াছে তাহাই এই বিচারসভায় বিবৃত করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ- বিভিন্ন সাক্ষীর উক্তির মধ্যে যে সব অনৈক্য রহিয়াছে তাহা এমন কিছু গুরুতর নয় যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, সে সব বিবরণ মিথ্যা। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে পারি যে সাক্ষী বখতাত্তর সিং বলিয়াছে যে, দ্বিতলে যেখানে ডগলাস এবং হাচিনসন সাহেব শায়িত ছিল, সেখানে মহারাজ সিং উপস্থিত ছিল এবং সেই সময়ে বিদ্রোহীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সাক্ষীরা যাহা বলিয়াছে তাহার মধ্যে কিছু গরমিল আছে বটে, কিন্তু তাহাতে মূল ঘটনার কোনও ওলট-পালট হয় না। একজন সাক্ষী বলিয়াছে যে, বখতাওর সিং কাপ্তেন ডগলাসের বগীর পিছনে উঠিয়াছিল, আর একজন বলিয়াছে যে, বগীর পিছনে ছিল মাখন,

বখতাওর নয়। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রসঙ্গে যে সব সাক্ষীদের জবানবন্দি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ফ্রেজার সাহেবের গাড়ির পিছনে ছিল বখতাওর এবং কাপ্তেন ডগলাসের গাড়ির পিছনে ছিল মাখন। ঘটনাটা ঘটিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্বে, সুতরাং এই সব খুটিনাটি ভুলিয়া যাওয়া এই সব সাক্ষীদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

তৃতীয়তঃ- সংবাদ সরবরাহকারী জাঠমল যাহা বলিয়াছে তাহা অন্যান্য সাক্ষীদের উক্তির সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। সে বলিয়াছে যে, মিস্টার ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ড নায়ক এই বন্দি, হাজী খাঁ, খালিকদাদ নামে এক কাবুলী পাঠান এবং শেখ দীন মহম্মদ। সে বলিয়াছে যে সে এসব বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছে মাখন, বখতাত্তর, পুরণ ও কিষণের নিকট হইতে। চার বৎসর পূর্বে বাহাদুর শাহের বিচারের সময় সে যাহা বলিয়াছিল, তাহার বর্তমান উক্তির সঙ্গে সেগুলি হুবুহু মিলিয়া যায়।

চতুর্থত ঃ কয়েকজন সাক্ষীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, এই বন্দি ঐ সব হত্যাকাণ্ডের পরে উল্লসিত অবস্থায় নিচে নামিয়া আসিতেছে। সে সব বর্ণনাগুলির মধ্যে পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে।

পঞ্চমত ঃ যাহারা সাক্ষ্য দিতেছে তাহাদের সকলের কাছেই এই বন্দি সুপরিচিতি। বাহাদুর শাহের পুত্র জোয়ান বখতের আরদালীর কাজ করিত এই বন্দি। তাহা ছাড়া বাদশাহের মন্ত্রী মাহবুব আলি খাঁর আরদালীর কাজও এই ব্যক্তি করিয়াছে। চাঁদনি চক হইতে বাদশাহের অন্তঃপুরে যে রাস্তা গিয়াছে, উহা লাহোরী গেটের দ্বিতলে কাপ্তেন ডগলাস ও জেনিংস সাহেবের বাসগৃহের নিকটবর্তী, এ কথা বন্দি জানিত। সে উহা স্বীকারও করিয়াছে।

বন্দি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে বেলা বারোটার পূর্বে সে প্রাসাদদুর্গে আসে নাই এবং ঐ সকল হত্যাকাণ্ড এই সময়ের অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়। সে আরও বলিয়াছে যে মোগল শব্দটিতেই ভুল করিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। খালিকদাদই মোগল নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাক্ষীদের জবানবন্দিতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। সাক্ষীদের নিকট হইতে যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বন্দি যে নির্দোষ একথা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

সুতারাং আমি মিস্টার সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের হত্যার অপরাধে এই বন্দি মোগল বেগকে সম্পূর্ণভাবে দোষী বিবেচনা করিতেছি এবং আদেশ দিতেছি যে ফাঁসি দ্বারা তাহার মৃত্যু ঘটানো হউক। আমি আরও অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে দুর্গপ্রাসাদের লাহোরী গেটের সম্মুখে চাঁদনি চকের দিকে যে খোলা জায়গা আছে, সেইখানেই প্রকাশ্যভাবে ইহার ফাঁসি দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে অবশ্য সেনাবিভাগের অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। জুডিসিয়াল কমিশনার মহোদয়ের আদেশের জন্য বিচারের এই সব নথিপত্র পাঠানো হইল। ইতি-১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২।

পঞ্জাবের জুডিসিয়াল কমিশনারের সিদ্ধান্ত

Crown vs Moghul Beg

অভিযোগ-মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ড হত্যা।

বিচারালয়ের সমস্ত কার্য ইংরাজী ভাষাতেই করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি বিধান (Indian penal code) এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই, কারণ যে অপরাধের জন্য এই বিচার তাহা ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হইয়াছে। পুরাতন প্রথাতেই বিচারকার্য সম্পন্ন হয়।

এই বিচারে কোনও ডাক্তারী প্রমাণ নাই। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে ১১ ই মে ১৮৫৭ তারিখে দিল্লি শহরে ফ্রেজার সাহেব, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ড অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন।

নিহত মিস্টার ফ্রেজার ছিলেন দিল্লির কমিশনার। কাপ্তেন ডগলাস রাজসৈন্যের অধিনায়ক এবং মিস জেনিংস ও মিস ক্লিফোর্ড দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ইহাদের অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। বিচারসভায় যে সব প্রমাণাদি গৃহীত হইয়াছে এখন তাহার পুনরালোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেকটি সাক্ষী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বিবরণ দিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৃত্তির প্রাত্যহিক প্রয়োজনেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। পরস্পরের বিবরণীর মধ্যে যে সব সামান্য অনৈক্য দেখা গিয়াছে, তাহাতে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষীদের পরস্পরের মধ্যে কোনও যোগসাজস ছিল না। অথচ এই সব অনৈক্য দ্বারা মূল সত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই।

ঘটনার পরে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের মনে যে উত্তেজনার প্রাধান্য ছিল, তাহা এখন স্তিমিত। ১৮৫৮ সালে বাদশাহের বিচারের জন্য যে সভা আহুত হইয়াছিল, সেখানেও বহু সাক্ষী দ্বারা এই বন্দির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সে পলাতক ছিল, অবশেষে ১৮৬২ সালে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বিচার ব্যাপারে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, সকলেই তাহার পরিচিতি এবং অনেকেই স্বচক্ষে তাহাকে এই নৃশংস কার্য করিতে দেখিয়াছে। ফ্রেজার সাহেব এবং ডগলাস সাহেবকে এই ব্যক্তি তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়াছে এবং মিস ক্লিফোর্ড ও মিস জেনিংসকেও হত্যা করিয়া তাঁহাদের মৃতদেহের পাশে রক্তাক্ত তরবারি লইয়া আস্ফালন করাও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে। বন্দি বলিয়াছে, সাক্ষীদের সঙ্গে তাহার শত্রুতা ছিল, কিন্তু তাহা সে প্রমাণ করিতে পারে নাই। কমিশনার সাহেব তাহাকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

কমিশনার সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ইহার ফাঁসি দেওয়া হউক এবং সে কার্য প্রাসাদদুর্গের সম্মুখেই সংঘটিত হউক। আমি এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছি না। এই সকল কাগজপত্র মহামান্য লেফটনান্ট গভর্নরের অনুমোদনের জন্য পাঠাইতেছি।

আমি প্রস্তাব করি যে, এই বিচারের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হোক। (স্বা ঃ)
Robert Cust Judicial Commissioner

আর এইচ ডেভিস (পঞ্জাব গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী) মহোদয়ের নিকট হইতে আর এন কাস্ট-জুডিসিয়াল কমিশনারকে লিখিত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের ১৪১ নং পত্র-

মিস্টার সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ড হত্যাপরাধে অভিযুক্ত মোগল বেগের বিচারে ফাঁসির আদেশ সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র আপনি ২০ শে তারিখে ৯৯নং পত্রের সহিত পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তরে আমি আপনাকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে হত্যাকারী বেশ শান্ত এবং পক্ষপাতহীন বিচারের সুযোগ পাইয়াছে। এই বিচার সংক্রান্ত নথিপত্র ভালরূপ আলোচনা করিয়া মহামান্য লেফটনান্ট গভর্নর সাহেব আপনার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, বন্দির প্রতি যে চরম দণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাহার একমাত্র প্রাপ্য। তিনি আপনার অপর প্রস্তাব অর্থাৎ দিল্লি দুর্গের সম্মুখে খোলা জায়গায় মিলিটারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া এই ব্যক্তির ফাঁসি দেওয়া হোক—তাহাতেও সম্পূর্ণভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিবরণী প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হউক, ইহাও তিনি সমর্থন করেন।

আপনার নিকট প্রাপ্ত মূল নথিপত্র এই সঙ্গে ফেরত পাঠানো হইল।

পরিশিষ্ট (খ)

হাজী মিঞার বিচার

১০ই ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখে (সিপাহী বিদ্রোহের এগারো বৎসর পরে) তিনজন এসেসরকে লইয়া একটি বিশেষ দায়রা আদালতে হাজী মিঞার বিচার হয়।

অভিযোগ—মিস্টার সাইমন ফ্রেজার, মিস্টার হাচিনসন, রেভারেন্ড জে এম জেনিংস, কাপ্তেন ডগলাস, মিস ক্লিফোর্ড এবং আরও এক ব্যক্তিকে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখের সকালে দিল্লি দুর্গের সান্নিধ্যে হত্যা করা।

প্রযোজ্য আইন-১৭৯৯ সালের ৮নং রেগুলেশন।

আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করে।

সাক্ষী মহারাজ সিংয়ের বিবরণ-

আমার নাম মহারাজ সিং। মহনাম সিং বলিয়াও কেহ কেহ সম্বোধন করে। দিল্লিতে যখন বিদ্রোহ হয় আমি তখন কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করি। এই বন্দিকে আমি বিলক্ষণ চিনি। উহার নাম হাজী। সীলমোহর খোদাই করা উহার পেশা। দিল্লি দুর্গের লাহোরী গেটের কাছে যে খিলানওয়ালা পথ আছে, সেইখানে উহার দোকান। ঐ

স্থানেরই উপরতলায় কাপ্তেন ডগলাস থাকিতেন। ঘটনার দিন সকালে কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার বগীতে চড়িয়া ক্যালকাটা গেটের নিকট যান। বেলা তখন প্রায় আটটা। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখিলাম তিনি পদব্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন। তারপর দেখা গেল তিনি খানার ভিতর পড়িয়া গেলেন। কিষণ সিং এবং অন্যান্য চাপরাসীরা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। আমিও তাহাদের সাহায্য করিলাম। দেখা গেল, তিনি খুব উত্তেজিত হইয়াছেন এবং পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়াছেন। আমি, কিষণ সিং, পুরণ জমাদার, মুসাহিব খাঁ, মাখন, বখতাত্তর সিং চাপরাসী সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া শয্যায় শোওয়াইয়া দিলাম। সেখানে পাদ্রী সাহেব এবং তাঁহার কন্যা ডগলাস সাহেবের কপালে এবং চিবুকের যে সব জায়গায় আঘাত লাগিয়াছিল, সেখানে তেল মালিশ করিতে লাগিলেন। এই বন্দিকে সে সময় আমি দেখিতে পাই নাই। কাপ্তেন সাহেব আমাদের সকলকে নিচে যাইতে বলিলেন। সকলেই নিচে নামিয়া গেল, কেবল আমি, মুসাহিব খাঁ, মাখন এবং পুরণ এই চারিজন ঘরের বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঠিক সেই সময়ে নিচে একটা গোলমাল শোনা গেল এবং কি ব্যাপার জানিবার জন্য আমরা নিচে চলিয়া আসিলাম। একটা ঝরোকার ভিতর দিয়া আমরা দেখিলাম যে, সিড়ির তৃতীয় ধাপে মিস্টার ফ্রেজারের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। অনেক লোক তখন সেখানে জমায়েত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তিনজন এই বন্দি হাজী মিঞা, মোগল বেগ এবং আল্লাদাদ মোগল খোলা তরবারি লইয়া আস্ফালন করিতেছে এবং প্রত্যেকেই বলিতেছে আমি ইহাকে মারিয়াছি। পুরণ জমাদার তাহাদের সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক তখন সরিয়া গিয়া কিলী খানা-যেখানে বাদশাহের হাতী থাকিত, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। এই সময় দ্বিতল হইতে চীৎকার শুনিয়া আমরা ছুটিয়া সেখানে গেলাম। আমরা যাইয়া দেখিলাম যে, কয়েকজন ইতিমধ্যে কাপ্তেন ডগলাসের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একজন পুরণকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, আর একজন মুসাহিব খাঁকে তলোয়ার দিয়া আঘাত করিল। আমরা দেখিলাম ইতমধ্যেই কাপ্তেন ডগলাস, পাদ্রী সাহেব, দুইজন মেম সাহেব এবং আরও দুইজন নবাগত সাহেব সকলেই নিহত হইয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিলাম। সেই গোলযোগের মধ্যে আমি তখনও কাহাকেও চিনিতে পারি নাই, তারপর দেখিলাম এই বন্দি এবং আরও কয়েকজন রক্তমাখা তলোয়ার লইয়া আসিতেছে। আমি সেখান হইতে আমার নিজের ঘরের দিকে ছুটিয়া পলাইলাম। যে তিনজনের নাম বলিতেছি, তাহারা প্রত্যেকেই আমার পরিচিত বলিয়া সেই জনতার মধ্যেও আমি তাহাদের চিনিতে পারিয়া ছিলাম।

বখতাত্তর সিংয়ের সাক্ষ্য—

দিল্লিতে যেদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে, সেদিন আমি বেলা সাড়ে আটটার সময় কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে শহরের নিগোমবোধ গেটে যাই। সেখানে আরও কয়েকজন ইংরাজ ভদ্রলোক তখন দূরবীন দিয়া কিছু দেখিতেছিলেন। সেই সময় দুজন সোয়ার

আসিয়া একজন সাহেবকে আক্রমণ করিল এবং তিনি আহত হইয়া তাঁহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া অন্যান্য সকলে এদিক ওদিকে চলিয়া গেলেন, কাপ্তেন ডগলাসও পদব্রজে প্রাসাদদুর্গের দিকে ফিরলেন। তার পর দেখিলাম ডগলাস সাহেব একটা নালার ভিতর পড়িয়া গেলেন, কিষণ সিংও তাহার অনুসরণ করিল। তারপর সাহেবকে লইয়া সকলে তাঁহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ফ্রেজার সাহেব সেখানে সেই সময় উপস্থিত হইয়া কাপ্তেন ডগলাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি দ্বিতলে যাইবেন কিনা। তিনি সম্মতি জানাইলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত আরদালী চাপরাসীরা সেখানে আসিয়া সমবেত হইল। ফ্রেজার সাহেব বলিলেন, কাপ্তেন ডগলাসকে কিলী খানায় লইয়া যাইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া রাখা হউক। আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে প্রথমে সেখানে, তার পর দ্বিতলে লইয়া গেলাম। ফ্রেজার সাহেব এবং আরও তিনজন আমাদের সঙ্গে গেলেন। দ্বিতলের ঘরে তখন পাদ্রী সাহেব, তাহার কন্যা এবং আরও একজন নবাগত ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন। কাপ্তেন ডগলাস আমাদের নিচে নামিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা নামিয়া আসিলাম, কেবল মাখন, মুসাহিব এবং মহারাজ তাঁহার নিকট রহিল। সেই সময় অন্য সিঁড়ি দিয়া ফ্রেজার সাহেব সেখানে আসিলেন। তিনি সিঁড়ির নিচে নামিয়াছেন, এমন সময়ে কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে এই বন্দি, মোগল বেগ, আল্লাদাদ, মহম্মদ বখস, মছলি ওয়ালা এবং লম্বা দাড়িওয়ালা আর এক ব্যক্তি ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির নাম আমি জানি না, তবে জানিয়াছি তাহারও ফাঁসি হইয়াছে।

(এইখানে বিচারক মন্তব্য করেন—এই ব্যক্তির নাম সম্ভবতঃ নবী বকস। ১৮৫৯ সালে অন্য কয়েকজন খ্রীশ্চান বন্দির হত্যাপরাধে তাহার ফাঁসি হয়।)

তাহারা ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিল। আমরা সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহারা কিলী খানার দিকে চলিয়া গেল। তারপর কি হইল আমার জানা নাই, কারণ আমি আর দ্বিতলে যাই নাই। তবে কিছুক্ষণ পরে সেই লোকগুলি রক্তাক্ত তরবারি হাতে 'দীন' 'দীন' চীৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। যাহাদের নাম আমি উল্লেখ করিলাম, তাহাদের সকলকে আমি ভালরূপে চিনি। এই বন্দি সীল-মোহর খোদাই করিত। এই ঘটনার সময় তাহার পরিধানে ছিল একটি কুরতা এবং তেহমল।

দিল্লি শহর অধিকার করিবার পরে একদিন জাঠমল নামে এক আখবরনবিস আমাকে এবং মাখনকে সঙ্গে লইয়া আরব সরাইতে যায় এবং বলে যে সীলমোহর খোদাইকর হাজী মিঞাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম সে পাইয়াছে এবং সেখানে তাহার সন্ধান পাইয়া আমাদের লইয়া আসিয়াছে। এই বন্দিকে যখন গ্রেপ্তার করা হইল, আমি এবং মাখন দুজনে আসিয়া মেটকাফ সাহেবকে সেই সংবাদ জানাই। সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মাখন আরব সরাইতে ফিরিয়া যায়। আমি সে সময় আর যাই নাই। জাঠমলের মৃত্যু হইয়াছে এবং মাখনের মৃত্যুর খবরও আমি সম্প্রতি শুনিয়াছি।

কিষণ সিংয়ের সাক্ষ্য—

আমি বর্তমানে দিল্লি পুলিসের একজন সার্জেন্ট। মিউটিনির সময় আমি কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করিতাম। যেদিন তিনি নিহত হন, সেদিন সারা সকাল আমি তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়াছি। নিগমবোধ গেটে এবং সেখান হইতে প্রাসাদদুর্গে, তার পর লাহোর গেট এবং কিলী খানায় এবং সব শেষে বিশ্রামকক্ষে আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। সেই সময় সম্রাটের চিকিৎসক আসানউল্লা খাঁ আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন যে ক্যালকাটা গেটের মারামারির সংবাদ সম্রাটের কানে পৌঁছিয়াছে এবং চারিদিকেই গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। আসানউল্লা খাঁ বলিলেন যে, মেমসাহেবদের জন্য দুখানি পালকি এবং গুলিবারুদসহ রক্ষীকে অবিলম্বে পাঠানো হইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখা গেল যে সেসব কিছুই আসিল না, তখন ফ্রেজার সাহেব সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিজে চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। গোকুল চাপরাসী নামে একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির তলোয়ারখানি ফ্রেজার সাহেব লইলেন। আমার হাত হইতে আমার ছাতাটি লইয়া আমাকে ডগলাস সাহেবের নিকট ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আমি সিঁড়ি দিয়া কয়েক ধাপ উঠিয়াছি এমন সময় দেখিলাম যে ফ্রেজার সাহেব নিহত হইলেন। এই বন্দি হাজী মিঞা, মোগল বেগ, খলিকদাদ খাঁ এবং ওয়াজীব আলি—ইহারাই ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিয়াছে। তা ছাড়া আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। হত্যাকারীরা তার পর কিলী খানার দিকে চলিয়া গেল। তার পরে যে সব হত্যাকাণ্ড হইয়াছে তাহা আমি দেখি নাই। এক ঘড়ি পরে আমি মাখন আরদালীর বাড়িতে গেলাম। সেখানে তখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত লুঠ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহারা বলিল, পুরণ জমাদার (মাখনের পিতা) কাপ্তেন ডগলাসকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমি বলিলাম, কাপ্তেন সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তিনি নিহত অবস্থায় উপরে রহিয়াছেন। আমরা তখন দ্বিতলে গেলাম। মামদু নামে এক ব্যক্তি তাহার লাঠি দিয়া মৃতদেহে আঘাত করিল। সবসুদ্ধ সাতটি মৃতদেহ আমরা দেখিয়াছিলাম।

এই বন্দিকে আমি পূর্বেই জানিতাম। তাহার পরিধানে ছিল কুর্তা এবং তেহমল।

বুলনের সাক্ষ্য—

মিউটিনির সময় আমি সম্রাটের একজন আরদালী ছিলাম। ঘটনার দিন সকালে আমি দরজায় ছিলাম। বসন্ত আলি খাঁ খোজাকে জিজ্ঞাসা করি যে কোনও লোক কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছিল কিনা। কাপ্তেন ডগলাসের জমাদার পুরণ সিং আসিয়া বসন্ত আলি খাঁকে বলিল যে, ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে এবং মেমসাহেবদের কোনও নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য পালকির প্রয়োজন। খোজা তখন সম্রাটের নিকট গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আসানউল্লা খাঁকে জানাইল যে, এখনই পালকি এবং প্রহরীস্বরূপ খাসবরদার পাঠাইতে হইবে। আমি তখন পালকি সংগ্রহ করিয়া কাপ্তেন ডগলাসের গৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম। দ্বিতলে উপস্থিত হইয়া এই বন্দি হাজী মিঞাকে একখানি রক্তমাখা তরবারি হাতে দেখিলাম। তাহার সঙ্গে মোগল বেগ, খালিকদাদ খাঁ, নব্বু এবং আরও দুজন উপস্থিত ছিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কয়েকটি দেহ (মৃতদেহ বলিয়াই মনে হইল) ইতঃস্তত পড়িয়া আছে। কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া দেওয়াল ধরিয়া আছেন। তাঁহাকে তখনও জীবিত বলিয়া মনে হইল। ঠিক সেই সময় নব্বু তাঁহাকে তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। আমি ছুটিয়া নিচে আসিয়া পালকির কাহারদের বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই বন্দিকে আমি ভালরূপেই জানি। সেই সময় আমি তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করি নাই, সেও আমার সঙ্গে কোন কথা বলে নাই। তার পর তাহাকে আর দেখি নাই। এই ঘটনার পরে আমি জরির বুনন-কাজ কিছুদিন করিয়াছি। বর্তমানে আমি মিশন স্কুলের চাপরাসীর কার্য করি।

এই সময়ে বন্দি হাজী মিঞা এই সাক্ষীকে প্রশ্ন করে—কাপ্তেন ডগলাসকে হত্যা করিতে তুমি আমাকে দেখিয়াছ?

উত্তর—না। তিনি সে সময় জীবিত থাকিলেও নব্বুর আঘাতেই তাঁর জীবনের শেষ হয়।

আহম্মদ মির্জার সাক্ষ্য-

মিউটিনির সময় আমি মির্জা আবু বখরের চাকরি করিতাম। ঘটনার দিন সকালে আমি কেল্লার লাহোর গেটের নিকটে যেখানে ফ্রেজার সাহেবের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেখানে এই বন্দীকে রক্তাক্ত তরবারি হস্তে দেখিতে পাই। সেখানে নব্বু, মোগল বেগ, হায়দার, খালিকদাদ এবং দুজন সোয়ারকে দেখিতে পাই। সকলের হাতেই খোলা তরবারি ছিল। ইহারা সিড়ি দিয়া যখন নামিয়া আসিতেছিল, তখন সমবেত জনতা চীৎকার করিতেছিল, দীন,দীন হো গিয়া। আমি প্রায় ১০০ গজ দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বন্দি হাজী মিঞা তখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করিল, আমাকে খুন করিতে তুমি দেখিয়াছ?

সাক্ষী উত্তর দেয়- না।

আমাকে সিড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে দেখিয়াছ?

হ্যাঁ।

আব্বাস মির্জার সাক্ষ্য—

সম্রাটের কালী পল্টনের আমি একজন সিপাহি। মিউটিনির সময় আমি মাসে দুই টাকা এগারো আনা বেতন পাইতাম। মহবুব আলি খাঁর খোজা আমাদের দুইখানি পালকি লইয়া যাইতে আদেশ করে। তাহাতে মেমসাহেবদের লইয়া আসিবার কথা ছিল। আমাদের মধ্যে বুলন হরকেরা প্রথমে সিঁড়ির উপর উঠিয়াই ফ্রেজার সাহেবের মৃতদেহ দেখিতে পায়। সেই সময় এই বন্দি হাজী একখানি রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া নামিয়া আসে। খালিকাদাদ, মোগল বেগ, নব্বু এবং আরও দুইজন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে। সকলের হাতেই তরবারি ছিল। এই বন্দি মহবুর আলি খাঁর একজন আরদালী। উহার পরিধানে ছিল আংরাখা ও পায়জামা। আমি উপরে ডগলাস সাহেবের ঘরে যাই নাই। বুলন নিচে নামিয়াই বলিল, ফয়সালা হো গয়া! আমরা তখন পালকি লইয়া ফিরিয়া আসি।

গোরধনের সাক্ষ্য—

আমি সেরাউগী মন্দিরের পুরোহিত । মিউটিনির সময়ে সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ঘটনার দিন আমি প্রাসাদদুর্গে যাই নাই। এই বন্দি হাজী মিঞাকে আমি চিনি। দিল্লি শহর আবার দখল হইলে , জাঠমল নামে এক ব্যক্তি (বর্তমানে মৃত) আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে সীলমোহর খোদাইকর হাজীকে আমি চিনি কিনা। আমি সম্মতি জানাইলে সে আমাকে বলে যে এক ব্যক্তির নিকট সে আমাকে লইয়া যাইবে, তাহাকে সনাক্ত করিয়া আমাকে বলিতে হইবে যে প্রকৃতই হাজী কি না। পরের দিন জাঠমল আরও দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তাহাদের পরিচয় জানাইল যে উহাদের নাম মাখন এবং বখতাত্তর। তাহারা দুজনেই কাপ্তেন ডগলাসের চাপরাসী ছিল। দিল্লির নিকটে কদমশরীফে আমরা সকলে গেলাম। সেখানে খোদাবক্স নামে আর এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইল। সেখান হইতে আমরা গেলাম নিজামুদ্দীনে। সেখানে এক জায়গায় আমাকে এবং খোদাবক্সকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জাঠমল জানাইল যে, আমরা হাজীর সন্ধানে আসিয়াছি এবং তাহাকে দেখিতে পাইলেই আমরা যেন তাহাকে সে সংবাদ জানাই। মাখন এবং বখতাত্তরকে লইয়া সে আরব সরাইয়ের দিকে গেল। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। প্রায় দু ঘড়ি পরে একটা বেনিয়ার দোকানে হাজী আসিয়া কিছু ঘি এবং লবণ কিনিল। খোদাবক্স তাহার নিকট যাইয়া বলিল, আমার সঙ্গে একবার আরব সরাইতে এস, বিশেষ প্রয়োজন। হাজী বলিল, ঘি এবং লবণ আগে বাড়িতে রাখিয়া আসি, তার পর যাইব। কিন্তু খোদাবক্স পীড়াপীড়ি করায় সে তাহার সঙ্গে চলিল। সেখানে পৌছিয়া আমি জাঠমলকে বলিলাম, এই তো তোমার লোককে পাওয়া গিয়াছে। এইবার আমাকে ছুটি দাও। কিন্তু জাঠমল বলিল, সাহেব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সে তখন মাখন এবং বখতাত্তরকে পাঠাইল মেটকাফ সাহেবকে ডাকিয়া আনিতে । সাহেব কোথায় ছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু ক্রমে দেরি হইতে লাগিল, আমি তখন জাঠমলকে বলিলাম যে সারা রাত্রি আমি সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। অবশেষে জাঠমল একজন চৌকিদার ডাকিয়া হাজীকে বাঁধিয়া দিল্লির দিকে অগ্রসর হইল, আমি ও খোদাবক্স সেই সঙ্গে চলিলাম। বেশি দূর অগ্রসর হইতে হইল না। পথেই দেখিলাম—(Sir theophilus metcalf) মেটকাফ সাহেব কয়েকজন সোয়ার সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন এবং এই বন্দিকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিল-মীর হাজী। পেশা?-বেগরি। বেগরি মানে কি? উত্তর দিল, সীলমোহর খোদাই করা।

সাহেব তখন তাঁহার তরবারি বাহির করিয়া এই বন্দির গলায় আঘাত করিলেন। সে মাটিতে পড়িয়া গেল এবং গলার পাশ দিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি ছুটিয়া পালাইতেছিলাম, কিন্তু মেটকাফ সাহেব ঘোড়ায় উঠিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, দিল্লি যাইয়া আমি যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। পরের দিন আমি গেলাম মেটকাফ সাহেবের কুঠিতে। যাহা কিছু ঘটিয়া ছিল সমস্ত বিবরণ বারক্লে সাহেব লিখিয়া লইলেন। খোদাবক্স এখানে উপস্থিত আছে। মেটকাফ

সাহেব যখন সোয়ারদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন,তখন তাঁহার সঙ্গে মাখন ছিল, বখতাত্তর ছিল না। আমি শুনিয়াছি মাখনের মৃত্যু হইয়াছে।

মেধার সাক্ষ্য—

আমি নিজামুদ্দীনের চৌকিদার। পূর্বে আরব সরাইতে ছিলাম। এই বন্দিকেই একদিন সন্ধ্যার সময় মেটকাফ সাহেব তরবারি দিয়া আঘাত করেন। মিউটিনির পরে বহু লোক দিল্লি শহর হইতে পলায়ন করিয়া নিজামুদ্দীন এবং আরব সরাইতে লুকাইয়া ছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় এই বন্দিকে দিল্লিতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে ডাকিয়া আনা হয়। পথের মধ্যে মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। সাহেবের তরবারির আঘাতে এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই আমার মনে হয়। আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার মৃতদেহের কি ব্যবস্থা করা যাইবে। তাহাতে তিনি কোনও উত্তর দেন নাই। আলি বক্সের মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তির দেহ কিরূপে সরাইয়া লওয়া হইল এবং কিরূপেই বা এ আবার বাঁচিয়া উঠিল তাহা আমি জানি না।

বন্দি হাজী মিঞার জবানবন্দি

নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া হাজী বিচারসভায় প্রকাশ করে এবং বলে—মিউটিনির সময় আমি প্রাসাদদুর্গে আদৌ ছিলাম না। মিউটিনির অনেক পূর্বে লাহোর গেটের নিকট তিন মাস মাত্র আমার একটি দোকান ছিল। তার পরে শহরের মধ্যে জহুরী বাজারে আমি দোকান উঠাইয়া লইয়া যাই এবং চাঁদনী চকের নিকট কুচা রহমান মহল্লায় বাসা করি। মিউটিনির পরে ইংরেজেরা যখন দিল্লি শহর পুনরায় অধিকার করেন, সে সময় অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে আমি শহর ছাড়িয়া পলায়ন করি এবং নিজামুদ্দীনে যাইয়া বাস করি। সেখানে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মেটকাফ সাহেব সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আমার সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই তাঁহার তরবারি দিয়া আমার গলায় এমন আঘাত করেন যে চার মাস কাল আমি প্রায় অচৈতন্য ছিলাম। আমার যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় তখন আমি রেওয়ারীতে আমার শ্যালা আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল। তিনি এখন পরলোকে। তার পর আমি জয়পুরে যাই এবং সেখানে তিন বৎসর থাকি। অতঃপর লাহোর যাইয়া আমার সীলমোহর খোদাইয়ের ব্যবসা করি। দিল্লিতে যে দিন মিউটিনির ব্যাপার শুরু হয়, সে দিন কুচা রহমান মহল্লার বাড়ি ছাড়িয়া আমি কোথাও যাই নাই। জহুরী বাজারে আমি আমার কাজে যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শহরের গোলমালের খবর পাইয়া আমি বাড়িতেই থাকিলাম। আমার শাশুড়ি কেল্লায় থাকিতেন। আর আমার কিছু বলিবার নাই।

হাজীর পক্ষে সাতজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়। সকলেই স্বীকার করে যে কুচা রহমান মহল্লায় তাহার বাসা ছিল এবং জহুরী বাজারের বালাখানায় তাহার একটি দোকান ছিল। তাহার শাশুড়ী প্রাসাদদুর্গে ধাত্রীর কাজ করিত। ঘটনার দিন সকালে বন্দি কোথায় ছিল তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কেহই বলিতে পারে নাই।

সেসন জজের মন্তব্য

যে দুর্ঘনার ব্যাপার লইয়া এই বিচারসভা গঠিত তাহাতে যে সব সাক্ষীদের জবানবন্দি ও অন্যান্য প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে সকালে দিল্লি সম্রাটের প্রাসাদে যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে এবং যে সব ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং ভদ্রমহিলাগণ নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন, সেই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক বলিয়া এই বন্দি অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহার অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পূর্বেকার বিভিন্ন বিচারসভাতেও গৃহীত হইয়াছে। এই সকল অপরাধের অন্যতম অপরাধী মোগল বেগের ফাঁসির হুকুম মঞ্জুর করিবার সময় জুডিসিয়াল কমিশনার সাহেব ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার পর এই ঘটনার নৃশংসতা সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তবুও বর্তমান আসামীর বিচারের সময়ও এই মোকদ্দমা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছে।

এই জঘন্যতম অপরাধ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা অস্বীকৃতির অবকাশ নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে একটিমাত্র বিচার্য প্রশ্ন এই যে, অভিযুক্ত হাজী এই হত্যার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিল কিনা।

দুইজন সাক্ষী বলিয়াছে তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, এই অভিযুক্ত বন্দি মিস্টার ফ্রেজারকে হত্যা করিয়াছে। অপর কয়েকজন বলিয়াছে যে কয়েক ব্যক্তি দ্বিতলে কাপ্তেন ডগলাসের ঘরের দিকে গিয়াছিল এবং সেখানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া দীন দীন শব্দ করিয়া নিচে নামিয়া আসিয়াছিল, এই বন্দিও তাহাদের মধ্যে ছিল।

সাক্ষীরা যদি সত্য কথা বলিয়া থাকে এবং এই বন্দি যদি সেই হত্যাকারীদের দলের মধ্যে কোন সাক্ষী হিসাবেও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে হত্যাকারীদের অন্যতম এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাপ্তেন ডগলাস সে ঘরে ছিলেন, সে ঘরের সকলকে হত্যা ঠিক কোন ব্যক্তি করিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ দর্শক আজ কেহ জীবিত নাই। সাক্ষীরা যে সকলেই সত্য কথা বলিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই বন্দি যে হত্যাকারীদের একজন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। এ মোকদ্দমায় কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে কিংবা এই বন্দিকে সনাক্ত করিতে ভুল করিয়াছে এরূপ সন্দেহের কোনও কারণ নাই। যে সকল সাক্ষী আজ জীবিত নাই, তাহারাও অভিযুক্ত হাজী সম্বন্ধে পূর্বেকার বিচারসভায় অনেক কথা বলিয়াছে।

সীলমোহর খোদাইকর হাজী সাইমন ফ্রেজারের প্রধান হত্যাকারী নয় একথা কোনও সাক্ষীই বলে নাই। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে যখন সম্রাটের বিচার হয়, ১৮৬২ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি তারিখে যখন মোগল বেগের ফাঁসির আদেশ হয় এবং নব্বু মহম্মদ শেখ ইহাদের বিচারের সময়েও সাক্ষীরা এই বন্দি হাজী সম্বন্ধে সে সব উক্তি করিয়াছে, বর্তমানে আমাদের সাক্ষীগণের উক্তির সঙ্গে তাহার কোনও অনৈক্য নাই।

সাক্ষীগণের সঙ্গে এই বন্দির ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে তাহাও কল্পনা করিবার কোনও কারণ নাই। তাহাকে চিনিতেও কাহারও ভুল হয় নাই। প্রাসাদদুর্গে সে প্রায়ই যাইত, তাহার শাশুড়ী প্রাসাদের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সে নিজেও কেল্লার প্রবেশপথের নিকট একটা দোকানে কাজ করিত। সেই দোকানঘরের উপরেই কাপ্তেন ডগলাস থাকিতেন। তাঁহার চাপরাসীরা সর্ব্বদাই নিচে আসা-যাওয়া করিত এবং এই বন্দিকে উত্তমরূপে চিনিত।

তাহাকে যে ভুলক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ইহাও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। দিল্লি পুনরুদ্ধার পরে বহু মুসলামান অধিবাসী দিল্লি হইতে পলায়ন করিয়া প্রায় চার মাইল দূরে নিজামুদ্দীনে আশ্রয় লয়। এই বন্দিও সেই সময় দিল্লি ত্যাগ করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং গ্রেপ্তারের পরে দিল্লিতে আনীত হইবার পথে স্যার টি মেটকাফ ইহাকে দেখিতে পান এবং তিনি নিজের হাতে তরবারি দিয়া ইহার গলায় আঘাত করেন। তারপর ইহাকে মৃত মনে করিয়া তিনি চলিয়া যান। এই বন্দিও স্বীকার করিয়াছে যে মেটকাফ সাহেব তাহাকে তরবারি আঘাতে ভূপাতিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বন্দি যে সেই ব্যক্তি তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বন্দি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সে স্বীকার করিয়াছে যে তাহার শাশুড়ী প্রাসাদের মধ্যে বাস করিতেন এবং সে নিজেও কিছুদিন সেখানে ছিল, কিন্তু মিউটিনির যোগাযোগের পূর্ব হইতেই সে চাঁদনি চকের নিকট কুচা রহমান মহল্লায় বাস করিতেছিল। ঘটনার দিন সে প্রাসাদে আদৌ যায় নাই, নিজের বাড়িতেই ছিল। তাহার সাক্ষীদের বক্তব্যগুলি আলোচনা করিলে এ বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্যার টি মেটকাফ সাহেব তাহাকে আহত করিবার দীর্ঘকাল পরে লাহোরে তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে বন্দি বলিয়াছে যে চার মাস কাল সে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিল, তখন তাহার শ্যালক তাহাকে রেওয়ারীতে লইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে সে জয়পুরে যাইয়া তিন বৎসর ছিল, তারপর সে লাহোরে যায়। দিল্লিতে সে যে আর ফেরে নাই ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এই বিচারে এসেসরগণ (assessors) এই বিচারের সিদ্ধান্তে ঠিক একমত হইতে পারেন নাই। একজন এই বন্দিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। অপর দুইজন স্বীকার করিয়াছেন যে ঘটনার সময় সে রাজপ্রাসাদে জনতার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল বটে, কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা ঠিক প্রমাণিত হয় নাই। সাক্ষীদের বর্ণনা বিশ্বাস করা বা না করা তাঁহাদের ইচ্ছা। সুতরাং এই আদালত নিজের

কোনমত প্রকাশ না করিলে দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশের মতে বন্দি মুক্তি পাইবার অধিকারী।

কিন্তু এই আদালতের অভিমত ভিন্ন প্রকার। অধিকাংশ এসেসরের মতের পোষকতা না করিয়া এই আদালত মনে করেন যে, এই বন্দি হাজীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণভাবে দোষী। Regulation VIII of 1999 অনুসারে সে মৃত্যুদণ্ড পাইবার যোগ্য ।

এই আদালত সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, অপরাধী হাজীকে ফাঁসির দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক। ইতিপূর্বে মোগল বেগের ফাঁসির সময় যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ইহার সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হউক। অর্থাৎ মিলিটারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া দিল্লির প্রাসাদদুর্গের সম্মুখে যেখানে এই সকল হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেইখানেই ইহার চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করা হউক।

বিচারের এই সব নথিপত্র চীফ কোর্টের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইল।

চীফ কোর্টের মন্তব্য

১৭ ই ডিসেম্বর, ১৮৬৮।

দিল্লিতে কর্নেল ডব্লু ম্যাকনীল Col.W.McNeile সেসন জজের অধিনায়কত্বে তিনজন এসেসর লইয়া ১০ই ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখে যে সেসন আদালত বসে তাহাতে হাজী মিঞা (পিতার নাম মুসীতা) ১১ইমে ১৮৫৭ তারিখে মিস্টার ফ্রেজার এবং আরও কয়েকজন ইউরোপীয় নরনারীকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। অধিকাংশ এসেসরের মতের প্রতিকূলে আদালত তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন।

সেই আদেশ চীফ কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।

সেজন্য সেসব আদালতের নথিপত্র এখানে পাঠানো হইয়াছে।

মোগল বেগের বিচারের প্রসঙ্গে জুডিসিয়াল কমিশনার ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে দিল্লিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল ইহা ঐতিকহাসিক সত্য।

বর্তমান বিচার প্রসঙ্গেও সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অভিযুক্ত হাজী, সীলমোহর খোদাইকর ইহার নাম হত্যাকাণ্ডের বিবরণীর প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে। সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের এই ব্যক্তি যে অন্যতম নেতা সে কথাও বলা হইয়াছে। দিল্লির পতনের পরেই এই ব্যক্তি নিরুদ্দিষ্ট হয়। তার পর দিল্লির নিকটবর্তী এক স্থানে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। স্যার টি মেটকাফের আদেশে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এবং তিনি নিজের তরবারি দ্বারা ইহাকে আঘাত করেন এবং মৃত মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন।

অভিযুক্ত হাজী অতঃপর কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকে। তার পর দিল্লি পুলিসের নিকট সংবাদ আসে যে সে জীবিত আছে এবং লাহোরে বসবাস করিতেছে। তারপর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিচারের সিদ্ধান্ত

এই আদালত সেসন জজের অভিমত সমর্থন করিয়া জানাইতেছেন, সাক্ষীগণের বর্ণনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অভিমতের উপর আমাদের কোনও মন্তব্য নাই।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে অভিযুক্ত বন্দি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। স্যার টি. মেটকাফ তাহাকে একবার তরবারির আঘাত করিয়াছিলেন এবং সেই আঘাতে সে মৃতবৎ পড়িয়া ছিল, কেবল এই জন্যই চিন্তা করা যাইতে পারে যে, কোনও লঘু শাস্তি তাহাকে দেওয়া উচিত কিনা। কিন্তু বন্দি যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়কত্ব করিয়াছে, সে কথা মনে করিলে তাহাকে দয়া করা বা তাহার দণ্ড সম্বন্ধে তাহার প্রতি যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে কোনরূপে লঘু করা সম্বন্ধে আমরা সম্মতি দিতে অপারগ।

সুতরাং সেসন জজ কর্তৃক মুসীতার পুত্র হাজীর প্রতি যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই আদালত তাহা সমর্থন করিতেছে।

সংযোজনী

মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭
সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর-এর
বিচার

(জানুয়ারি ২৭—এপ্রিল ২, ১৮৫৮)

মূল : ইংরেজি ভাষায় বিচারের রায়

বাহাদুর শাহ্ জাফর-এর উপর নিবন্ধ

বাহাদুর শাহ্ জাফর-এর সচিত্র দরগা

BAHADUR SHAH ZAFAR II

Biography and untold Story of 1857 Revolt

The last Mughal emperor of India, Bahadur Shah Zafar II (1775-1862) was born Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar and was a very famous Urdu poet in his times.

Bahadur Shah Zafar was born in Delhi on October 24 1775. His father was Akbar Shah II and his mother was a Rajput lady Lal Bai. Bahadur Shah Zafar died in exile in the captivity of the British. He died at Yangoon, Myanmar at the age of 87 on November 7 1862. He was buried there and now there is a shrine in Yangoon, the name of the shrine is Bahadur Shah Zafar Dargah and it is located near the Shwe Degon Pagoda at 6 Ziwaka Road, near the intersection with Shwe Degon Pagoda Rd, Yangoon.



His poems are still read with much enthusiasm and admiration among the numerous Urdu poetry fans. The life history of Bahadur Shah Zafar is very interesting and is read with much enthusiasm by all. Read on further about Bahadur Shah Zafar biography and learn more about this Mughal emperor who was a genius poet. Regarded as one of the greatest Urdu poets in the history of India, Bahadur Shah Zafar wrote a large number of Urdu Ghazals most of which were lost during wars fought in the year 1857. Yet, many of them were saved and were later on compiled as Kulliyat-I-Zafar. His

Ghazals are a beautiful collection of words that spell magic and are read with awe and admiration even today. Bahadur Shah Zafar was the last and the weakest Mughal emperor. Even then he was considered a hero and was portrayed like one in many Hindi films. A road has been named in his honor in New Delhi, India. His valuable contribution in the Indian freedom struggle is very much acknowledged and he is known as a nationalist in modern India. He was not a very able emperor and his empire had a lot of chaos and unrest. He was defeated and was sent on an exile in Rangoon. He died over there in the year 1862 and a tomb was built in his honor, which exists even today.

THE 1857 REVOLT

MUCH has been written about Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, in the context of the Great Revolt of 1857, and there is a general perception especially in colonial historiography that the Meerut sipahis showed their immaturity in naming a doddering old fool as their nominal leader. The action of the sipahis is regarded as being futile and meaningless since the Mughal emperor was by this time politically impotent. However this view discounts the symbolic importance of the emperor in legitimizing the comprehensive rebellion in the Bengal army—the mutiny of over one-and-a-quarter lakh well-trained soldiers. In order to make sense of the action of the rebels, and its implications, it is necessary to understand the position of the Mughal emperor within the overall framework of the East India Company's colonial empire in the Indian subcontinent during the first half of the nineteenth century.

Following the outbreak of the rebellion on 10 May 1857, the Meerut sipahis as a body marched to Delhi, where they arrived early next morning. They put an end to the company's administration in the city, and assumed control of Shahjahanabad and its immediate outskirts. Bahadur Shah Zafar, who at that time occupied the Mughal throne, was declared the emperor of the whole of India with the title Shahenshah-i-Hind. This was a reflection of the popular perception that the Mughal emperor was the legitimate sovereign of India. (Source: People's Democracy, a Weekly of CPI(M) , article by Amar Farooqui Vol. XXXI No 24, dated 17 June 2007)

It would be incorrect to assume that the Company's soldiers were politically naive. Their revolutionary decision to march to Delhi transformed the character of the mutiny—their aim was to overthrow the East India Company's government. The rebel sipahis of the Meerut garrison clearly understood that the colonial state could be successfully overthrown only by establishing an alternative source of authority with wide acceptability. They attempted to create their own state with the Mughal emperor as its nominal head.

It is not easy to speculate as to what the shape of that state would have been had the Revolt been successful. However, the evolution of the sipahi government at Delhi did contain seeds of democracy. Real power was firmly in the hands of the soldiers. The Court of Administration established by them (organized essentially on democratic principles) was the main organ of the new state, but Bahadur Shah was formally the head of the state. He had the right to be present at all sessions of the Court, but the elected members of the Court took the actual decisions. The emperor's approval would then be sought, and his seal would be put on documents recording these decisions. It needs to be emphasized that through this arrangement the rebel regime gained widespread support and was able to undermine the legitimacy of the Company over a vast area in northern, central, eastern, western and even southern India. After all, the sipahis were aware that the Company too had reluctantly recognized the de jure authority of the Mughals and had strictly adhered to the rituals of the Mughal darbar.

It was during the last three decades of the eighteenth century that the Mughal emperor eventually ceased to have any real power. The defeat of the combined forces of emperor Shah Alam (1759-1806) and the nawab of Awadh by the Company at Baksar in 1764, and the blinding of the emperor in 1788 by the Rohilla chieftain Ghulam Qadir, were two events that did much to shatter the prestige of the Mughals. From 1785 onwards Shah Alam was under the protection of Mahadji Sindia, who was entrusted with the administration of the Delhi region.

In 1803 the East India Company's forces led by Lord Lake captured Delhi after defeating the Daulat Rao Sindia's troops (Daulat Rao was the successor of Mahadji) at the battle of Patparganj. Percival Spear points out that Shah Alam 'was the nominal suzerain of both the contending parties, for the British held Bengal by the

grant of the Diwani in 1765, and Sindia was his Vakil-i-Mutlaq or imperial Regent. One of the declared objectives of Lord Wellesley [the governor-general] was to seize Delhi and the Jumna Doab, and "the possession of the nominal authority of the Mughul".... Officially, of course he [Shah Alam] sided with his Regent and treated the Company as a rebellious vassal' (Twilight of the Mughuls, p.32).



Following Lake's victory, the administration of Delhi and its adjoining areas was taken over and Shah Alam was placed under the protection and control of the Company. He was assured of an income, amounting to about twelve lakh rupees per year at this stage (technically this was a portion of the tribute promised to the emperor in return for the grant of diwani; this tribute had been withheld for a long time).The emperor's authority was now confined to the Red Fort and to members of the royal family (several hundred members of the royal family resided in the Fort). Actual administrative control over Delhi and the surrounding areas was in the hands of the British resident. The resident also exercised some indirect control over what went on inside the Fort.

It is necessary to mention that full respect was outwardly shown for the emperor's majesty right up to 1857. British officials strictly adhered to court etiquette. They had to dismount at some distance from the Diwan-i-Am and approach on foot; only high officials (mainly the resident) had access to the emperor; entry to the Diwan-i-Khas was a special privilege and was strictly by invitation; there were appropriate forms of greeting when approaching the emperor; one had to always face the emperor when withdrawing from his presence; and letters had to be written in the appropriate formal style. When one of the residents, Francis Hawkins (1829-30), was

discourteous to the emperor he was promptly recalled. (Source: People's Democracy, a Weekly of CPI(M) , article by Amar Farooqui Vol. XXXI No 24, dated 17 June 2007) An important step taken by Akbar Shah was to appoint Raja Rammohun Roy as his envoy to the British king (William IV), in order to draw the attention of the British government in London to the violations of the East India Company of its treaty obligations with regard to the Mughal emperor. In 1829 Rammohun Roy accepted this assignment 'in obedience to the orders of His Majesty, having attentively perused the Treaty between the Hon'ble Company and his late father [Shah Alam]'. He agreed that the agreement had certainly been violated. Rammohun Roy received the title of 'raja' from Akbar Shah, and proceeded to England in 1830 (where he passed away in 1833). One of the points raised in the address to William IV, drafted by Rammohun Roy, was that the Company could not evade 'mutual obligations of the contracting parties' as this was a 'national contract'. Moreover that 'I cherish the confident persuasion that your Majesty will not sanction the principle that in my case a National contract ought not or need not be fulfilled because I am powerless to enforce its obligations' (Sabyasachi Bhattacharya, General President's Address, Indian History Congress, 2004, pp.15-17).

The fact that Bahadur Shah was so intimately associated with such a rich literary and intellectual tradition, added to his stature particularly among the north Indian intelligentsia. We should remember that Urdu-Hindustani was the common language of this intelligentsia. Even as an individual, therefore, Bahadur Shah enjoyed a prestige that went beyond his political position.

When we see the action of the rebel sipahis in this broader historical context it is not surprising that they should have decided to set up their new state in the imperial capital (Delhi) with the Mughal emperor as its nominal head. They were not acting on impulse. They had a fairly good idea of the implications of this move, namely, that it would convince people that the government of the East India Company had been definitely overthrown. We should bear in mind that most of the rebel governments in different parts of northern, central and eastern India invariably sought the formal sanction of the emperor to establish their legitimacy. For the Company too, destroying the Delhi regime was the foremost priority.

During the four months and four days that the sipahi state was in existence in Delhi, Bahadur Shah was not just a passive onlooker. There were several occasions when he did intervene, or tried to intervene. We have already noted that the emperor had the right to attend all sessions of the Court of Administration and that the decisions of the Court could only be enforced with his consent/signature. What is more, the Court had to reconsider any decision that the emperor did not approve of. One should not take too literally Zafar's statement at his so-called 'trial' in which he projected himself as a mere prisoner of the sipahis.

Two instances of Bahadur Shah's intervention may be cited here. On the day after the soldiers had taken over the city and the situation was chaotic, Bahadur Shah personally went round the city to instill confidence among the residents. The second is his well-known intervention to successfully prevent cow-slaughter on the occasion of baqar-id in July 1857. In this effort he was assisted by Mufti Sadruddin Azurda. Incidentally, he had earlier tried to persuade Azurda to accept the position of city magistrate. Azurda had declined, but continued to counsel the emperor. Bakht Khan too partly owed his leading position, especially in military matters, to the support of Bahadur Shah. Finally, there is enough evidence that the emperor was actively engaged in consultations, deliberations, receiving petitions, hearing appeals, and recommending appointments.

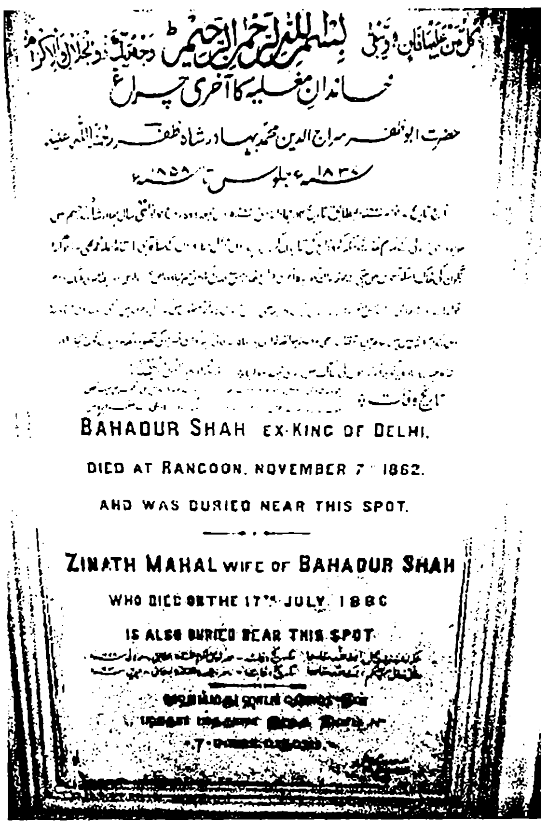
After the recapture of Delhi in mid-September 1857, the British carried out a mock trial of Bahadur Shah. This sham show was conducted by a military commission. It lasted from 27 January to 9 March 1858. At the end of the trial Bahadur Shah was convicted of treason and of having abetted the killing of Europeans. Neither of these charges had any legal substance. In October 1858 Bahadur Shah, along with some of the members of his immediate family, was transported to Rangoon, where he died in 1862.

The mock trial and the charge of treason against the emperor served the purpose of demonstrating that the Company was the real sovereign power against which Bahadur Shah had committed high treason. This was an absurd position. In a well-known essay, 'The Political Theory of the Indian Mutiny' (1922), the British scholar F.W. Buckler argued forcefully that it was the Company that was the rebel, and that the sipahis were duty-bound to support the emperor.

In other words that the Company's government had no independent constitutional basis. Its authority derived from the various farmans issued by the Mughals.

The trial and exile of Bahadur Shah was one step in the direction of asserting the exclusive sovereignty of the British. The next step was the assumption of the government of India directly by the British crown, followed by Victoria's proclamation of November 1858 by which all inhabitants of the British Indian empire were declared to be subjects of the British monarch. Nevertheless the colonial state constantly felt the need to invoke symbols of royalty derived from India's past so as to claim legitimacy for itself. In 1877, Lord Lytton held a grand 'darbar' in Delhi—not Calcutta—incorporating many rituals of the Mughal darbar. This 'darbar' was held to announce Victoria's new title, Kaisar-i-Hind ('the Indian Caesar'). Lord Curzon held another 'darbar' in 1903, in Delhi, to commemorate the coronation of Victoria's successor, Edward VII. The last British 'darbar' was held in 1911, again in Delhi. The British monarch, George V (successor of Edward VII), was personally present at this 'darbar' to lend additional prestige to it. It was at this 'darbar' that the decision to transfer the capital of the British Indian empire to Delhi was announced. Most historians agree that the transfer of the capital, as well as the tradition of organizing British 'darbars' at Delhi, must be seen as attempts to emphasize that the British empire was the legitimate successor of the Mughal empire.Colonial historiography has generally trivialized or even ridiculed the gesture of the sipahis in proclaiming Bahadur Shah as Shahenshah-i-Hind. Communal historiography has only seen him in terms of religious identity. Consequently, the motives of the sipahis have often been obscured. Yet the sipahis understood much better than we possibly can the political significance of associating the name of Bahadur Shah with their struggle against colonial rule. (Source: People's Democracy, a Weekly of CPI(M) , article by Amar Farooqui Vol.XXXI No 24, dated 17 June 2007) My great grandfather, Kashinath Tewary (Trivedi) was a Subedar of revolt soldiery of Jhansi Bahini embraced martyrdom . Our family migrated from the village Barkagaon, Marchi, under Balia district of Varanasi (UP) to Murshidabad in late eighties, later my grandpa came down to Maharaja of Natore, Bengal (now Bangladesh) settled as a tenant at Havilee Pargana in the district of Faridpur.





Bahadur Shah Zafar died in exile in the captivity of the British. He died at Yangoon, Myanmar at the age of 87 on November 7 1862. He was buried there and now there is a shrine in Yangoon, the name of the shrine is Bahadur Shah Zafar Dargah and it is located near the Shwe Degon Pagoda at 6 Ziwaka Road, near the intersection with Shwe Degon Pagoda Rd, Yangoon. Tomb of Bahadur Shah Dargah built in December 1994 by Government of India (Rabindranath Trivedi)

Text of the proceeding of the historic Trial of Muhammad Bahadur Shah Jafar Ex-King of Delhi (January 27 - 2 April 1858)

TRIAL
MUHAMMAD BAHADUR SHAH,
Ex-KING OF DELHI.

Proceedings of an European Military Commisson assembled at Delhi, on the 27th day of January 1858, by order of major-General Penny, C. B., Commanding the Division, pursuant to instructions from Sir John Lawrence, Chief Commissioner of the Punjab, for the trial of such Prisoners as may be duly brought before it.

PRESIDENT.

Lieutenant- Colonel Dawes, Aitillery.

MEMBERS.

Major Palmer, H.M.'s 60th Regiment.

Major Redmond, H. M.'s 61th Regiment.

Major Sawyers, H. M's 6th Carabineers.

Captain Rcthney, 4th Sikh infantry.

INTERPRETER.

Mr. James Murphy.

PROSECUTOR FOR GOVERNMENT.

Major F. J Harriott, Deputy Judge Advocate General.

The Court asembled in the Special Hall of Audience in the Palace at Delhi, at 11o' clock, on the morning of the 27th of January 1858

The Charge- sheet

The charge- sheet against Muhammad Bahadur Shah reads as follows:-

(1). For that he, being a pensioner of the British Government in India, did at Delhi, at various times between the 10th May and 1st of October 1857, encourage, aid and abet, Muhammad Bakht Khan, Subedar of the Regiment of Artillery and other native commissioned officers and soldiers, unkown, of the East India Company`s Army in the crimes of mutiny and rebellion against the State,

(2) For having at Delhi, at various times between the 10th of May, and 1st of October 1857, encouraged, aided and abetted Mirza Mughal, his own son, a subject of the British Government in India and other unknown inhabitants of Delhi and of the North-West Provinces of India, also subjects of the said British Government, to rebel and wage war against the State.

(3) For that, he being a subject of the British Government of India, and not regarding the duty of his allegiance, did, at Delhi, on the 11th May 1857, or there abouts, as a traitor against the State, proclaim and declare himself the reigning King and Sovereign of India and did then and there traitorously seize and the unlawful possession of the city of Delhi and did, moreover, at various times, between the 10th of May and 1st of October 1857, as such false traitors aforesaid, treasonably conspire, consult and agree with Mirza Mughal, his own son, and with Muhd. Bakht Khan and diverse and other false traitors, unknown to raise levy and make insurrection, rebellion and war against the State and further to fulfill and protect his treasonable design of overthrowing and destroying the British Government in India, did assemble armed forces at Delhi and send them forth to fight and wage war against the said Government.

(4) for that, he, at Delhi on the 16th of May 1857, or thereabout, did, within the precincts of the palace at Delhi, feloniously cause or became accessory to the murder of 49 persons, chiefly women and children of European descent, and did moreover between the 10th of May and 1st of October 1857, encourage and abet diverse soldiers and others in murdering European officers and other English subjects including women and children, both by giving and promising for such murderers service, advancement and distinction, and further, that he issued orders to different native Rulers having local authority in India to slay and murder Christians and English people, whenever and wherever found on their territories, the whole or any part of such conduct being a heinous offence under Act XVI of 1857 of the Legislative Council in India.

TRANSLATION OF THE WRITTEN DEFENCE PUT IN BY BAHADUR SHAH, EX-KING OF DELHI.

The real facts are as follows : I had no intelligence on the subject previously to the day of the outbreak. About 8 o' clock a.m., the mutinous troopers suddenly arrived and set up a noisy clamour under

the palace windows, saying they had come from Meerut after killing all the English there; and stating, as their reason for having done so, that they had been required to bite with their teeth, cartridges greased with the fat of oxen and swine, in open violation of the caste of both Hindus and Mussulmans. When I heard this, I immediately had the gates under the palace windows closed, and sent intelligence to the Commandant of the Palace Guards. On receiving the message, he came personally, and wishing to go out where the troopers were collected, requested that the gate might be opened. I kept him from his purpose, however, and said something to the troopers, who then went away. After this, the Commandant of the Palace Guards left me, saying he would make arrangements immediately to put down the disturbance. Very shortly after, Mr. Fraser sent a message for two guns, and the Commandant another for two planquins, saying that two ladies were staying with him, and requesting that I would have them taken to and concealed in my private female apartments. I sent the palanquins immediately, and gave orders at the same time that the guns should also be taken. Very soon after this, I heard that before the palanquins could reach them, Mr. Fraser, the Commandant of the Palace Guards, and the ladies had all been killed. Not long after this the mutinous soldiery rushed into the Hall of Special Audience, crowding into their Courtyard, the Hall of Special Audience itself, and the Hall of Devotion; surrounding me completely and placing sentries on all sides. I asked them what their object was, and begged of them to go away. In reply they told me to remain a quiet spectator, saying that they had staked their lives, and would now do all that might be in their power. Fearing that I should be killed, I kept quiet and went to my own private apartments. Near evening, these traitors brought as prisoners some European men and women whom they had found in the Magazine, and resolved on killing them. I had recourse to persuasion, and succeeded in getting their lives spared for the time. The mutinous soldiers, however, kept them prisoners in their own custody. Subsequently, on two occasions, they again determined on killing these Europeans, when I again restrained them from their purpose by entreaty and persuasion, and saved the lives on the prisoners, However, on this last occasion, though I again did all in my power to reason with the rebellious soldiery they would not heed me, and carried out their purpose of slaying these poor people. I gave no orders for this slaughter. Mirza

Moghal, Mirza Khair Sultan, Mirza Abulbakr, and Basant, one of my own personal attendants, who had leagued with the soldiery, may have made use of my name out I have no knowledge that they did; nor do I know that my own armed retainers, acting independently of my orders, joined in the slaughter. If they did so, they may have been urged on to it by Mirza Moghal. Even after the massacre, no one gave me any information regarding it. In reference to what some of the witnesses have said in evidence regarding my servants having joined in killing Mr. Fraser and the Commandant of the Palace Guards, I make the same answer, viz, that I gave them no orders. That if they did so they did it of their own free will. I had no knowledge of it, and this matter also was not communicated to me. I swear by God, who is my witness, that I did not give orders for the death of Mr. Fraser or of any other European. Mukund Lal and other witnesses in saying that I did, have spoken falsely. That Mirza Moghal and Mirza Khair Sultan may have given orders would not be strange, for they had leagued with the revolted soldiery. After these occurrences, the rebellious troops brought Mirza Moghal, Mirza Khair Sultan, and Abulbakr, and said they wished to have them as their officers. In the first instance, I rejected their request; but when the soldiery persisted, and Mirza Moghal in anger went off to his mother`s house, from dread of the soldiers I kept quiet in the matter, and then by mutual consent on both sides, Mirza Moghal was appointed to be Commander-in-Chief of the army. As regards the orders under my seal, and under my signature, the real state of the case is, that from the day the soldiery came and killed the European officers, and made me a prisoner, I remained in their power as such. All papers they thought fit, they caused to be prepared, and, bringing them to me, compelled me to affix my seal. Sometimes they brought the rough drafts of orders, and had fair copies of them made by my secretary. At other times, they brought the original letters intended for despatch, and left copies of them in the office. Hence several rough drafts in a diversity of hands have been filed in the proceedings. Frequently they had the seal impressed on the outside of empty unaddressed envelopes. There is no knowing what papers they sent in these or to whom they sent them. There is a petition in the proceedings without an address from Mukund Lal to some unknown party, in which a list is given on the number of orders issued on that date. In this catalogue it is distinctly specified that so

many orders were written under the direction of so and so; so many others under that of such a one; and so on; but not one is ascribed to me. Accordingly, this also proves, that whoever wished, had orders written as he chose, without my authority, not even acquainting me with their purport, while I and my secretary being in jeopardy of our lives, could not dare to say anything in the matter. It was just the same case as regards the petitions bearing orders in my own writing. Whenever the soldiers or Mirza Moghal, or Mirza Khair Sultan, or Abulbakar, brought a petition, they invariably came acompanied by the officers of the army, and brought the order they desired, written on a separate piece of paper, and compelled me to transcribe it with my own hand on the petition. Matters went so far in this way that they used to say, so that I might hear them, that those who would not attend to their wishes would be made to repent their conduct and for fear of them I could say nothing. Moreover, they used to accuse my servants of sending letters to and of keeping in league with the English, more particularly the physician Ahsan Ulla Khan, Mahbub Ali Khan and the queen Zinat Mahall, whom they said they would kill for doing so. Thus one day, they did actually plunder the physician`s house, and made him a prisoner, intending to kill him; but refrained from their purpose only after much entreaty and supplication, keeping him a prisoner, however, still. After this, they placed others of my servants in arrest, for instance, Shamshir-ud-dowlat, the father of the queen Zinat Mahall. They even declared they would depose me, and make Mirza Moghal king. It is a matter for patient and just consideration then, what power in any way did I possess, or what reason had I to be satisfied with them? The officers of the army went even so far as to require that I should make over the queen Zinat Mahall to them that they night keep her a prisoner, saying she maintained friendly relations with the English. Now, if I was in the full exercise of power and authority, should I have permitted the physician Ahsan Ulla Khan`s and Mahbub Ali Khan`s imprisonment; and should I have allowed the physician`s house to be plundered? The mutinous soldiery had established a court in which all matters were deliberated on, and such measures as, after deliberation, were sanctioned by this council, they adopted; but I never took any part in their conferences. Thus, without my knowledge or orders, they plundered, not only many individuals, but several entire streets, plundering, robbing, killing and imprisoning all

they chose; and forcibly extorting whatever sums of money they thought fit from the merchants and other respectable residents of the city, and appropriating such exactions to their own private purposes. All that has been done, was done by that rebellious army. I was in their power, what could I do? They came suddenly and made me a prisoner, I was helpless, and constrained by my fears, I did whatever they required, otherwise they would immediately have killed me. This is universally known. I found myself in such a predicament that I was weary of my life, while my officials had no hopes of theirs being spared. In this state of things, I resolved to accept poverty, and adopted the garb, coloured withred earth, of a religious mendicant, intending to go first to the shrine of the Kutab Sahib, thence to Ajmer, and from Ajmer eventually to Mecca; but the army would not allow me; it was the soldiery who plundered the Government magazine and treasury, and did what they pleased. I took nothing from them, nor did they bring any of the plunder to me. They, one day, went to the house of the queen Zinat Mahall, intending to plunder it, but did not succeed in breaking open the door. It should accordingly be considered if they were subservient to my authority, or had I been in league with them, how would these things have occurred? In addition to all this it is worthy of consideration that no person demands the wife of the poorest man, saying "Give her to me, I will make her a prisoner." As regards the Abyssinian, Kambar, he obtained leave from me to go on a pilgrimage to Mecca. I did not send him to Persia, nor did I send any letter by him to the Persian King. Some one has falsely circulated this story; Muhammad Durweshe's petition is no document of mine that it should be trusted; if any enemy of mine or of the Mian (a term similar or equivalent to 'His Honor' or 'His Reverence') Hasan Askari has sent this petition, it ought not to be relied on. As regards the behaviour of that rebellious army, it may be stated that they never saluted me even, nor showed me any other mark of respect. They used to walk into the Hall of Special Audience and the Hall of Devotion with their shoes on. What confidence could I place in troops who had murdered their own masters? In the same way that they murdered them, they made me a prisoner, and tyrannised over me, keeping me on in order to make use of my name as a sanction for their acts. Seeing that these troops killed their own officers, of high authority and power, how was I without an army, without treasure, without stores of

ammunition, without artillery, to have resisted them, or make arrangements against them? But I never gave them aid in any shape. When the mutinous troopers first arrived, the gateway under the palace windows being in my power, I had it closed. I sent for the Commandant of the Palace Guards and the Agent to the Lieutenant-Governor. Moreover, I dispatched a letter the same night by camel express to His Honor the Lieutenant—Governor of Agra, acquainting him with the calamitious occurrences which had happened here. So long as I had power, I did all that I was able. I did not go out in procession of my own free will. I was in the power of the soldiery and they forcibly did what they pleased. The few servants I engaged, I engaged for the protection of my own life, in consequence of my fears of the revolted and rebellious troops. When these troops prepared to abscond, finding an opportunity. I got away secretly under the palace windows, and went and stayed in Humayun's Mausoleum. From this place I was summoned with a guarantee that my life should be spared, and I at once placed myself under the protection of the Government. The mutinous troops wished to take me with them, but I would not go. In all the above, which I have caused to be written from my own dictation, there is not the smallest falsehood nor deviation from truth. God knows, and is my witness, that I have written only what is strictly true and the whole of what I can remember. I told you with an oath, at the commencement, that I would write only the truth, without addition or deficiency; and so I have now done.

Attested with autograph cypher.

Postscript.- With reference to the copy of an order to Mirza Moghal, complaining of the acts of the soldiery and explaining my resolve, in consequence, to go to the shrine of the Khwaja Sahib and thence to Mecca, which has been filed in the proceedings, I declare that I have no recollection of such an order having been issued. The order in question is in the Urdu tongue, contrary to the rule in my Secretariat office, where all such papers were written in Persian, and I accordingly do not know how and where it was prepared. It appears that seeing I was thoroughly wearied by the army, and that I had in consequence resolved on discarding the world, accepting poverty and going to Mecca, Mirza Moghal must have had it written in his office, and had my seal affixed to it. At all events, my displeasure against the army as well as my perfect helplessness is proved by the orders

in question also, which corroborates all that I have said above. As regards the other documents, besides the one just referred to, viz., the copies of the missive to the address of Rajah Gulab Singh: Bakht Khan`s petition: my autograph order on it attested with my seal: and other papers which have been filed in the proceedings; I affirm that I have no recollection of them, but I have already stated that the officers of the army caused whatever orders they chose, to be written without my knowledge, and had them attested with my seal; and I feel convinced that these must be of the same kind; and that they must have compelled me to write with my hand the order they wished on Bakht Khan's petition, in the same way that they did in the case of every other petition.
Autograph cypher.

THE JUDGE-ADVOCATE GENERAL`S ADDRESS.

GENTLEMEN,- It will be my object, in the present address, to collect the different facts which have been elicited in the course of these proceedings, and to furnish them to you as far as possible in the order in which they originally occurred. Our investigation has involved enquiry over a period of several months, when rebellion was rampant in this city: and I trust we have succeeded in tracing, with considerable minuteness, many of the different events as they evolved themselves during the time to which I have referred.

Our labours indeed have not had this limit, or we should only have accomplished what might, I think, be termed the least important part of our duties . Immediate connection with the facts elicited are the charges on which the prisoner has been arraigned : and though his former rank and royalty will doubtless add somewhat of temporary importance to the verdict which you will this day be called upon to record yet whether it be one of acquittal or conviction, it must, I imagine, prove light in the balance when weighed against those more monstrous points to which so much attention has been, and for a long time, will still be directed.

I, of course, allude to the causes, either remote or immediate which gave rise to a revolt unparalleled in the annals of history, either for the savagery which has been its distinctive feature, or for the suddenness with which elements, hitherto deemed utterly discordant on the score of religion, have united themselves in a

common crusade against a faith which, as regards the inhabitants of this country –

Whether Mohammedan or Hindu, was certainly a most unaggressive one.

I fear however, the subject is still but imperfectly elucidated; and I may perhaps be in error in attributing to a religious influence a movement which, after all; may prove to have been merely a political one,-a struggle of the natives for power and place, by the expulsion from the country of a people alien in religion, in blood, in colour, in habits, in feelings, and in everything. whatever the final opinion on this subject may be the questions,which as far as I am aware of have not as yet found a satisfactory solution are, by what circumstance was this most atrocious revolt, with its series of massacres brought about : and who were its prime original instigators? I feel sure the members of this Court will join with me in deeming that our proceedings do not furnish a full and complete answer to such questions, and why do they not?- I believe it is simply owing to the circumstance that any merely local investigation must be inadequate to collect evidence from the different quarters and sources, which are no doubt available elsewhere. We may still, however, hope that our efforts on this point have not been fruitless or unavailing;- if we cannot congratulate overselves on an entire success, we may perhaps be allowed credit for a near approach to it. Few, I imagine, will peruse these voluminous proceedings without coming to the conclusion that intrigues and conspiracy have long been rife at this fostering Court of Delhi. Insignificant and contemptible as to any outward show of power, it would appear that this possessor of mere nominal royalty has ever been looked upon by Mohammedan fanaticism as the head and culminating star of its faith. In him have still been centred the hopes and aspirations of millions. They have looked up to him as the source of honour, and, more than this, he has proved the rallying point not only to Mohammedans, but to thousands of others with whom it was supposed that no bond of fanatical union could possibly be established. To throw the fullest light on a subject like this, is not the work of a day, or of a month; time, the great revealer of secrets, will doubtless, sooner or later, lay bare the springs from which a stream of so much evil and misery has flowed; but, till then we must be content with such views as our present investigation affords. That we

have been able to unravel many of the secret workings of the conspirators will, I believe, be conceded. But let me not anticipate. This is a point of our enquiry on which I propose to offer some observations hereafter; but a concise narrative of events will perhaps best suit the commencement of this address.

I may state then, that 85 men, non-commissioned and troopers, 3^{rd} Light Cavalry, who were tried by General Court-Martial at Meerut in May last, for refusing their cartridges, had their sentence read to them and were ironed on the parade ground early on the morning of the 9^{th} of May, and that the mutiny of the three native regiments at Meerut first openly developed itself at about 1/2 past 6 o'clock on the evening of the 10^{th} of May; during which interval of nearly 36 hours there, of course, plenty of opportunities for interchange of communications between the native troops who first rebeiled at Meerut, and those who joined them at this station. To travel from one place to another by coach used ordinarily to take about five hours, and that the mutineers availed themselves of this facility of mutual intercourse, has, I think, been clearly established by the evidence of Captain Tytler. It appears from his statement that a coach, full of these Meerut mutineers, came on Sunday evening to the lines of the 38^{th} Native Infantry, doubtless to prepare the sepoys of this station for the arrival and suitable reception, on Monday morning, of their rebel comrades, and although we may not possess positive evidence to the fact, yet it may fairly be presumed that Sunday evening was not the first occasion that these plotters of evil held their secret and sinister councils cavalry at Meerut, had come to any decision on their case, a compact had been entered in to the effect that if the use of greased cartridges was persisted in, the troops at Meerut and Delhi would unite, and at once unfurl the standard of revolt; and so fully had this arrangement been perfected and agreed on that it is related that the sepoy guards at the gate of the palace on Sunday evening, made no secret of their intentions, but spoke openly among themselves of what they expected to occur on the morrow. To understand the merits and demerits of the whole transaction, it must be recollected that, at the time when these resolutions were arrived at, there was not a single greased cartridge in the magazines of either of the three native regiments at Meerut, nor, as far as I have been informed, of those at Delhi either. It must be further borne in mind that the native soldiers themselves were the persons who were

perhaps the best informed on these points—that the cartridges for practice had, from time immemorial, been manufactured in the regimental magazines by persons of their own colour, creed and religious persuasion—that it was absolutely impossible to palm off on them a spurious article—that the regimental khalassies, who were employed in making these cartridges, must have at once discovered their imparity, if such had really existed- that, in fact, objectionable cartridges, (I mean such as would affect the religious prejudices of either Mussalman or Hindu), could not possibly have been made in their regimental magazines, as in such case the very men to be employed in their manufacture would have refused their work; —but, more than this, let it be remembered that the Mohammedan has no caste, that even the hybrid such as the Mohammedans of Central India has become half Mussalman and half Hindu, does not pretend to a loss of religion, even from touching pork. Who is there amongst us that has not and does not almost daily witness these Mohammedans, in the capacity of table servants, carrying plates and dishes which openly contain the very substance which, in reference to the cartridges, has been made the pretence and the stumbling-block of their offence. Even if we were to admit that all the cartridges were thoroughly saturated with pig's and with cow's fat, still what real valid objection on the score of their religion could the Mohammedan sepoys have had in using them? Their brothers and other relatives in the private service of officers never hesitate to handle or cook the dishes which they are required to bring to our tables. The objections of the Mohammedan sepoys on this head are so transparently false that it can hardly be a matter of wonder that not one man of sense or respectability among them appears ever to have come forward to seek information or satisfy himself as to the truth or falsity of rumours so industriously circulated about these cartridges that were to be the means of depriving them of their faith. Some few- very few- honourable exceptions have certainly held aloof from, and openly repudiated the conduct of their brethren; but such men have wanted neither guarantees nor explanations in regard to a matter which was patent to all, but have come to their own conclusions on a subject where error had no abiding place and mistake is incredible. That neither Mussalman nor Hindu had any honest objection to the use of any of the cartridges at Meerut or at Delhi, is sufficiently proved by the eagerness with which they used them, when their aim

and object was the murder of their European officers, or when, united under the banners of the Prisoner at your bar, they for months, constantly went forth to fight against the power to which they owed fealty and allegiance. Among the very numerous petitions which have been brought under your notice during these proceedings, it may have struck the Court as very strange that there is not a single one in which the slightest allusion is made to what the sepoys would have us believe to be their great and particular grievance. We have had upwards of 180 petipot, to the recovery of a mule, or a crack in a horse's hoof—and each thought worthy of the sign manual of royalty—but in the free indulgence of such correspondence when they evidently unburdened their minds to their adopted sovereign, and were certainly not restrained by any delicacy of language or of feeling, from venting their acerbity against their quondam European masters, we can find no trace of the original sin, no grease spot staining these effusions of disloyalty. How instructive is it that among themselves, and when applying to us such language as "damnable hell-doomed infidels," they apparently forego the first specific offence, which they would have us believe has led them to mutiny and rebellion and the perpetration of crimes at which humanity shudders! When with each other, and, as they conceived, safe from intrusion and enquiries of British officers, that insurmountable obstacle to their fidelity and allegiance, the greased cartridge, is apparently. altogether lost sight of. Not a whisper is heard of a grievance which, if a substantial one, must ever have been uppermost in the memories of all;- must have been continually ranking in their minds and embittering their thoughts;—must have influenced them in their blood-thirstiness;—and, to themselves, have been their only extenuation for crimes such as may well exclude them from mercy. what a contrast this to their speeches when uttered with a prospect of reaching European ears—Greased cartridges are then always brought forward, the use of them forms the one continuous nightmare of the sepoy`s existence. Really, if we reflect seriously on this, —if we remember that in reality there was not a single grearaed cartridge among either of the three regiments which first broke out into mutiny, murdering, not only men, but unoffending women and children, and that the sepoys were perfectly aware of this; —when we call to mnd that, even if greased cartridges had existed, and the use of them been required at the hands of these

miscreants, not one of the Mohammedans at any rate could possibly have been injured thereby in any caste prejudice, or placed even in temporary difficulty with regard to his religious tenets;—when to this we add, what is well known to every one in India, whether Hindu, Mohammedan or European, viz, that the native soldiers had but go ask for his discharge, and that, in time of peace, it is at once granted to him, without enquiry or difficulty of any kind; —it seems beyond the bounds of reason to imagine that these men were drawn into acts of such rovolting atrocity by any grievance either real or imagined. Let the chimeras, the disturbed dreams of fanaticism, of wickedness, or of folly have been what they may;- let the instigations to evil have been as industrious as possible; —and then allow that the sepoys to be worked upon, were as credulous as the grossest ignorance could make them still, if the greased cartridge had been the only weapon the temperers had to work with;—but the one envenomed shaft in their quiver—how easy was the remedy! It required no depth of knowledge, no philosopher to inform them, that they could at once escape from every possible perplexity by simply applying for their discharge. I know not, Gentlemen, what conclusion you may arrive at on this much vexed question, but, after pondering it in every way in which my reason has presented in to me, I am obliged to infer that something deeper and more powerful than the use of greased cartridges has been resorted to.

The machinery that has set in motion such an amount of mutiny and murder, that has made its vibrations felt almost at one and the same moment from one end of India to the other, must have been prepared, if not with foreseeing wisdom, yet with awful craft, and most successful and commanding subtlety. We must recollect, too, in considering this subject, that in many of the places where the native troops have risen against their European officers, there was no pretext even in reference to cartridges at all. Members of these mutinied, apparently, because they thought there was a favourable opportunity of doing so; because they were a hundred to one against those in authority, and fancied they might pillage, plunder and massacre not only with impunity but with advantage. Is it possible that such fearful results as these could have at once developed themselves, had the native army previous to the cartridge question been in a sound and well affected state? Can any one imagine that, that rancorous widespread enmity, of which we have lately had such

terrible proofs, has been the result of feelings suddenly and accidentally irritated? Does it appear consistent with the natural order of events, that such intense malignity should start into existence on one single provocation? Or can it be reconciled with the instincts, the traditions, or the idiosyncracies of the Hindus, that they should, recklessly, without enquiry, and without thought, desire to imbrue their hands in human blood, casting aside the pecuniary and other advantages that bound them to the cause of order and of the Government? Or, more than this, can it be imagined that the three regiments at Meerut, even when joined by those at Delhi, could have conceived an idea so daring as that overthrowing, by themselves, the British Government in India?

I think, Gentlemen, every one must allow that if we had no other evidence of a plot, no testimony indicative of a previous conspiracy, the very nature of the outbreak itself must have convinced us of the existence of one. In the moral, as in the physical world there must be cause and effect, and the horrible butcheries of the past year would remain an anomaly and a mystery for ever, could we trace them to nothing more occult and baneful than a cartridge of any kind. It will be observed that this point of the cartridges, so openly and frequently insisted on, at Meerut and elsewhere, before the 10th May, gradually becomes more and more indistinct, as the plot gathers strength and matures itself, and after furnishing the mutineers with their first war cry at Delhi, it seems to have answered its purpose, and thenceforward was allowed to sink into disuse and neglect. with little or no vitality at starting, it soon died a natural death, and was succeeded by a reality of purpose, and a fixedness of resolve, that would have been worthy of a better cause . If we review the actions and whole conduct of these mutineers, we shall soon see that, from the very commencement, they bear the impress of cunning and of secret combination.

For instance, 85 of their comrades were ironed before them and send off to jail in their presence on the morning of the 9th of may; but this occasioned no outbreak of fury. Not a sound or token of dissatisfaction escaped from the men, who then land long before, must have had rebellion in their hearts; no gesture indicative of sympathy with the culprits was exhibited by any; in fact, as far as appearances could be trusted the infantry regiments at Meerut, and the remaining portion of the 3rd cavalry, were as obedient and loyal

as could possibly be desired and this deception was successfully resorted to till their plans were matured and the moment for open revolt had arrived. The night of the 9^{th} of May twelve hours after the imprisonment of the 3^{rd} Cavalary mutineers had taken place, was as favourable an opportunity as the night following, for a march upon the nearest magazine;

but there had not then been time for preparing the Delhi sepoys for a movement which the progress of events at Meerut had doubtless precipitated sooner than their first calculations had led them to Expect. Hence the necessity for communicating afresh with Delhi, and acquainting the sepoys there with the drama that was to be enacted on Monday the 11th. That such was done is established by the evidence of Captain Tytler; for it would be difficult to assign any other movice for a carriage full of sepoys coming over from Meerut on Sunday evening, and driving straight into the lines of the 38^{th} Native Infantry.

Again, we can perceive in the very hour chosen for the outbreak at Meerut the same evidence of cunning and of craft. The plan, too, of the Meerut cantonments gave considerable facilities for carrying out their plot The native lines are so completely separated from that portion of the cantonments where the European troops reside that the disturbanc and uproar attendant even upon open muteny could not be heard, or even known, from one to the other until specially communicated. Officers may naturally have been too intent on quelling the rebellion of their men to think of officially reporting it. Be this as it may, there would be some delay in turning out and supplying the Europeans with cartridges, assembling their officers, and marching down a distance of not less then two miles; so that taking one delay with anothet the mutineers might fairly calculate, considering it was an utter surprise to all, on $1\frac{1}{2}$ hours of safe and uninterrupted progress; and as the outbreak commenced at $\frac{1}{2}$ past six, this would have secured them darkness and comparative security for their further operations. This was what in effect actually took place. On the European reaching the native lines, it was already dark no sepoys were to be seen, and no one could tell whither they had gone. Subsequen enquiry revealed that, guided by the instinct of cunning, the rebels had not, at first taken the direct or main road to Delhi, neither had they left Meerut in milita formation, but as dusk had set

in, had going forth in parties of 5, 6 or 10 to their fixed place of assembly. This was judicious for their departure from Meerut, but would have been highly impolitic for their entry into Delhi, where there were no European troops to avoid .Something more imposing and demonstrative was required here; and accordingly we find them crossing to bridge simultaneously; massed in columns, and in complete military array, with a portion of the cavalry sent forward as a regular advanced guard.

It is on this occasion that we first prove the mutineers in immediate connection with the prisoner at your bar. The first point to which they turn—the first person to whom they address themselves, is the titular majesty of Delhi. This circumstance has much significance, and, at any rate, tends to show that previous concert existed between them. The Prisoner's complicity, however, was, immediately after, openly to commence. Scarcely had the very serious nature of the outbreak had time to develop itself, than his own special servants—in the very precincts of his palace—and almost, as it were, before his own eyes, rush to the imbrue their hands in the blood of every European they can meet with; and, when, we remember that two of these were young and delicate women who could have given no offence—whose sex and age might have tamed any hearts less pitiless than those of the human demons who destroyed them;—we are able to realize some slight portion of the horrible unnatural influences that appear innate to Mohammedan treachery. How otherwise was it possible that education—the pride of royal ancestry—a life of tranquilease and comparative refinement—should not have exempted this old and grey-headed man from all connection with deeds which seem too barbarous for the very outcasts of humanity, or even for the untamed but less savage denizens of the jungle.

We stop to enquire whether it has been proved in this Court, and will be repeated in after years, that the last King of the imperial house of Taimur was an accomplice in this villainy. The circumstances shall know be fairly stated. These murders were committed in the broad glare of day, before dozens of witnesses, and without the slightest attempt at concealment. They were perpetrated, as has been already stated, by the prisoners own retainers, and within then limits of his palace, where be it remembered even under the Company`s Government, his jurisdiction was paramount. I shall not,

however, attempt to infer that these murders must have been previously sanctioned by the prisoner,—mere inferences, on such a point cannot be accepted in a Court of Justice. I prefer to quote from the evidence. It is Ahsan Ulla Khan, the physician, who is speaking, and who says, that at the time he referred to, he and Ghulam Abbas, the attorney in court, were with the King, when it was told them that the troopers had killed Mr. Fraser, and had gone up to Captain Douglas to kill him, and that this was instantly confirmed by the return of the palkee bearers, who told them that they had witnessed Mr. Fraser`s murder; that his body was in the gateway, and that the troopers had ascended to the upper building for the purpose of murdering those there. Why the witness suppresses all mention of the prominent part the King's own servants took in these massacres, can easily be imagined. In a subsequent part of his examination, he even asserts that it was not generally known who committed them! Such is the evasion of the King`s own physician, who doubtless was aware of the importance that would necessarily attach to this point. It was not generally known who committed these murders! and, yet, at this lapse of time, we have had no difficulty in tracing the individuals, and ascertaining their names. It was not generally known that the King's own servants were the murderers! and yet we find this very circumstance prominently and specifically mentioned at the time in the native newspapers of the city. I need not, after this, recapitulate the evidence of all those who have clearly and satisfactorily proved that the King's servants were the murderers; for their testimony stands unshaken and unrefuted. It will amly suffice if I quote the statements of one of them, and which is as follows : "At this time Mr. Fraser remained below, trying to suppress "the disturbance; and while thus engaged, I noticed of the King's servants cut at him with swords till he was dead. One of Mr. Fraser's murderers was an Abyssinian. After this, they made a rush to the upper apartments, when immediately ran round by another door and closed the door at the top of the stairs. I was engaged in shutting all the doors, when the crowd found entrance by the southern stair, and having forced one of the doors on that side, came and gave admission to the men who had assisted in murdering Mr. Fraser. These immediately rushed into the apartments where the gentlemen, viz, Captain Douglas, Mr. Hutchinson and Mr. Jennings, had retired and attacking them with

swords, at once murdered them and the two young ladies. On this I ran down the staircase. As I got to the bottom, I was laid hold of by one Mundoh, a bearer in the service of the King, who said, "Tell me where Captain Douglas is, you have concealed him.'He forced me upstairs with him, I said you have yourselves killed all the gentlemen already;' "but on reaching the room where Captain Douglas was, I saw that he was not quite dead. Mundoh perceiving this also, hit him with a bludgeon on the forehead, and killed him immediately". Having now established that the murderers of these ladies were the special servants of the Prisoner, it will be well to revert to the testimony of the physician, Ahsan Ulla Khan, and to ascertain from him the steps the prisoner took on the murders being reported to him. The only order he gave on this occasion appears to have been to close the gates of his palace, and we naturally require whether this was for the purpose of preventing the escape of the murderers. The evidence distinctly proves that it was not The physician being further interrogated, is obliged to confess that the prisoner took not steps whatever, either to discover, to secure, or to punish the guilty, and, attributes it to there being much confusion at the time; but if the King`s authority had actually been set aside, and by his own servants too, this would have been the most forcible of all reasons for immediately re-establishing it, by at once bringing the offenders to justice. That this was not done we have been already in formed and we can only account for it on the supposition that these acts of the prisoner`s servants, if not instigated by himself, had yet actually anticipated his wishes. We are thus perfectly prepared for what is to follow, viz, that no servants was ever dismissed and not the slightest investigation or enquiry was ever instituted; in fact, in the words of the question put to the witness, the King continued these murderers both in his pay and in employment, and this too, as we have seen, when the very newspapers of the day gave information against them. After this, is it necessary to question whether he adopted these deeds as his own or not? I need not quote what may be the law of the land on such a point, for there is yet a higher law which must acquit him or condemn him, the law of conscience and of sense; that law which every one who hears me can apply, and which carries with it a verdict more terrible than that which is pronounced in mere conformity to legal codes or military legislation: it is a law that does

not depend upon local constitutions, upon human institutes or religious creeds: it is a law fixed in the heart of man by his Maker; and can it now here be set aside?

Perhaps it may be time to turn our attention to what was doing at the magazine, and to trace the further steps of the mutineers in that direction . Captain Forrest has told us that it was about 9 o'clock in the morning when the main body of native troops from Meerut was passing over the bridge in military formation (that is, in sub-divisions of companies,) with fixed bayonets and sloped arms, the cavalry being in front. It was actually in less than one hour after this that a Subedar of the 38th Native infantry, who was commanding the magazine guard outside the gate, informed them that the King of Delhi had sent a guard to take possession of the magazine, and to bring all the Europeans there up to his palace and that if they did not consent to this, none of them were to be allowed to leave the magazine. Captain Forrest adds that he did not see the guard at this time but that he saw the man who had brought this message, and he was a well dressed Mussalman. Nor was this all, for shortly after the above, as native officer in the King`s service arrived with a strong guard of the King`s own soldiers in their uniform, and told the above mentioned Subedar and the non-commissioned officers that he was sent down by the King to relieve them of duty.

We thus see with what alertness and despatch this most important object, the seizure of the magazine, was attempted. Is it, however, to be believed that such was the ready, immediate, and as it were, impulsive decision of the King, or of those who formed the Court? To attribute to them anything of this nature, would be to give them credit for a coolness of calculation, combined with a quickness of apprehension, such as pertains only to the more gifted of mankind. The scope and entire progress of the scheme speak loudly of a plan previously arranged, and of deliberations long matured by the counsels of many.

Indeed, it is difficult to conceive that any one, not previously initiated in the secret, could, on the moment, so promptly and so effectually have entered upon and adopted the details necessary for carrying it out. You will recollect the extreme importance of the decision, the magnitude of the interests at stake. You will call to mind the cogent reasons and the numerous arguments that would naturally array themselves against adopting so headlong and

precipitate a measure. It was, in fact an invitation to a king to league himself with ruffians and with cut-throats. Any inducement or prospective advantage that they could hold out to him was faint and almost imperceptible compared with the open risk which he was to encounter. By embarking in so forlorn a cause, he imperilled everything; his own life, and those all belonging to him and for what? The distant glimmer of a crown, which common reason, or the slightest consideration, would have convinced him was a mere ignis fatuus—a mockery of a sceptre, that would evade his grasp. Are we to imagine that it was under such circumstances that this weak and tremulous old man seized and improved his occasion, and with all the rapid instinct of determination, directed his own troops upon the magazine, to establish himself there as the one point of primary and most vital importance: and this too in the first moment of a surprise when nothing but riot and disorder reigned supreme? Or are we to suppose that there was a secret and a deeper knowledge of what the other portions of the army were already ripe for, and that the five or six regiments to commence with, were but the instalments of those that were to follow? Or, if such previous understanding and collusion did not exist either with the king or, any of those immediately about him, are we to attribute to superstition and the pretended revelation of dreams, circumstances which scarcely admit of satisfactory solution by any more sober process? We have all heard, in this Court, of the vision of a hurricane that was to arise from the west with a great flood of water devastating the whole country, but bearing up on its surges this descendant of ancient royalty, and that this vision, as interpreted by Hasan Askari the priest signified annihilation to the English infidels by the power of the king of persia, who was to restore sovereignty to the heirs of the throne of Hindustan. Was it a reliance upon this, that expedited the otherwise tardy movements of these Asiatics, and gave breadth and boldness to their decisions? I am aware that under other circumstances, and in any but an Eastern land, such unmeaning flights of a bewildered imagination would be too trivial to dwell upon,- too unsubstantial for the gravity of comment; but here, in seriously considering the nature and progress of an extensive military revolt, they obtrude themselves on the mind, as subjects capable of influencing for evil the destinies of thousands.These observations have been elicited by the marked and unusual energy displayed in making the magazine the point of

instant attack. It seems to me that such cannot be accounted for by conspiracy among the sepoys alone, for it was the king's own troops who were the first to seek possession, and the military and systematic way in which this was done, betrays the authority by which the orders were issued. There was no confusion here, no attempt at pillage: non-commissioned officers were appointed to the separate guards for the different gates of the magazine, while another guard superintended the labourers who were removing the stores that happened to outside. How could such decision, such instant transformation from chaos to system and to order have resulted, had not the king or some of his officials been entrusted with a sort of programme of events? How, in fact, could the king's troops have been in readiness and preparation for such work without warning of some kind?

If I have not succeeded in tracing to the King himself, a foreknowledge of the leading events that were to take place on Monday the 11th of May, I trust it had been made obvious that the secret was in the possession of some influential in-mates of palace. The babbling garrulity of the Prince Jawan Bakht sufficiently indicates this, for such is his joy at the anticipation of murdering the English, that he is unable to restrain his expressions of it. My chief object, however, has been to render clear what I believe to be the truth, viz. that the conspiracy, from the very commencement, was not confined to the sepoys, and did not even originate with them, but had its ramifications throughout the palace and the city : and do not the murders which we have already adverted to, tend to corroborate this fact? We have evidence that the mutineers of the 11th and 20th regiments of Native Infantry, before the magazine was exploded, proceeded to attack and escalade it, and it is then for the first time that we find the King, through his troops, acting in open alliance with these traitors to their government. From that moment there is no further disgust, and no attempt at concealment. Fairly launched into the stream of sedition he is hurried onward by the swollen flood which was not however to bear him, as he imagined, to the throne of Hindustan, but to leave him in its ebb a mere helpless wreck upon the sands.

I would here pause for a second, to refer to Lieutenant Willonghby, and to the brave men under him, who, for so long a time, held, against unnumbered odds, the magazine entrusted to

them. One hardly knows which to admire most, the penetration and sagacity which, at a glance, foresaw the possible necessity for its destruction, and made arrangements accordingly; or the undaunted resolution with which the final sacrifice was accomplished. To do justice to such heroism will be the pleasing duty of the historian. I can merely give it passing notice, having to dilate on other matters more immediately connected with the proceeding before us.

With the explosion of the magazine at Delhi, every hope of stemming the torrent of rebellion seems to have vanished; resistance had been there forward the European community if, in isolated aports, still preserving the appearance of Government authority, were left without one vestige of real power so that it soon became a duty to the state and to themselves to save their lives by a timely retreat. Delhi was consequently abandoned to the miscreants who had in the short space of 24 hours stained themselves with crimes which can scarcely be equalled in all the catalogues, of bygone iniquity. It is now we find that the king coming personally forward as the chief actor in that great drama which had more than England and Europe for its spectators: the progress of which was watched with such absorbing interest every where by the antagonistic powers of civilization and of barbarism. The evidence shows that on the afternoon of the 11th of May, the King having entered the. Hall of Special Audience, seated himself on a chair, when the soldiery—officers and all came forward one by one and bowed their heads before him, asking him to place his hands on them. The King did so, and each then withdrew, saying whatever came into his mind. The witness, viz, Ghulam Abbas, the prisoner`s attorney in Court, informs us that this ceremony of the King putting his hands on the heads of the soldiery was equivalent to accepting their allegiance and services; and he further states, that though he is not aware of any regular proclamation having been made in Delhi in reference to the king assuming the reins of governments, yet that such may have been done without his hearing of it, but that on the very day of the outbreak the King's authority was established, and that night a royal salute was fired of about 21 guns.

These matters bring us to the charges against the prisoner, and it may perhaps be as well now to consider them, not so much in regard to dates as the sequence in which they have been drawn up. The first charge against Muhammad Bahadur Shah, Ex-King of Delhi is: "For

that he, being a pensioner of the British Government in India, did, at Delhi, at various times between the 10^{th} of May and 1^{st} of October 1857, encourage, aid, and abet Muhammad Bakht Khan, Subedar of the Regiment of Artillery, and, divers others, native commissioned officers and Rebellion against the State." I am not going to weary the Court by repeating even a tenth part of the evidence which has been brought forward to establish these charges, but it is perhaps necessary to show that proof of them has been recorded. Mr. Saunders, Officiating Commissioner and Agent to the Lieutenant-Governor, has explained under what circumstances the prisoner became a pensioner of the British Government in India, viz, that his grandfather, Shah Alam, after having been kept in rigorous confinement by the Maharattas, on their defeat by the English in 1803, applied to the British Government for protection. This was accorded, and from that moment, the titular Kings of Delhi became pensioned subjects of the British. It will be seen, then, that, as far as this family is concerned, there was no wrong to be complained of, and nothing but benefits to be remembered. The prisoner`s grandfather Shah Alam had not only lost his throne, but had his eyes put out, and been subjected to every species of indignity, and was still kept in most rigorous confinement, when the English, under Lord Lake, appeared as his deliverers, and with generous sympathy for his misfortunes, bestowed on him rank and pension which, continued to his successors, have maintained them in honour and in influence, till like the snake in the fable, they have turned their fangs upon those to whom they owed the very means of their existence. The evidence that connects the prisoner with Muhammad Bakht Khan, Subadar of the Artillery, and which of itself will be sufficient to establish the charge, is a document from beginning to end in the prisoner`s handwriting :

To.

THE SPECIAL SLAVE, THE LORD GOVERNOR, MUHAMMAD BAKHT KHAN BAHADUR.

"Receive our favour, and understand that whilst the Neemuch Force have reached Alapur, its baggage is still here, and that you are therefore directed to take 200 troopers and 5 or 7 companies of infantry, and have all the baggage alluded to, such as tents, etc. together with commissariat supplies, conveyed by the gharis to

Alapur. You are further directed not to allow infidels staying near the Edgah to advance. Be it known to you further, that if the army returns without victory, and divested of its appliances of war, the consequence must be disastrous. You have been premonished and you are to consider these orders stringent."

It is true there is no date to this communication, but the allusions in it leave no possible doubt as to its having been within the period embraced by the terms of the first charge.

Perhaps this will be the best place for the few observations I have to offer on the defence. The prisoner, like every other that we have tried, has, according to his own showing, been the mere victim of circumstances; declares that he had no intelligence on the subject previous to the out break; that the mutinous soldiery surrounded him completely and placed sentries on all sides; and that, fearing for his life, he kept quiet, and went to his own private apartments; that the mutinous soldiery kept the men, women and children prisoners; that he twice saved their lives by entreaty and persuasion, and that the third time he did all in his power to save them, but that the rebellious soldiery would not heed him, and eventually carried out their purpose of slaying these poor people against his orders. Now the chief objection to all this is, that it is not only unsupported by evidence, but is directly in the teeth of all the testimony, whether oral or written, and whether given by his own servants or by others. The entire defence indeed is a mere tissue of denials of guilt; assertion of his not having been a free-agent; and an endeavour to put the onus of his misconduct upon others. He cannot challenge the authenticity of the documents against him, or the evidence of his own handwriting, or his own seal; and his only expedient consists in assevering, that what he wrote was by compulsion, and that his seal was affixed in the same way. The only dilemma that he appears unable to extricate himself from, to his own satisfaction, in this way, is the going out to Humayun`s tomb, and coming again. It was, of course, necessary to state that the last was by his own choice and free will; and this would scarcely have been possible had his going out been represented as compulsory; for if the sepoys had forcibly taken him out, they would hardly allow him voluntarily to return, so we are treated with the following curious account; "When the revolted and rebellious troops prepared to abscond, finding an opportunity. I got away secretly under the palace windows, and went and stayed in Delhi, when they

were preparing to abscond, instead of secretly planning to go out with them." However, I do not mean to take the defence, paragraph by paragraph, and thus refute it. My best reply to it, I believe, will be by showing how fully and completely the charges have been proved, and to this task I now again address myself, and proceed to the consideration of the 2nd count, which is, if possible, still more fully established than the first. It runs as follows: "For having, at Delhi, at various times between the 10th of May and 1st of October 1857, encouraged, aided and abetted Mirza Moghal, his own son, a subject of the British Government in India, and divers others unknown, inhabitants of Delhi and of the North-West Provinces of India, also subjects of the said British Government, to rebel and wage war against the State." The documents and other evidence in support of this charge are so numerous that it would be tedious even to reckon them. The newspapers speak of the appointment of Mirza Moghal to the office of Commander-in-Chief; of his investiture with address of honour; and other matters relating thereto. The oral testimony is very strong on the same subject, while the discovered correspondence shows that Mirza Moghal, the son, was perhaps next to his father, the leading chief of the rebels in Delhi. I shall for form`s sake give a short extract from a petition of Moulavy Muhammad Zahur Ali, Police Officer of Najaf Garh, it is as follows:-

TO THE KING! SHELTER OF THE WORLD!

"Respectfully Sheweth – That the orders of the royal 'missive have been fully explained to all the Thakurs, Chowdaries, Kanungos and Patwaries of this township of Najaf Garh, and that the best arrangements have been established. Further, that, agreeably to your Majesty`s injunctions, steps are being taken to collect horsemen and footmen, and it is explained to them, that their allowances will be paid from the revenue of this division of the district. Your slave`s assurance on this point, however, will not be believed, till some Ghazis, recently engaged, shall have arrived. As regards Nagli, Kakrowla, Dacohoo Kallan and other adjacent villages, your slave has to represent that, unrestrained by the dread of consequences, and bent on all sorts of excesses, the inhabitants have commenced plundering travellers."

This, might, I think, be sufficiently conclusive as to the words of the charge in reference to aiding and in abetting rebellion, Mirza

Moghal, his own son, and divers other "unknown inhabitants of Delhi, and of the North –western provinces of India" inasmuch as the petition from which Iam quoting, bears the autograph order of the prisoner referring it to his son Mirza Moghal, and directing him quickly to send a regirment of infantry with its officers of Najaf Garh, in accordance with wishes, and for the purpose of aiding and abetting the petitioner's schemes of raising horsemen and footmen to fight against the English. But there is another petition which has not yet been submitted to the Court, having only lately come to hand, and which may appropriately be introduced here. It is from Amir Ali khan, son of the Nawab of khurajpura, and is dated 12th of July. It runs as follows:

"TO THE KING! SHELTER OF THE WORLD!

Respectfully sheweth – That your petitioner has come to your royal court, at which Darius might have served as a door-keeper, having left his house animated by the ambition to stake his life in your Majesty's cause, and laments that he has lived to see the day when the accursed English have presumed to direct their cannon against your royal dwelling, the guardians of which are the angels of heaven. from the first dawn of the powers of discernment, your petitioner has been trained, like the lion to conflicts and war, and has not like the fox been concerned for his life—

Leopards destroy their prey on the summits of mountains. Crocodiles devour theirs on the banks of rivers. Your petitioner submits that if his prayer is accepted and the plans and stratagems necessary in this war are entrusted to his judgment, aided by your Majesty's august auspices he will, in three days,totally exterminate these people with white skins and dark fortunes. It was necessary, and I have therefore submitted it. (prayers for the prosperity of the reign, and curses in bitter and filthy language against those who may wish it harm.) petition of the slave Amir Ali khan, son of Nawab Dullail khan,son of Najabat khan,Chief of khurajpura.

"AUTOGRAPH ORDER OF THE KING, IN PENCIL"

"Mirza Sohuruddin will take enquiries and will give the petitioner service"

The third charge is—"For that he, being a subject of the British Government in India, and not regarding the duty of his allegiance, did, at Delhi, on the 11th May 1857 or thereabouts as a false traitor against the state, proclaim and declare himself the reigning king and sovereign of India, and did, then and there, traitorously seize and take unlawful possession of the city of Delhi; and did moreover, at various times between the loth of May and 1st of October 1857, as such false traitor aforesaid, treasonable conspire, consult,and agree with Mirza Moghol, his own son, and with Muhammad Bakht khan, Subadar of the Regiment of Artillery, and divers other false traitors unknown, to raise, levy and make insurrection, rebellion, and war against the State; and further to fulfil and perfect his treasonable design of overthrowing and destroying the British Government in India, did assemble armed forces at Delhi, and send them forth to fight and wage war against the said British Government."

That the prisoner was a pensioned subject of the British Government in India has been already shown in treating of the first charge; and as the British Government neither deprived him nor any member of his family of any sovereignty whatever, but, on the contrary, reieving them from misery and oppression, bestowed on them largesses and pensions aggregating many millions of pounds sterling, the duty of their allegiance will, I think, be readily admitted; yet, as we have already seen, this traitor rushes to seize the first possible opportunity of overthrowing and destroying the government of his benefactors. On the afternoon of the very first day of the outbreak, in the Hall of Special Audience, he receives the obeisances of the revolted sepoys, and by laying his hands on their heads unites with them in a common brotherhood of infamy. It is perhaps difficult to realize such as scene. An enfeebled tremulous old man striving with palsied hand to reach a sceptre far too powerful for his punny grasp, and while bent by age and infirmity, inducting a monarch's garb, to give, as it were, a benison and a blessing to the cause of the foulest treachery and murder? Dead to every feeling that falls honourably on the heart of man, this shrivelled impersonation of malignity must have formed no inapt centrepiece to the group of ruffians that surrounded him!

There are several witnesses who speak to the circumstances of the prisoner having been proclaimed: It is variously stated as occurring on different days, and it is more than probable that such

was actually the case. One or two proclamations would hardly be sufficient to carry the information through all the suburbs of so large a city as Delhi. The prisoner`s attorney allows that the King`s authority was established on the 11^{th} of May, and Gulab, messenger, being asked "Was the King proclaimed as the reigning sovereign immediately after the outbreak?" answered, "Yes, the proclamation was made by beat of drum on the very day of the outbreak, about 3 in the afternoon, to the effect that it was now the King`s Government;" while Chunni, Pedlar, another witness declares that, "On the 11^{th} of May, about midnight some 20 guns were fired in the palace. I heard the reports at my house, and next day, at about noon, a proclamation was made by beat of drum that the country had reverted to the possession of the King." The next paragraph in the charge is in reference to traitorously seizing and taking unlawful possession of the city of Delhi; but this is a point that I need not quote evidence to establish. It is difficult to turn our eyes in any direction without having convincing proofs of it. The charge then goes on to assert that the prisoner did at various times, between the 10^{th} of May and 1^{st} of October 1857, treasonably conspire, consult, and agree with Mirza Moghal his son, and with Muhammad Bakht Khan, Subadar of the Regiment of Artillery, and divers other false traitors unknown, to raise, levy, and make insurrection and war against the State. Mirza Moghal was publicly appointed Commander-in-Chief, and a special state procession in honour of his being so, took place a few days after the outbreak. The witness who deposes to this is Chunni Lal, Pedlar; but he is unable to specify the exact date on which he witnessed it. Mirza Moghal's authority after this seems to have been uncontrolled, at any rate in all matters immediately relating to the army, until Subadar Bakht Khan, of the Artillery, arrived, and was appointed both Lord Governor General and Commander-in-Chief. The date of his arrival was the 1^{st} of July, and after that some jealously and clashing of authority between the two Commanders-in-Chief is observable, for, on the 17^{th} of July, Mirza Moghal writes and informs his father, that on that day he had formed up the army and taken it outside, the city to attack the English, when General Bakht Khan interfered, and for a long time kept the whole force standing inactive, wanting to know by whose orders it had gone out, and, saying it was not to proceed without his permission, caused it to return. Mirza Moghal adds, "that having his

order reversed cannot but cause vexation to any officer high or low, and begs that definite instructions may be given as to whom the real authority over the army belongs." There is no order on this letter, nor have we any intimation what decision was come to, but that some better arrangement was the consequence is evident, for on the very next day, the 18^{th} of July, we find Mirza Moghal and General Bakht Khan acting in concert, as the following letter from Mirza Moghal to his father will show. It is dated the 19^{th} of July and runs as follows—"Since yesterday the arrangements have been completed for carrying on active offensive operations both by night and day. If aid could be afforded now from the direction of Alapur, with the divinc blessing, and through the influence of your Majesty's ever-during prestige, a final and decisive victoroy, it is to be expected, would soon be obtained. I therefore pray that positive orders may be issued from the throne to the Bareilly General to afford the aid in question, that is, that he be directed to proceed with troops to Alapur, and to make an attack on the infidels from that direction, while your slave with his division of the army makes another on this side, so that the two forces co-operating in the fight may in one or two days consign all the damnable hell-doomed infidels to hell. Moreover, it is to be expected that the force going to Alapur will cut off the enemies supplies. It was necessary and has therefore been submitted" On this letter there is an autograph order of King to the following effect, "that Mirza Moghal will make whatever arrangements may be proper," and also an after order apparently by Mirza Moghal—"That an order be written to the Bareilly General." I think this is conclusive of the three conspiring, consulting and agreeing together; but it may be as well to enter here two documents which have not as yet been submitted to the court. One is a proclamation from General Muhammad Bakht khan dated 12^{th} of July, and is to the following effect. It has, I should observe, been extracted, from the Delhi Urdu News : "Let it be generally known to the persons living in the city and the country, such as chiefs of freeholds, pensioners, landholders of rent free estates, etc, that if from anxiety for their incomes, they have hitherto continued on the side of the English, and have in any way colluded with them by conveying intelligence or furnishing them with supplies, their having done so will not be considered inexcisable. It is accordingly, now proclaimed that all those who have been alluded to are to cherish full confidence that when final

and complete victory shall have been obtained, provided their title deeds, former and recent, shall on inspection be fully verified, they will have the present provisions in their favour continued to them, and that they will also receive compensation in full for the entire period during which their incomes may have been suspended, owing to the present disturbances; but if after receiving knowledge of these orders, any person shall, notwithstanding, forward intelligence or furnish supplies, etc. to the English he will be severely punished in the way Government may determine. The chief police officer of the city is, therefore, ordered to have the signatures of all chiefs of free—holds, of rent free estates, and pensioners residing in his jurisdiction, written on the reverse of this notification to them in this matter, in acknowledgment of their having been duly informed, and then to send the notification immediately to His Excellency." The other document is an order froom the King, dated the 6th of September 1857, and is addressed to the chief police officer of the city. It runs as follows : "You are directed to have proclaimed throughout the city by beat of drum that this a religious war, and is being prosecuted on account of the faith, and that it behoves all Hindu and Mussulman residents of the imperial city, or of the villages out in the country, as well as those natives of Hindustan who are arrayed against us on the ridge, or are anywhere employed on the side of the armies of the English, whether they be man of the eastern provinces, or sikhs or foreigners, or natives of the Himalaya Hills, or Nepalese, to continue-true to their faith and creeds, and to slay the English and their servants: and you are directed to have it further proclaimed that those who are now present with the English force on the ridge, whether they be people of Hindustan, or foreigners or Hillman, or sikhs, or whatever country they may be natives of, or whether they be Mohammedans, or Hindus born in Hindustan, they are not to entertain any fears or dread of the enemy. Whenever they come over to this side, kind provision will be made for them, and they will be allowed to continue in their own creed and religions. You are directed to have it proclaimed further, that all who will join in the attacks on the enemy, whether they be or be not servants, will be allowed to keep themselves whatever property they may take from the English in plunder, and that they will beside receive additional rewards from his Majesty, and will be amply provided for." This paper, which I have just perused, is an office copy and was

found recently among other documents in the office of the king's chief police station. It bears the seal of that officer, and is actually attested as a true copy by the signature of Bhao Singh, assistant to the king's chief police officer. A more trustworthy and convincing document could hardly be laid before a Court.It seems to me fully to complete the proof of the third charge, and to render further quotation from the numerous other documents unnecessary. It also tends to establish the latter portion of the fourth charge.

To this charge I will now turn my attention. It accuses the prisoner "of having, at Delhi, on the 16th of May 1857, or thereabout, within the precincts of the palace at Delhi, feloniously caused and become accessory to the murder of 49 persons, chiefly women and children of European and mixed European descent." As far as the murder of these poor victims is concerned, I have nothing to allege; the facts have been detailed before the Court in all their horrid minuteness, and they are not such as to be easily forgotten. The cold-blooded hardened villainy that could revel in leading women and young children to the shambles, and this too without the miserable apology of imagined wrong, or the mistaken zeal of religious frenzy, is something so inhuman that the mind might well refuse to accept it as truth, did not all the force of concurrent ideas, of direct testimony, of circumstantial proof, and elsewhere repeated reacting of the same dreadful tragedies, enforce it upon our convictions. It is not then such admitted facts as the above that I am here called upon to establish. They are unhappily but too prominently and painfully shaped forth to require further illustration. "It remains, however, to show how deeply the prisoner stands implicated in this revolting butchery, and whether, as averted in the indictment, he did feloniously cause and become accessory to the murder of these 49 persons," I shall not, in so doing, attempt to avail myself of that law which makes all persons joining in insurrection and sedition individually responsible for every act of violence that may be committed by those with whom they stand leagued in illicit combination, even though such acts may have been against their wishes or without their cognizance. I mean, however, separately to consider each fact connecting the prisoner with the deaths of these women and children. I will revert to the evidence of their capture, the place of their imprisonment, the fearful privations to which they were subject, and the more than cruel treatment which they experienced, from the commencement of their

confinement, all of which were but too prophetic of the ultimate doom that awaited them. The first person whose testimony I shall have to quote is Ashan Ulla Khan, the physician when asked, "How was it that so many English women and children were brought to the palace in confinement, he replied: "The mutineers took them in and about the city; and having established their own quarters in the palace, they brought their prisoners in with them too." Being further interrogated, he declares that the mutineers did not retain the custody of their prisoners, but as each successive one was brought in, reported the circumstances to the prisoner, and were told to take the Europeans to the kitchen, and keep them confined there. Being again questioned he asserts the King himself appointed the kitchen as the place of their confinement, and observed, at the time, that it was a large capacious building, so that it appears that the Prisoner not only fixed upon the building himself as the place for herding indiscriminately together men, women and children, but from its being in his own palace, and from his volunteering a description of it, it is evident that he had some personal knowledge of what it was like. He terms it a large capacious building, but these are not very definite terms, and when used in reference to different objects may relatively have widely different meanings. To obviate any misconception on such a point, I have, since Ahsan Ulla Khan gave this evidence, visited the place myself, and taken its measurements and description. The building is 40 feet long, 12 ft, broad and about 10 ft, high. It is old, dirty and dilapidated, and without the vestige of plaster; but it is worse than this, for it is dark has no mud flooring, no windows, and is entirely without the means of ventilation or of light. There is but one aperture to it, a miserable small wooden door; but I will now let Mrs. Aldwell describe it in her own words : "We were all confined in one room, very dark, with only one door, and no windows or other opening. It was not fit for the residence of any human being, much less for the number of us that were there. We were very much crowded together, and in consequence of the sepoys, and everyone who took a fancy to do so, coming and frightening the children, we were obliged frequently to close the one door that we had, which thus left us without light or air. The sepoys used to come with their muskets loaded and bayonets fixed, and ask us whether we would consent to become Mahomedans and also slaves, if the King granted us our lives; but the King`s special armed retainers, from

whom the guard over us was always furnished, incited the sepoys to be content with nothing short of our lives, saying we should be cut up in small pieces, and given as food to the kites and crows. We were very indifferently fed, but on two occasions the King sent us better food." Such was the return made by this traitor for the millions of pounds sterling bestowed by the English on himself and on his family having, as one of the witnesses has specifically stated, abundance of room where these women and children would have been safe in the apartments occupied by the females of his own establishments, where, it is said, there are secret recesses in which 500 people might be concealed, and where, even had the rebels dared to violate the sanctity of the zenana, all search would have been fruitless, and there being, according to another witness, on scarcity of vacant bulidings in the palace in which the ladies and children could have been kept n confinement, and in which they might have had every comfort—this minion of English generosity preferred to select for them the very den set apart for culprits and for felons, and where they even receved far worse than a felon`s treatments, for they were crowded into a small space, and were daily exposed to the insults and cruelty of all who chose to molest them. Such was the requital to the English for a princely pension and an imperial palace. It will be observed from the statements of Ahsan Ulla Khan and Mrs. Aldwell that both agree in attributing these measures personally to the King, and when we recollect the trifling matters which were, on every occasion, referred to him, and which, as has been fully demonstrated in this Court, received not only his attention but were endorsed, by his own autograph instructions, is there any room left for doubt, that the more importance concerns were under his special control also? Indeed, the concurrent testimony of many witnesses, and the irrefutable evidence of his own handwriting incontestably prove that such was the case. It is thus we find the King appointing the prison; that the King's special armed retainers were always on guard over the prisoners: that it is the King who supplies them with their very indifferent food, and on two occasions sends them some of better quality; and thus too, the sepoys asked them whether thy would consent to become Mohammedans and slaves, if the King granted them their lives; and who, on perusing even thus much of the evidence can doubt that he had the power of doing so? Has there been one single circumstances elicited that show that the prisoner

even wished to save them, or that he even extended to them one act of common courtesy or kindness? Very very far from it: for whilst no cheek was given to those who showed the prisoners every species of unmanly brutality, the ordinary charity of giving food and water to a Christian was severely punished, and a Mahommedan woman, simply on this account, was actually immured with the prisoner. Can the bitterness of rancour go further than this? Or is it possible to contemplate the place and nature of the confinement fixed for these tender women and children, without coming to conclusion that a cruel death was from the first moment reserved for them, and that, in sword seems to have been but a merciful deliverance from the lingering death, which confinement is so loathsome a den at such a season of the year must eventually have inflicted on all exposed to it.

Might I not here stop and confidently on this point await the decision of the Court against the prisoner. The proof, however, swells in volume as it proceeds, and I made to leave no portion of it untraced. Gulab, a chaprassy, or messenger, has distinctly stated that a couple of days before the massacre took place, it was known that the European would be killed in two days, and that on the day fixed for the slaughter arriving, great crowds of people were flocking to the palace. Every witness to the scenes who has spoken of it in Court has alluded to the crowds assembled, both as spectators and actors on the morning in question, and, as this was at the early hour of between 8 and 9, there seems no doubt that previous information of what was to take place must have been given. Nothing indicates that an outburst of fury either on the part of the populace or military in any way led to a catastrophe so awful. On the contrary, the witness distinctly says that without orders it could not have happened, and that there was but two sources from which such an order could have emanated, viz, the King and his son, Mirza Moghal, adding, that he does not know which of them gave the order. He, however, distinctly states that he was present at the murder of these European prisoners, and that he saw them all standing together surrounded on all sides by the King`s special armed retainers, or what you may term his body guard, and some of the infantry mutineers; and that though he did not observe any signal or order given, yet, on a sudden, the men just mentioned drew their swords, simultaneously attacked the prisoners, and continued cutting at them till they had killed them all. A second witness, viz, Chuni Lal, the newswriter, when asked by whose orders

these Europeans were murdered, distinctly replies that "It was done by the King`s order: who else could have given such an order? " He and other witnesses concur in stating that Mirza Moghal, the King's son from the top of his house which overlooked the court-yard, was a spectator on this occasion; this Mirza Moghal being, at that time, second only to the King himself in authority. Is it credible, then under such circumstances the King's own bodyguard, his special armed retainers, could have dared to perpetrate this frightful butchery without his order, and against his wishes? If a doubt could be entertained on such a perusal of the writings evidently approved by the prisoner, in which blood-thirstiness and sanguinary ferocity against the English are so glaringly conspicuous. In reference to the persence of Mirza Moghal, and in further proof that it was by the King`s own orders that these unhappy women and children were massacred I shall quote the testimony of the King`s own secretary Mukund Lal. To the question "By whose order were the ladies and children that were prisoners in the palace murdered?" he replies, "These people were being collected for three days; on the fourth day the infantry and cavalry soldiers, accompanied by Mirza Moghal, came to the entrance to the King`s private apartments, and requested the King`s permission to kill them. The King was at this time, in his own apartments. Mirza Moghal and Basant Ali Khan went in side while the soldiery remained without. They returned about 20 minutes, when Basant Ali Khan publicly, and in a loud voice proclaimed that the King had given his permission for the slaughter of the prisoners, and that they could take them away. Accordingly, the King`s armed retainers; in whose custody the prisoners had been, took them from the place of confinement, and in connection with some of the mutinous soldiery killed them." It appears, then, that Mirza Moghal had just come from the prisoner's presence, and was armed with his authority for carrying out this most hideous deed of blood it may seem almost superfluous to add anything to the above; but the proof furnished by the extract from the prisoner's diary is so important and convincing that I feel bound to quote it. The evidence of the physician, Ahsan Ulla Khan, regarding it is as follows : "Was a Court diary of occurrences at the palace kept by order of the King during the rebellion? Answer, The Court diary was kept up as usual according to the custom which had long preceded the outbreak. Question : Look at this leaf and see whether you can recognise the

handwriting. On it? Answer : Yes, it is, in the handwriting of the man who kept the Court diary, and this leaf is a portion of it."

Translation of an extract from the court diary for the 16th of May, 1857.

The king held his Court in the Hall of Special Audience,49 English were prisoners,and the Army demanded that they should be given over to them for slaughter. The king delivered them up saying, "The army may do as they please, and the prisoners were consequently put to the sword. There was a large attendance,and all the chiefs, nobles officers and writers presented themselves at court and had the honour of playing their respects."

Here then we have oral as well as most unimpeachable written testimony,all concurring on his point, and it would seem nearly impossible to make the proof clearer, had we, not the prisoner's written confession of the crime. I do not mean in his defence, which is simply a document framed for this court, and is but a mere tissue of false denials without an effort at refuting what stands so prominently against him. I allude of course to his long letter to his son Mirza Moghal, in which he actually makes merit of the slaughter of his Christian prisoners and urges it as a reason why the soldiery should be mere attentive to his commands. After this, to prolong any argument upon the subject would be improper. There is then but the last portion of the fourth charge uncommented on; and to estabish it we have copies of circulars addressed from the king to Rao Bhara, the Ruler of cutch Bhoj, to Ranjit singh, Chief of Jasalmir, and to Rajah Gulab Singh, of Jummoo.The flowing extracts will be sufficient, viz.

To

RAO BHARA, RULER OF CUTCH.

It has been reported that you, every faithful one, have put the whole of the infidels to the sword, and have thoroughly cleansed and purified your dominions of their unclean presence. "We have been extremely gratified to hear of such conduct on your part, and you are therefore honoured with this address, to the intent that you will institute such arrangements throughout your territory as that none of the creatures of God may in any way be aggrieved or oppressed. Further, should any number of the infidels reach your dominions by

sea, you will have them slain. In doing this you will act entirely in accordance with our pleasure and wishes."

"TO RANJIT SINGH, CHIEF OF JASALMIR.

"It is clear to our belief that throughout your dominions the name and trace of these ill-omened infidels, the English, must not have remained; if, however, by any chance or possibility some have escaped till now, by keeping hidden and concealed, first slay them, and after that, having made arrangements for the administration of your territory, present yourself at our Court with your whole military following. Considerations and friendliness a thousand-fold will be bestowed on you, and you will be distinguished by elevation to dignities and place which the compass of your qualifications will not have capacity to contain.

TO RAJAH GULAB SINGH, RULER OF JUMMOO.

"I have been made acquainted, by your petition, with all particulars of the slaughter throughout your territory of the accursed unbelieving English. You are considered worthy of a hundred commendations. You have acted in this matter as all brave men ever acquit themselves; may you live and prosper." Again; "Come to the royal presence, and slay the accursed unbelieving English, and all other enemies, wherever you may find them on the way. Whatever may be your hopes and expectations, the dignity and elevation to which you will be promoted amongst your equals will surpass all that you may be able to imagine, and you will further be rewarded and dignified with the title of Rajah," On one of the petitions to the King from a Duffadar of the 4th Irregular Cavalry, boasting of having murdered his officers at Muzaffernagar, the order for an appointment in return is in the prisoner`s own handwriting.

I herewith conclude my observations on the charges, and it will now remain, Gentlemen, for you, by your verdict, to determine whether the prisoner at your bar, in retirement and seclusion, may yet claim the respect due to deposed majesty, or whether he must henceforth rank merely as one of the great criminals of history. It will be for you to pronounce whether this last king of the imperial house of Taimur shall this day depart from his ancestral palace, bent down by age and by misfortune, but elevated perhaps by the dignity

of his sufferings and the long borne calamities of his race, or whether this magnificent Hall of Audience, this shrine of the higher majesty of justice- shall this day achieve its crowning triumph in a verdict which shall record to this and to all ages, that kings by crime are degraded to felons, and that the long glories of a dynasty may be for ever effaced in a day.

The consideration of the specific charges against the prisoner being now closed, I trust it may not be thought presumptuous, if I offer some observations on the evidence elicited as the cause of the late rebellion and of the existence of previous conspiracy. I have, in a former part of this address, argued that if the native regiments, previous to the cartridge question being mooted, had been in a sound and well affected state, such a frightful, and all but universal, revolt could not have occurred, that there must have been some other and more latent power at work to have thus operated on a whole army scattered in different cantonment from Calcutta to Peshawar. I think that such could not have been accomplished without some secret mutual understanding, and some previous preparation, the establishment of which may appropriately be termed conspiracy. I have stated also that it seems as if it was not owing to a cartridge of any kind that such an amount of mutiny and murder has solely to be attributed; but I should be more than blind to all that has appeared on these proceedings and elsewhere, if I failed to recognize in the cartridge question, the immediate means or instrument adopted for bringing about a much desired end. It seems to have been the spark, not accidentally shot forth, but deliberately chosen to explode a mine previously prepared. In alluding then to the existence of a conspiracy, I do not mean to imply that we have come upon traces of a particular gang of men specially banded together for the fixed definite object of causing the late rebellion in the native army, in any manner similar to that in which we have seen it developed, but such evidence as we have been able to obtain does appear to me to point out that, for a considerable time, antecedent to the 10th of May, agitation and disaffection to British rule among the Mohammedans was more than ordinarily prevalent, and that such disaffection had been stimulated by active and designing men, who have most craftly taken advantage of every circumstance that could be made suitable for such a purpose. The annexation of Oudh to British rule was perhaps one of these. It seems to have been particularly displeasing

to the Mohammedans, as annihilating the last throne left to them in India; and for some other reasons, it would appear to have been almost equally unpalatable to the Hindu sepoy. It may perhaps have interfered with his position there as a privileged servant of the Company; for instead of having to rely on the influence and prestige of the British Government in dealings or disputes with the native landholders of that province, he found himself brought at once under direct European control. One of the witnesses, Jat Hall, draws a marked distinction between the Hindu sepoy and the Hindu tradesmen, in reference to their feelings for the British Government, and perhaps the annexation of Oudh, with other causes, may tend to account for it. Being asked whether there was any difference between the Mohammedans and Hindus in this respect, he replied: "Yes, certainly, the "Mohammedans, as a body, were all pleased at the overthrow of the British Government, while the merchants and respectable tradesmen among the Hindus regretted it." He, however, says that the general feeling throughout the army was the same both among the Hindus and Mohammedans, and that they were both equally bitter; and this view of the case is, I think, supported by our experiences of both. The great bulk of the infantry portion of the native army was undoubtedly. Hindu; but we have not found this any check or restraint upon their revolting barbarity, and as for as the army has been concerned Hindu and Mohammedans appear to have vied with each other only in the enormity of their crimes. But apart from the army, the revolt has perhaps assumed many of the features of Mussalman conspitracy, and it is, I think, probably that to Mussalman intrigue may eventually be traced those false and fabricated rumours, which, adroitly mixed up with some small portion of truth, have been so instrumental in effacing the last vestiges of fidelity in an army whose faithfulness was at one time perhap its very chiefest pride and boast. It does not belong to such an occasion as this to revert to past years, and step by step to trace the causes which have combined to destroy the reliance once placed upon those who are now so notorious for their perfidy. Some of these causes doubtless have been beyond government control, and were perhaps inherent to a state of continued progress on the one side, and an inveterate priestly opposition to it on the other. It will be sufficient if I here merely allude to several previous occasions, not of distant date, when some regiments of the native army showed how

little they were to be depended on. On those occasions also it was evident that a unity of purpose and a singleness of feeling were, in a short time, organised by some process not immediately patent to their European Officers : a mutual correspondence either by emissaries or letters was perhapas then initiated, and the lessons, thus learnt was not easily forgotten. I do not mean to argue that from that time the Native Indian Army became one large debating society. Very far from it. I believe that in their own fashion, most of the sepoys were good and well meaning servants of the Government. I say, in their own fashion, because, it appears to me they are always deficient in natural firmness, and have no idea of strong moral rectitude; their fidelity as long as it exists is more of a habit than of a principle, upheld by superstition, but wanting the sustaining power of true religion. Among such a body as this there must always be some discontented intriguers, and who that knows anything of Asiatic character will not readily admit, especially with reference to Hindus, that the few are more potent for evil than the many for good? Let but three or four leaders come forth in all the open audacity of crime, or mix themselves up in the secret intrigues of sedition, and the rest, if not immediately panic struck, never think it their duty to check or oppose them. They may excuse themselves for a time by holding aloof from what they do not approve but active interference even in prevention of mutiny and murder, seems to form no part of their creed, either religious or political. The most serious crimes are thus passively encouraged; and temporary immunity securing proselytes, all are eventually engulfed in the same depths of infamy. Thus the crimes of few lead to the ruin of many. That these influences have been vigorously at work in extending the late rebelling, I think few will be inclined to deny. I am aware that no correspondence, and perhaps little direct evidence to such a point, has been brought before the Court: indeed, in reference to the sepoys we have not been in a position to obtain either one or the other, still if, as has been currently, and, I believe, truly reported that the number of letters passing among our native soldiers, for a month or two prior to the outbreak, was very considerably larger than usual, this circumstance, combined with such facts as have come under our notide, would lead, almost irresistibly, to the conclusion that some sinister agitation had been extensively at work, and that increased disaffection and subordination would necessarily be the result; moreover, that in such

a state, revolt would reduce itself to a mere calculation of time. In the above remarks, I have attributed much of what has occurred to the pernicious influence of evil intriguers, and it may naturally be enquired why these should have had greater effect at the present juncture than at any former one. Some of the causes I have already hinted at, such as the annexation of Oudh, and the progress of European civilization, outstriding, and, in its natural course, threatening to sweep away the puny barriers upraised by priestly cunning, for the preservation of the grossest ignorance, and thus commencing the subversion of religions that are unable to bear the lights of even natural science. I believe too that the propagandists of sedition may artfully have availed themselves of some recent acts of Government to spread panic and alarm in reference to future forcible interference with caste prejudices, I allude to the agitation about the remarriage of Hindu widows; the enlistment for general service; the cartridges, etc. I do not mean, in this, to refer the slightest apology for whose conduct excites nothing but loathing and disgust. Pampered in their pride and besetted in their ignorance, they had, as a body, become too self-sufficient for military subordination and unhesitating obedience. Experienced as they were in mutual combination they appear again easily to have entered into schemes for dictating to the Government their views in reference to imagined grievances, but that open defiant mutiny had been generally resolved upon by the army, or, at an rate, by the Hindu portion of it, prior to the trial of the 3rd Light Cavalry troopers, is more, I think, than has been established. Up to that time there was, no doubt, a feeling of uneasiness, a restless apprehension, and an air of respectful mutiny pervading the native ranks. The sepoys, in many instances, appeared to imagine that disobedience to military command was scarcely criminal if accompanied by a salute and a submissive demeanour. Habituated to combination and well aware of the strength of numbers, they latterly had seldom lost an opportunity of bringing forward their grievances, not individually but in masses. On such points there was no difference between Mussalman and Hindu; they could both readily unite, and had already done so, for the purposes of incolsent dictation. Indeed, if we search back into history, I believe we shall find that this has ever been, what I may term, the normal condition of Asiatic armies; and it is perhaps the necessary result of giving unity and power to large bodies of men without the checks

furnished by education, loyalty, and religious principle to control them. Military discipline, without these auxiliaries, is but a dangerous weapon, and one that has frequently been turned against those who have sharpened and prepared it. As a corollary to this, it may be observed that rebellion and insurrection among the unarmed and untutored people of Asia is rare indeed. Even the forcible conversion of the Hindus to Mohammedanism under former Emperors of India seems to have been insufficient to rouse them to resistance. It is then the attempt at domination by the sepoy alone that has to be guarded against. The distinctions of caste may, to a certain extent at former periods, have proved serious obstacles to any very extensive combination of men of different sects, either for political or other purposes, but we should remember that this very circumstance of caste companionship has necessitated the existence of a number of distinct self-governing societies, has habituated the people of Hindustan to meetings among themselves where publicity is avoided, and thus giving them their primary lesson in uniting for particular objects, has endowed them with a natural facility for more extended combinations of a secret and sinister character. Under these circumstances, there wanted but the means and the occasion for carrying them out; and who does not perceive that the native army afforded the one, and a variety of incidents have favoured the other? Brahman and Mussalman here met as it were upon neutral ground, they have had, in the army, one common brotherhood of profession, the same dress, the same rewards, the same objects to be arrived at by the same means. They frequently joined each other in their separate festivals, and the union encouraged by the favour of the Government was finally resorted to as a measure to subvert it. I do not, however, intend to dwell on all of the many influences which may have assisted in bringing about the recent catastrophe. Such a discussion, in this place, might not be approved of.

It seems to me, however, apparent that it was not and could not have been the greased cartridge alone that effected it. "There was previous preparation, among the sepoys; and there was also a general unsettling of men`s minds throughout the country, and among the Mohammedans in particular. I believe, indeed, that the facts elicited on this point may be ranged appropriately under the head of "Mohammedan conspiracy," the chief object of which seems to have been to spread disaffection and distrust of British rule, and by the

dissemination of false and evil reports, and by fabrications of the most insidious kind, to prepare all the people for change and insurrection. As for as can be traced, the commencement of this must have originated with the prisoner or with some of those, such as Hasan Askari and othere who were admitted to his most secret and confidential councils. Be this as it may, there cannot, I imagine, be a doubt that in sending Sidi Kambar to persia and Constantinople as an ambassador with letters to the sovereign of that country, soliciting aid and elevation to a throne, the prisoner became the principal in a conspiracy which, indirectly, at any rate, must have been auxiliary to the recent frightful outbreak and its attendant horrors. It is worthy of particular notice, as connecting the tow together, that this Sidi Kambar`s departure took place according to the most reliable account, just two years before May 1857, and that his promised return, with the aid sought for was fixed for the time when the outbreak actually took place. Coupling this with the prophesy among the Mohammedans that English sovereignty in India was to cease 100 years after its first establishment by the battle of Plassey in 1757, we are able to form something more than conjecture as to the causes which have given to Mohammedan fanaticism its delusive hope of recovering all its former prestige. I have already alluded to the dream of Hasan Askari the priest, and its interpretation so plausibly contrived to correspond with the wishes of the King, and of those about him. The circumstances may seem trivial to us, but it was doubtless a means well calculated to make a deep impression upon the superstitious minds of those to whom it was addressed, and to cause expectation and belief in what was predicted by one said to be possessed of miraculous powers, and accredited with holding direct communication with heaven. We learn too from the petition of Muhammad Darwesh to Mr. Colvin, the Lieutenant-Governor, dated 27th of March 1857, that Hasan Askari had, at this time, assured the King of Delhi that he had certain information that the prince royal of Persia had fully taken possession of, and occupied Bushire, and that he had entirely expelled the Christians, or rather, had not left one alive there, and had taken away many of them prisoners, and that, very soon indeed, the Persian army would advance by the way of Kandahar and Kabul towards Delhi. He, moreover adds, "That in the palace, but more especially in that portion of it constituting the personal apartments of the king, the subject of the conversation night

and day was the early arrival of the Persians. Hasan Askari has, moreover impressed the King with the belief, "that he has learned, through a divine revelation, that the dominion of the King of Persia will to a certainty extend to Delhi, or rather over the whole of Hindustan, and that the splendour of the sovereignty of Delhi will again revive, as "the Sovereign of Persia will bestow the crown on the King." The writer goes on to say that throughout the palace, but particularly to the King, this belief has been the cause of great rejoicing, so much so that prayers are offered and vows "Are made, while at the same time, Hasan Askari has entered upon the xiaily performance, at an hour and a half before sunset, of a course of propitiatory ceremonies to expedite the arrival of the Persians and the expulsion of the Christians. It has been arranged that every Thursday several trays of victuals, "wheatmeal, oil, copper, money and cloth should be sent by the "King in aid of these ceremonies, and they are accordingly "brought to Hasan Askari."

We thus see how early and how deeply the priesthood interested and .engaged themselves in this matter, and how completely and exclusively Mohammedan in character was this conspiracy. If we could but have stepped behind the scenes, and witnessed these ceremonies at which superstition presided, and have heard these prayers and vows offered up for the arrival of the Persians and the expulsion of the Christians, we should doubtless have had depicted to us to foreshadowings of those dreadful tragedies which, to all time, will render the past year so painfully memorable. We may imagine and faintly conceive to ourselves some portion of the rancour of these Mohammedans, when we recollect not only their deeds, but the concentrated hatred which, breathes through their petitions, and does not stop with this world, but rejoices in the idea of eternal torments for us hereafter. One can not help enquiring whether there are really many millions of human beings in Hindustan imbued with these feelings for Europeans. I will leave those who hear me to form there own opinions on this subject, without venturing to proffer mine. We learn, however, from Mrs. Aldwell, that during the Mohuerum festival, she heard the Mohammedan women praying and teaching their children to pray for the success of their faith, and these prayers were generally accompanied by execrations against the English. Nor did even accomplishing the cruel death and sufferings of helpless women and children tend in any way to abate the ferocity of

their malignity, or to waken one chord of mercy or commiseration in their breasts, for we find from the local newspapers that at this time this most hideous massacre was being perpetrated, about 200 Mussalmans were standing at the reservoir, uttering the coarsest abuse against the prisoners. Were it not too well attested, such demoniac malignity would scarcely be credible.

The next point which I shall advert is the circulation of the chapaties in the form of ship biscuits. Now, whether, they were sent round under the fiction of a government order, signifying that in future there should be but one food and one faith, or whether, according to another interpretation, they were meant to sound a note of alarm and preparation, giving warning to the people to stand by one another on any danger menacing them, the contrivance was a most insidious one, and calculated to breed distrust and suspicion in the hearts of many who were strangers to such feelings before. That it created no stronger impression on the native mind that it did, is perhaps attributable only to the early check it received at the hands of authority, and it would doubtless be both interesting and important if we could discover how and by whom such a proceeding was initiated. This and the false rumour about mixing ground bones with the flour had doubtless one common origin, and it is not going beyond the bounds of fair indication or reasonable inference, to attribute both one and the other to the unceasing wiles of Mohammedan conspiracy. We perceive that the Hindu sepoys under the impulse of a first reaction in their feelings, reproached the Mohammedans with misleading them, and it is a most significant fact on these proceedings that though we come upon traces of Mussalman intrigue wherever our investigation has carried us, yet not one paper has been found to show that the Hindus, as a body, had been conspiring against us, or that their Brahmans and priests had been preaching a crusade against Christians. In their case there has been no king to set up, on religion to be propagated by the sword. To attribute to them under such circumstances, the circulation of these chapaties, or the fabrications about ground bones in the flour, would be to ascribe to them acts without a meaning and a criminal deception without any adequate motive. A very marked feature in this Mohammedan conspiracy is the activity and persistence with which it has been carried out; the circulation of the chapaties having been early prohibited by authority, and thus rendered non-effective

for the purpose of extending sedition, some other expedient was necessary to replace it, and we at once find the tale of the "bone dust mingled with flour" very adroitly selected as the substitute. It was, in fact, still adhering to the material of chapaties, and continuing the symbol of "one food, one faith." It was indeed the chapaty without its form, and without its inconveniences. The schemers had apparently learnt that the chapaty was too specific and too tangibly open to European interference to be largely availed of as an agent for evil, and hence its transformation into flour, the bone dust being added to the one as the equivalent of the form of the ship biscuit to the other. To give out then that such was the nature of the flour stored at all the depots of supplies along the Grand Trunk Road, for, from them, during their marches, the sepoys are, in a manner, compelled to get their food, was to attain the very object the conspirators must have most desired. If true, the Government had already commenced what would be deemed forcible conversion, to Christianity. If they could, but establish a firm and general belief in this, their game was in their own hands; and that they did succeed in doing this to a very great extent is, I imagine, undeniable. I must own that to me this apparently natural transition from the chapaties to its component parts, seems a master stroke of cunning, and evidenced most able leadership in the cause the conspirators were embarked in.

To prove, moreover, that no mean order of talent was at work, and that all the appliances that craft and treachery could avail themselves of, were resorted to, we have only to refer to the extracts from the Authentic News, and also to the other native publications of that period, and we shall perceive with what steadfast consistency the ulterior aim is always kept in view. The chapaties, the bone dust in the flour, the greased cartridges, were all most appropriate for the Hindus; but a different pabulum was requisite for the Mussalmans, and we shall now see with what subtlety it was administered. The first paper commences by announcing that the King of Persia had ordered a concentration of most of his troops at Teheran, and then, declaring it to be currently reported that such a demonstration against Dost Mohammed Khan was only a strategic move to cloak the King of Persia's real design of fighting against and conquering the English, the editor makes certain that, at any rate, some change of feeling has taken place amongst the three powers. The next extract is dated the 26th of January 1857, and commences by asserting that all

the newspapers agree in declaring that the King of France and the Emperor of Turkey had not as yet openly avowed themselves the allies of either the English or the Persians; but that their ambassadors were secretly visiting and presenting their gifts to both of the belligerents, "Some people," says the editor, "think that King of France and the Emperor of Turkey will not mix themselves up in the quarrels between the Persians and the English; but most people, he adds, "say that they will both side with the Persians. As for the Russians, however, they make no secret of the readiness with which they are assisting, and will continue to assist the Persians, whether it be with funds or with forces. It may be said that virtually the Russians are the cause of the war, and that using the Persians as a cloak, they intend to consummate their own designs regarding the conquest of Hindustan. It is to be believed that the Russians will soon take the field in great force." Here them we have not only Persia and Russia advancing immediately upon India with immense armies, but France and Turkey to assist them, while the forsaken and devoted English are represented as by no means sure even of the alliance of the Afghans under Dost Mohammed. Well might the editor, after announcing such formidable coalitions, somewhat dramatically exclaim, "Let the readers of the Authentic News be prepared to see what the veil of futurity will disclose." Accordingly, in the next extract, we perceive that "the King of Persia had solemnly promised to his countries, the Governorships of the different presidencies and places: one is to get Bombay, another Calcutta and a third Poonah," while the Crown of Hindustan is plainly spoken of as reserved for bestowal on the King of Delhi, this very prisoner before us. You will recollect, Gentlemen, that several copies of this paper, the Authentic News, used to be sent to the palace, and one can imagine the joy and exultation with which such passages must have been perused, especially when, added there to, is the assertion that the Emperor of Russia had sent an effective and thoroughly appointed army of 400,000 men with abundant munitions, to assist the King of Persia in his hostile designs upon India. But it was not in the palace, and by the princes alone, that such paragraphs were read with avidity; the whole population was intent on them. Sir Theophilus Metcalfe had told us that the subject of the advance of the Persians upon Herat was much discussed among the natives, and frequently in connection with the idea of Russian aggression upon

India; every newspaper having at this time its correspondent in Cabul. Nor indeed did the discussion and interest excited by these concocted hostile movement cease here, for the same witness declares that agitation about this time prevailed among the sepoys, and that about five or six weeks before the outbreak it was currently reported in their lines, and much discussed among them, that 100,000 Russians were coming from the north, and that the Company's Government would be destroyed, and in fact that the idea of a Russian invasion was universally prevalent. The venom and virus of these false publications were then taking their intended effect, and it would seem a mere perversion of reason longer to blind ourselves with the idea that the outbreak was fortuitous, or that a greased cartridge occasioned it. In a former article of the Authentic News we have seen Dost Mohammed alluded to as but a doubtful ally of the English. In this one, however, as events progress, he is spoken of as being secretly in league with the King of Persia, and that superstitious aid may not be lost sight of, it is embarked how wonderfully four, distinct unexpected coincidences had impelled the King of Persia to declare war against the English. The first was that Herat, in another place described as the key of India, has so easily fallen into; the third the nobles of Persia unanimously counselling an advance on India, and predicting that God would bestow victory; and the fourth, the simultaneous rising and assembling of the whole of Persia for the prosecution of a religious war. Portents and miracles were likewise brought forward still further to excite the Mohammedan mind, as the following extract from the Authentic News, dated 15th of September 1856, will sufficiently prove. It is headed.

Local News from the Hansi District—"A man just come from the country tells the editor, that unlike other places, the Huli is being burnt there at this season of the year, and the saturnalia attending festival are now going on. The man who states this, ascertained on enquiry that the reason for the unseasonable observance of this festival is that, that three girls were born at a birth, and three spoke immediately. The first said : "The coming year will be one of great calamities, various calamitous visitations will afflict the nation, the second said : "Those who live will see", and the third, in an impressive and forcible tone, said, "If the Hindus will burn the Huli in the present season they will escape all these evils. God alone is omniscient."

It is too much, I am afraid, the case, with persons accustomed to European habits of thinking to view such statements and articles as these merely in reference to the impression they would be likely to make on themselves. The taking of Herat, the predictions of the nobles, etc, and the fabulous prophesies of these girls, would, in that case, receive hardly passing attention. But we should commit a grievious and most fatal error, if we were to gange Asiatic thoughts and understandings by the same measure that would be applicable to our own. If, avoiding this mistake, we proceed to consider the above editorials in relation to the people they were written for, we shall find that they are not only most insidiously worked up to meet their particular prejudices, but are also made to bear a striking affinity to the fulfilment of their prophesies; to the dreams of Hasan Askari; to the negotiations of Sidi Kambar; and to the ancient traditions of Mohammedanism. Are we than to suppose that in all this there was no connection between the palace and the press were all these concurrences fortuitous? Can it be that the dreams of the priest, the plots of the court, and the fabrications of the newspapers worked accidentally together? We have already seen the decoys by which the Hindu sepoys were to be gained: and is it not the same spirit of evil that we can recognise here? Are the circumstances appealing to Mohammedan pride, to their superstitious bigotry, to their lust for religious war, and to their hatred for the English, dwelt upon with a less perfect knowledge of their peculiar inherences? In an extract from the Authentic News, dated the 19th March, it is stated that 900 Persian soldiers, with some officers of high rank, had entered India, and the 500 more were then staying in Delhi itself in various disgises. It is true that this is given out on the authority of one Sadik Khan, a person whose identity not being established, was evidently in disguise even to his name; but this very circumstance was no doubt a part of the scheme. It gave an air of greater mystery to the announcement of the paper, and seems to have been purposely contrived to let the imagination of the readers supply an exaggerated idea of his real rank and importance. How, it may be asked, even under this cloak of a false name, could such a statement be given forth in the leading newspaper of the city, without some deep and ulterior object? It not only assigns deep conspiracy to the Persians, but, if false, as we know it to have been, is proof of conspiracy in the editor and those who employed him. This name of Sadik khan, be it

remembered, was the one attached to the proclamation purporting to be from Persia, and put up in the Jama Masjid. The proclamation, then, and the assertion about these 900 Persian soldiers, were evidently parts of one and the same scheme, and seem to have been thus linked together that the one might, in a measure, support the other. If, for instance, any questioned the authority of the proclamation, there was the answer ready that the bringer of it was actually in the city with 500 other Persians also in disguise, and vice versa. If the advent of the Persians was disbelieved, was not the proclamation a voucher for its reality? The same depth of artifice is apparent everywhere; and the more we consider the subject, the more fully convinced we shall be of the wiles and stratagems so systematically resorted to. For instance, what would such a proclamation as that attributed to the King of Persia, have been without some demonstration, feigned or real, to support it? The sword depicted on one side, and the shield on the other, would have been equally meaningless, but for the story of the men in disguise, and the officers of the high rank who evidently must have been deputed to carry it through. The proclamation, so evidently false, is, for that very reason, one of our truest and more reliable expositors of conspiracy, and of Mussalman conspiracy too. It is, in fact, impossible to account for it under any other hypothesis. Who then was it that designed and wrote the proclamation? This question, I believe, could be answered in every detail by the editor of the paper, who has recurred to it so frequently. It is evidently a pet subject of his one on which he seems to be thoroughly at home. He has the exact transcript of it, is able to epitomize it, and no doubt was equally well informed as to the preparation of it.

I do not mean to wade through, and to quote all the extracts from the newspapers that bear out the fact of a Mohammedan conspiracy. That appears to me unnecessary, for I believe I shall have no difficulty in establishing it by other testimony. However, there is one other extract, which it would be wrong to leave unnoticed. It bears date the 13th of April, and must have been the origin of the report that Sir Theophilus Metcalfe alludes to, when he says that about fifteen days before the outbreak, it was currently reported that an anonymous petition had been presented to the Magistrate, stating "that the Cashmere Gate of the city would be taken from the English. This being the chief stronghold in the city and main connection with

the cantonments of Delhi, it would naturally be the first point seized in any attempt at insurrection in the city, and being the only gate at which there was any military guard; the importance of it, in a strategical point of view must have been obvious to all." Sir Theophilus Metcalfe proceeds to say "That this petition was never received; but that the current report about it was indicative of what was then occupying the thoughts of many of the natives." So, no doubt, it was; but it was also much more than this, for it was the real exposition of an article which the editor dare not, without disguising it put into print. With what ingenuity and craft the idea it worked out, so as to become intelligible only to those who were meant to understand it, must now be obvious to all. The editor says several petitions have been given into the Magistrate`s Court, and in these it is also mentioned that "a month hence from this date an overwhelming attack will be made on Cashmere, of the salubrity and beauty of which a poet has said— "That should a parched and burnt up soul reach Cashmere, though he might be a roasted fowl, he would recover his wings and feathers, and that this cool and heavenly country will come into the possession of the writers of the petition," How, it may be asked, were the writers of the petitions given into the Magistrate`s Court at Delhi to take Cashmere, and who does not now perceive that the Cashmere gate of the city of Delhi was thus indicated by the country from which it derives its dame, and that the salubrity and beauty of the former were to represent the importance and its fitness for their objects of the latter. I shall not here pause to consider whether, under the simile of a parched and burnt-up fowl, the prisoner before us was intended. He no doubt expected to recover some of his lost plumage by seizing the gate, and with it was meditating a flight to a higher elevation, In declaring on the 13th of April that in one month from the date an overwhelming attack would be made on this very point – for it was here the officers were shot down- the editor of the Authentic News was either the confident and accomplice of conspiracy, or had soared into the regions of actual prophesy.

The coincidence of the above cautiously-worded announcement of the editor, and indiscreet revelations of Jawan Bakht, are certainly starting. The doubly foretold attack took place on the 11th of May, and after what has been proved in regard to Mohammed in treachery, is there any one who hears me that can believe that a deep planned and well-concerted conspiracy had nothing to do with it?

The proof of the intimate connection of the prisoner with it do not, however, rest here, for Moujud, the Abyssinian, who was not merely in the service of the King, but was his private special attendant, and was always near his person, takes Mr. Everett aside and tells him that he had better leave the Company`s service, and, with his troop, go over to the King, as this hot weather the Russians would be all over the place. Mr. Everett seems to have laughed at this, and to have thought it but the man`s foolishness; but we have now direct proof that it was something far deeper than that, for at their next meeting, which occurred about a month after, the outbreak had been accomplished. Moujud says to him, "Did I not tell you to come away?" and then, as it were in explanation of the warning, proceeds to reveal to him the whole of the Sidi Kambar transaction: how two years before, he had been sent to Constantinople as ambassador from the King of Delhi—how he had started on the pretence of going to Mecca, and how he had promised that he would return when the two years had expired. This explanation seems to me a very remarkable one. It shows clearly that it was not merely on the basis of an expected disturbance at Meerut that such a proposal was made, but that a far wider web of sedition was weaving. Who can now believe that none of the Mohammedan native officers and men of the regiments at Delhi and Meerut had been tempered with? Mr. Everett, as a Christian, was surely one of the last the conspirators would apply to. It should be remembered likewise that Mr. Everett had none of his regiment with him at Delhi, and that had there been any Mussalman officer of the corps present, they would doubtless have been preferred to a Christian. At the time too when the application was made to him, the sentence of the Meerut court-martial must have been unknown in Delhi. It was not, then, as a consequence of, but as an addition and an adjunct to, what was anticipated at meerut, that preparation was being made here, and by whom was this being done? Could a mere private servant and personal attendant, however great favourite he might be, offer service to a sisaldar and a whole troop of cavalry, withdrawing their allegiance from the Government, without any authority for so doing, for his master? Who could have given the King`s service to so large body, but the King himself? I would beg those who hear me seriously to consider these questions and then determine whether the answers to them do not bring home personal complicity in compassing the rebellion, to the prisoner in Court. We have been informed to by Mukand Lal, the secretary, that it is now about three

years since some Infantry soldiers stationed at Delhi became disciples by the King, and that, on that occasion, the King gave each of them a document detailing the names and order of those who had preceded him in the direct line of disciples to each other, himself included, together with a napkin dyed pink as an emblem of his blessing. Now three years ago from the present date is about the time of Sidi Kambar`s embassy to Persia, and of the apparent first commencement of Mohammedan conspiracy; and it certainly is a somewhat instructive fact to find that the occasion chosen for such an unwonted manifestation of piety on the one hand, and such an unusual display of kingly condescension on the other, was precisely that in which intimate relations between them of a more political character were beginning to be thought of. The Agent of the Lieutenant Governor of course put a stop to these exhibitions; but from that day, adds the witness it may be said that a sort of understanding was established between the army and the King. I think it will be conceded that in addition to the charges, five facts have been established, viz, the concerted dreams and predictions of Hasan Askari the priest; the mission to Persia and Constantinople of Sidi Kambar the Abyssinian; a deliberate continuous plan of exciting distrust and revolt among the Hindus; a similar plan, by the fabrications of the native press, for inciting the Mussalmans to a religious war; and lastly by these means and others, an indirect and also a personal tampering with the fidelity of the Hindus and Mussalmans of the native army. Has or has not a guilty participation in all these five points been traced to the prisoner? If the question, was I believe it will be, should be answered in the affirmative, there will still remain another to be responded to, of perhaps still greater importance, viz. Has he in these transactions been the leader, or the led, has he been the original mover, the head and front of the undertaking, or has he been but the consenting tool, the willing instrument in the hands of others, the forward, unscrupulous, but still pliant puppet, tutored by priestly craft for the advancement of religious bigotry? Many persons, I believe, will incline to the latter. The known restless spirit of Mohammedan fanaticism has been the first aggressor, the vindictive intolerance of that peculiar faith has been struggling for mastery, seditious conspiracy has been its means, the prisoner, its active accomplice, and every possible crime the frightful result. It was however rather as the head of the Mohammedan religion in India, than as the descendant of a line of Kings, that I believe the prisoner`s influences were desired the one

indeed is so inseparable from the other, that it is difficult to say where the difference commences. It was the union of the two—the religious and the political- that gave such importance to the prisoner as one of the abettors of conspiracy.

Thus the bitter zeal of Mohammedanism meets us everywhere. It is conspicuous in the papers, flagrant in the petitions, and perfectly demoniac in its actions. There seems indeed scarce any exemption from its contagious touch. The prince Mirza Abdulla robbing his confiding visitor and former friend, and then sending his uncle to compass her death, seems no exaggerated instance of it. It is again represented by the Mohammedan officer, Mirza Taki Beg at Peshawar, who, while in high employment and pay by the British Government, complacently quotes from his books that a change will take place, and that the British rule will soon be overthrown. It finds a still more unmistakable disciple in Karim Baksh of the Delhi Magazine, who, while drawing English pay, avails himself of his scholarship and knowledge of Persian, to send circulars to the native regiments, to the effect that the cartridges prepared in the magazine had been smeared with a composition of fat and that the sepoys were not to believe their European officers, if they said anything in contradiction of it. It will be recollected how active in his enmity this man proved, when the King`s troops were attacking the magazine: how he kept up a secret communication with them, and how completely the he identities himself from the commencement with the conspirators. Can there be a doubt that he was one of those who had been successfully tempered with, that, while ostensibly serving the English, he was, in reality, in the pay and confidence of those seeking their destruction?

But why multiple instances of this sort? I would gladly cite some of a different tendency, and the petition of Mohammed Darwesh, in this admirable letter to Mr. Colvin, must not be passed over. It is one noble instance of faithfulness from a Mohammedan to the British, I am sorry I cannot class with it the petition purporting to be from Nabi Baksh Khan to the King, pronouncing it unlawful to slay women, and calling for a decree to that effect from the doctors of the Mohammedan religion for since I delivered the paper into court, considerable doubt has been thrown on its having been written at the time indicated and it seems by no means improbable that it was fabricated after the capture of Delhi for the purpose of obtaining rewards and other advantages. Indeed, a further attentive perusal of it has convinced me that it is so; for no one in the situation of Nabi Baksh Khan would have dared to advise or propose to

the King to let the soldiery first wreak their rage on his own royal person, as Nabi Baksh Khan pretends to have done. There are certainly a few instances in which the pleasing on account of the humble grades in which their instances occur. We may perhaps deduce from this, that the teachings, such as are prescribed by their prophet, have no softening effect on the hearts of his followers, nay more, that incompatible with feelings of even ordinary humanity.

In the course of this address I have dwelt long and frequently upon these circumstances, which appear to demonstrate, that to Mussalman intrigue and Mohammedan conspiracy we may mainly attribute the dreadful calamities of the year 1857. I have endeavoured to point out how intimately the prisoner, as the head of the Mohammedan faith in India, has been connected with the organisation of that conspiracy either as its leader or its unscrupulous accomplice. I have alluded to the part taken by the native press and Mohammedans, in general, as preparing the Hindus for insurrection, and the native army, in particular, for revolt and perhaps in further corroboration of such facts, it may be as well to advert to the share that may be assigned to the Mohammedans in getting the cartridges refused on the parade ground of the 3rd Light Cavalry. Out of these 85 troopers, the far larger moiety was Mohammedan. These men had no caste, and to them it could not possibly have mattered whether pig`s and cow`s fat was smeared on the cartridges or not. Captain Martineau tells us that at the Ambala depot, as far as the cartridge question was concerned, the Mohammedan sepoys laughed at. it, and we thus perceive that these men initiated open mutiny without one pretext for so doing, for the shadow of an excuse. They had not even the extenuation of a pretended grievance, yet they at once, leagued themselves in rebellion against us, and induced the Hindus to join them, by speciously exciting them, on that most vulnerable of points, the fear of being forcibly deprived of their caste. I say, induced the Hindus to join them, for such is the evidence before us, and this too on a pretext in which the Mohammedans could have had no possible sympathy with them. Nor indeed were the Hindus long in discovering this, for as a witness, who has been frequently quoted, informs us, "immediately after the battle of the Hindan, they spoke with much regret of the turn that affairs had taken, reproached the Mohammedans for having "deceived them; and seemed to doubt greatly that the English Government had really had any intention of interfering with their caste. Great numbers of the Hindu sepoys at this time declared that, if they could be sure their lives would be spared, they would gladly

go back to the service of the Government but the Mohammedans, on the contrary, used to assert that the King`s service was much better than that of the English; that the Nawabs and Rajahs would supply the King with large forces, and that they must eventually "conquer." If we now take a retrospective view of the various circumstances which we have been able to elicit during our extended enquiries, we shall perceive how exclusively Mohammedans are all the prominent points that attach to it. A Mohammedan priest with pretended visions and assumed miraculous powers. A Mahommedan King, his dupe and his accomplice—a Mohammedan clandestine embassy to the Mohammedan powers of Persia and Turkey resulting— Mohammedan prophesies as to the downfall of our power— Mohammedan rule as the successor of our own. The most could blooded murders by Mohammedan assassins—a religious war for Mahommedan sepoys initiating the mutiny. Hinduism I may say, is nowhere either reflected or represented, if it be brought forward at all, it is only in subservience to its ever aggressive neighbour.

The arguments in reference to a Mohammedan conspiracy are now closed. I do not mean that many others might not be deduced from the proceedings before us, for I have selected only those that appeared to me the most prominent. I would wish, however, before sitting down, to quote one question and answer from Captain Martineau`s evidence:- "Did you ever hear any of the sepoys speak complainingly of the efforts of English missionaries to convert natives to Christianity?' Answer- "No, never in my life, I don`t think they cared one bit about it." I believe there is no officer whose duties have given him much experience of the sepoy`s character or any insight into his feelings and prejudices, but will readily confirm the correctness of this opinion. There is on dread of an open avowed missionery in India. It is not the rightful conversion to Christianity, that either sepoys or natives are alarmed at. If it be done by the efforts of persuasion of teaching, or of examples— the only means by which it can be done, it offends no caste prejudice, excites no fanatical opposition. A candid undisguised endeavour to gain followers to Christ has never, that I am aware of, been viewed with the slightest sign of disapprobation of a portion of the natives, and were it more constantly before their eyes who can doubt that it would remove this present dark and debasing error that Christianity is itself a caste, and its only distinguishing tenet the privilege of eating everything. If this degrading ideas were removed, the chief fear of the Hindus would vanish with it Let them see that it is impossible to make converts to Christianity by force, and you deprive the seditious of their most patent weapon of mischief. Christianity when seen in is own pure

light, has no terrors for the natives. It is only when kept in the shade that its name can be perverted to an instrument of evil. But I may, if I proceed further, the trenching questions of State policy. I beg then to tender my thanks to the court for the patient hearing they have given me, and to Mr. Murphy, the Interpreter for the able assistance he has in that capacity, afforded me on this, and the other State trials. His very high attainments as an oriental scholar have been most conspicuous. In the fluency of viva voce examinations on the quick reachness with which all kinds of papers, in different hands, have been deciphered and read and in the correctness and spirit of the written translations of documents of no ordinary difficulty, his complete knowledge both of Urdu and Persian has been thoroughly attested. The notes appended to many of these papers are valuable in themselves, and speak more forcibly than I can do of Mr. Murphy`s very high proficiency as an Interpreter. I should be wanting both to him and myself if I did not thus record my obligations to him.

Delhi, 9th March 1858, F. J. Harriott, Major.

Dy. Judge Advocate General and Govt. Prosecutor.

FINDING

The court is closed to consider its findings.

The Court, on the evidence before them, are of opinion that the Prisoner Mohammed Bahadur Shah, Ex-King of Delhi, is guilty of all and every part of the charges preferred against him.

M. Dawes Lt-Col, President.

Delhi, 9th March 1858.

F. J. Harriott, Major.

Deputy Judge Advocate General.

Approved and Confirmed.

N. P. Penny, Major General,

Commanding Meerut Division.

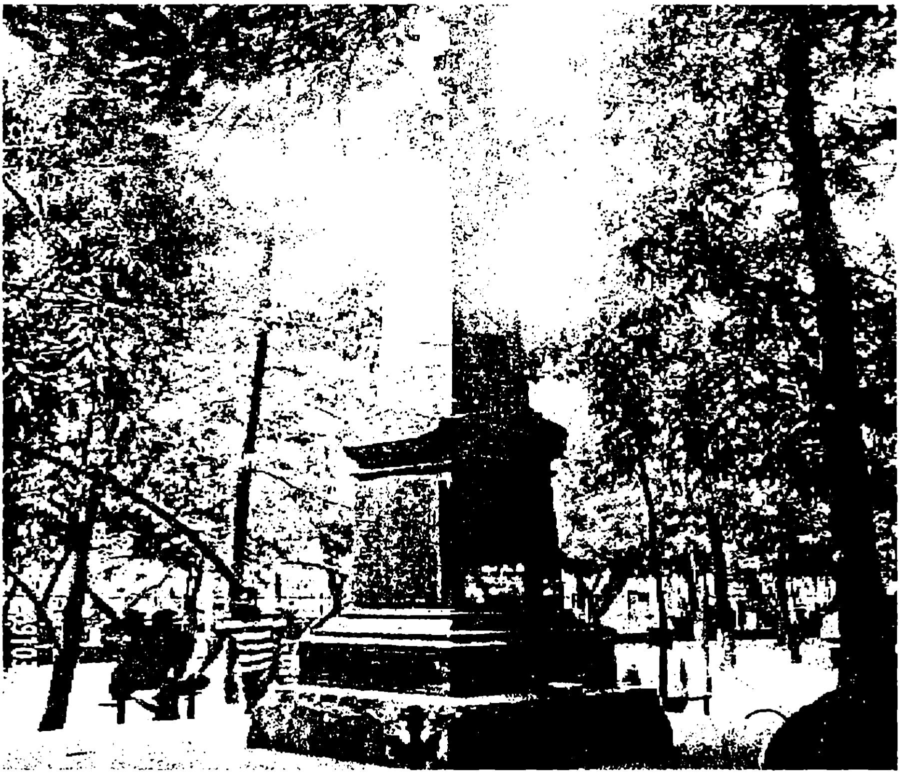
Camp Saharun, 2nd April 1858.

The Court adjourns at 3 p. m. sine die.

(End)



Bahadur Shah Park is a park in Old Dhaka



Bahadur Shah Park is a park in Old Dhaka, Bangladesh. It is now a war memorial and a tribute to the martyrs who fought in the first liberation war or the First War of Independence against British rule in 1857. It was here that the conflicting Sepoys and their civil compatriots were publicly hanged. It was built on the ruins of an old building, called Antaghar, a club house of the Armenians, then living in a large number in the neighborhood.

It was called Victoria Park until 1947. After that, it was renamed after Bahadur Shah II, the last Mughal emperor.
